শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
১ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ও তাফসীর ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা অনেকাংশে সহজ হলেও আরবী ভাষায় কম অভিজ্ঞ লোকদের জন্যে সরাসরি শব্দে অর্থ বুঝার মত অনুবাদের অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। তবে শুধু শব্দার্থ দ্বারা অনেক সময় মূল বক্তব্য জানা সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাঃ) এর তরজমা -এ কুরআন থেকে ভাবার্থ ও সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোগ করা হয়েছে, যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে না হয়।

পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ চয়নের ক্ষেত্রে আমি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সীরগণের গ্রহণীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী (রাঃ) এর শাব্দিক অনুবাদ (উর্দু) তফসীরে মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত আল কুরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর(রাঃ) এর তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) এবং মক্কাশরীফে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran"(আরবী-ইংরেজী) এর সহযোগিতা নিয়েছি। এ সত্বেও কোন ত্রুটি যদি কোন গবেষকের সামনে ধরা পড়ে তা অনুবাদককে অবহিত করতে অনুরোধ রইল। বিদেশে অবস্থানের কারণে মুদ্রণ ত্রুটি ও রয়ে গিয়েছে। আগামীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বঙ্গানুবাদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে বাংলা শব্দার্থগুলোকে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে পড়ার পরিবর্তে আরবী শব্দের নীচে দেয়া বাংলা শব্দার্থ ও আয়াতগুলোর শেষে দেয়া বাংলা ভাবার্থ পড়তে হবে। এভাবে শব্দার্থ ও ভাবার্থ বুঝে কিছুদুর অধ্যয়ন করতে পারলে পরবর্তিতে কুরআনের বাকী অংশের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এরপরও পূর্ন কুরআন অধ্যয়নের জন্যে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সহযোগিতা নেয়াই উত্তম হবে।

এ কাজে জনাব মাওলানা আ, ন, ম, রশীদ আহমাদ এবং জনাব মাওলানা শামাউন আলীর সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি।

সবশেষে এ কাজে যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার এ ক্ষুদ্র মেহনত যাতে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন তার জন্য তারই দরগায় কাতরভাবে মোনাজাত করছি।

মতিউর রহমান খান

জেদ্দা, সৌদি আরব

প্রথম প্রকাশঃ

২১শে মহররম ১৪১০ হিঃ

২২শে আগষ্ট ১৯৮৯

সূচী পত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর

সূরা আল-ফাতিহা

নামকরণ

এ সূরার নাম 'আল-ফাতিহা'। বিষয়-বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে । যা দ্বারা কোন বিষয়, কোন গ্রন্থ কিংবা কোন কাজ আরম্ভ করা হয়, আরবী ভাষায় তাকেই 'ফাতিহা' বলা হয়। বাংলা ভাষায় তা ভূমিকা ও মুখবন্ধের অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যতের প্রথম অধ্যায়েই এ সূরা নাযিল হয়। নির্ভরযোগ্য হাদিস হতে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি এ সূরাই সর্ব-প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাযিল হয়। এর পূর্বে শুধু কয়েকটি খন্ড-আয়াতই নাযিল হয়েছিল, যা বর্তমানে সূরায়ে 'আলাক', সূরায়ে 'মুযযাম্মিল', সূরায়ে 'মুদ্দাচ্ছির' প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়-বস্তু

এ সূরা মূলতঃ একটি প্রার্থনা মাত্র। খোদার এ মহান কালাম অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহতা'আলা এ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। একে কোরআনের অগ্রভাগে স্থান দেয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে এ কথা শিক্ষা দেয়া যে, এ মহান গ্রন্থ হতে উপকৃত হতে হলে সর্বপ্রথম খোদার নিকট প্রার্থনাই করতে হয়।

বস্তুতঃ মানুষের মনে যে জিনিস লাভ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় মানুষ স্বভাবতঃ তারই প্রার্থনা করে থাকে এবং সে প্রার্থনাও ঠিক তখনই করে যখন সে নিঃসন্দেহে জানতে ও অনুভব করতে পারে যে, সে যার নিকট প্রার্থনা করছে উক্ত জিনিসটি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ এবং তার মঞ্জুরী ছাড়া তা আদৌ পাওয়া যেতে পারেনা। অতএব কোরআন-মজীদের শুরুতেই এ প্রার্থনা স্থান নির্দেশ করতঃ লোকদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্য পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে সত্যানুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়েই এ কিতাব পাঠ করে এবং আল্লাহতা'আলাকেই সকল জ্ঞানের মূল উৎস মনে করে তাঁরই নিকট পথ-নির্দেশ লাভের প্রার্থনা দ্বারা কোরআন অধ্যয়ন শুরু করে।

এ কথা বুঝে নেয়ার পর এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরায়ে ফাতিহা প্রকৃত পক্ষে কোরআন গ্রন্থের ভূমিকা নয়, বরং এটা হচ্ছে প্রার্থনা এবং কোরআন হচ্ছে তার বাস্তব উত্তর । বস্তুতঃ সূরায়ে ফাতিহা মানুষের একটি প্রার্থনা-বিশেষ এবং মূল কোরআন খোদার নিকট হতে এ প্রার্থনার জবাব মাত্র। মানুষ প্রার্থনা করে এ বলে : 'হে খোদা-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সত্যের পথ দেখাও' । উত্তরে আল্লাহতা'আলা পূর্ণ কোরআন মানুষের সম্মুখে পেশ করে বলেনঃ "তোমাদের প্রার্থনানুযায়ী আমার পক্ষ হতে তোমাদেরকে এ জীবন-বিধান দান করা হল"।

اَلْحَمْدُ (সকল প্রশংসা) لِلّٰهِ (আল্লাহরই জন্য) رَبِّ ((যিনি) রব) الْعٰلَمِيْنَ ۝١ (সারা জাহানের) الرَّحْمٰنِ (অশেষ দয়াবান) الرَّحِيْمِ ۝٢ (অতীব মেহেরবান)

مٰلِكِ (মালিক) يَوْمِ (দিনের) الدِّيْنِ ۝٣ (বিচারের) اِيَّاكَ (তোমারই (শুধু)) نَعْبُدُ (আমরা এবাদত করি) وَ (এবং) اِيَّاكَ (তোমারই (কাছে শুধু))

نَسْتَعِيْنُ ۝٤ (সাহায্য চাই আমরা) اِهْدِنَا (আমাদেরকে দেখাও) الصِّرَاطَ (পথ) الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ (সরল সঠিক)

১. সকল প্রশংসা[১] একমাত্র আল্লাহতা'আলারই জন্যে যিনি সারাজাহানের রব[২]।
২. যিনি দয়াময় মেহেরবান। ৩. বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা তোমারই এবাদত করি[৩] এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর।

১। আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাগণকে (দাসদের) এই সূরা ফাতিহা এ জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি চান তাঁর বান্দাগণ প্রার্থনা-স্বরূপ এ সূরা তাঁর সমীপে পেশ করুক।
২। আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়ঃ ১- মালিক, প্রভু, মনিব; ২-লালন-পালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী; ৩- আদেশ-দাতা, বিধান-দাতা, শাসক, বিচারকর্তা, কার্য নির্বাহক, শৃংখলা বিধায়ক। আল্লাহতা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।
৩। 'এবাদত' শব্দটিও আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ ১-পূজা, উপাসনা; ২- আনুগত্য, আদেশ পালন; ৩-দাসত্ব, গোলামী।

৬. ঐসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।

৭. যারা অভিশপ্ত নয় পথভ্রষ্ট নয়[৪]।

৪। বান্দাহর এ প্রার্থনারই উত্তর হচ্ছেঃ সমগ্র কোরআন । দাস আপনার প্রভুর কাছে পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করছে, আর প্রভু তাঁর দাসের সে প্রার্থনার উত্তরে তাকে এ কোরআন দান করছেন।

*[এখানে ঐলোকেদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর অভিশাপ পড়েছে]

সূরা আল- বাকারা

নামকরণ

এ সূরার এক স্থানে 'বাকারা' (গাভী) শব্দটির উল্লেখ হওয়ার কারণে গোটা সূরারই নাম নির্দিষ্ট হয়েছে "আল-বাকারা"। কোরআনের প্রত্যেকটি সূরায়ই এত অসংখ্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিতে কোন সূরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব । আরবী ভাষা শব্দ-সম্পদের দিক দিয়ে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী তাতে সন্দেহ নেই; তা সত্ত্বেও এটা যে মানুষেরই একটা ভাষা তাও অনস্বীকার্য । মানুষ যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাব-প্রকাশক বলে এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত বিষয়ের ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ বা বাক্যাংশ রচনা করা যায় না। এ জন্যেই নবী করীম (সঃ) খোদাতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটি সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন । মূলতঃ এই নামগুলি গোটা সূরার নিদর্শন মাত্র । এ সূরার নাম 'বাকারা' বলে এতে গাভী সম্পর্কীয় তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে, এ কথা মনে করা ভুল হবে; বরং এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এ সেই সূরা যাতে গাভীর উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতই মদীনায় হিজরত করার পর মদীনীয় জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর কিছু অংশ অবশ্য পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুর সামঞ্জস্যের জন্যই তা এ সূরার সহিত সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে যে আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে, তাও এ সূরার মধ্যে শামিল করা হয়েছে, অথচ তা নবী করীমের (সঃ) জীবনের একেবারে শেষ অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার উপসংহারে যে কয়েকটি আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে তা হিজরতের পূর্বে মক্কা নগরীতে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু বিষয়বস্তুর সাদৃশ সামঞ্জস্যের দরুন তাও এ সূরার সাথে মিলিত করে দেয়া হয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য

এ সূরাকে সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে লওয়া আবশ্যক। (১)হিজরতের পূর্বে মক্কায় যতদিন পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা হচ্ছিল, ততদিন কোরআন মজীদের আয়াতগুলিতে প্রধানতঃ আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করেই আলোচনা করা হয়েছে। মুশরিকদের পক্ষে ইসলামের এই আহবান ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও পূর্ব-অপরিচিত। কিন্তু হিজরতের পর মুসলিমগণকে প্রধানতঃ ইয়াহুদীদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ মদীনার সন্নিকটেই তারা বসবাস করত। তারা তওহীদ, নবুয়্যত, অহী, পরকাল ও ফিরেশতা ইত্যাদি সবকিছুই বিশ্বাস করত এবং তাদের নবী হযরত মূসার (আঃ) মারফতে খোদার নিকট হতে শরীয়তের যে বিধান নাযিল হয়েছিল, তাও তারা সমর্থন করত। মূলতঃ তাদেরও 'দীন' ছিল হযরতেরই প্রচারিত "ইসলাম" । কিন্তু কয়েক শতাব্দী-কালের ক্রমাগত অধঃপতন তাদেরকে প্রকৃত 'দীন' হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের আকিদা-বিশ্বাসে অসংখ্য প্রকার অনৈসলামিক ভাবধারা প্রবেশ করে এক ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল ; অথচ তওরাতে সে সবের কোনই ভিত্তি বর্তমান ছিল না। তাদের কর্মজীবনেও অসংখ্য ধর্মবিরোধী ও তওরাতের বিপরীত আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মূল তওরাতেই তারা মানুষের নিজস্ব অনেক কথাই শামিল করে নিয়েছিল; এমনকি খোদার মূল 'কালাম' যতখানি শব্দগত কিংবা অর্থগত ভাবে সুরক্ষিত ছিল, তাকেও তারা নানাবিধ মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা বিকৃত করেছিল । দ্বীন-এর প্রকৃত বিপ্লবী ভাবধারা ও প্রাণশক্তি তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে নির্বাসিত

হয়েছিল। বাহ্যিক ধার্মিকতার একটা প্রাণহীন অবয়ব মাত্র দন্ডায়মান ছিল। আর তখন এটাই ছিল তাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু । তাদের আলেম ও পীরগণের, তাদের জাতীয় নেতাগণ ও জনসাধারণের আকিদা-বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও বাস্তব কর্মে চরম বিপর্যয় ঘটেছিল। আর এ বিপর্যস্ত অবস্থার সাথে তাদের মনের এতো গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যে, তার কোনরূপ সংশোধনকে পর্যন্ত তারা বরদাশত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাদের এই বিপর্যস্ত অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবং তাদেরকে সহজ, সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি চেষ্টা করত, তবে তারা তাকেই নিজেদের দুশমন মনে করত এবং তার এ চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সকল শক্তিদিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টাকরত । মূলতঃ এরা ছিল বিকৃতমনা ও পথভ্রষ্ট মুসলিম; বিদয়াৎ, বিকৃত মতবাদ, খুঁটিনাটি বিষয়ের চর্চা, দলাদলি সৃষ্টি, মূল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো, খোদাকে ভুলে বৈষয়িকতার দিকে অধিক দৃষ্টি ও গুরুত্ব আরোপ করা প্রভৃতি কারণে তাদের পতন ও বিপর্যয় এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, তারা নিজদেরকে 'মুসলিম' না বলে 'ইয়াহুদি' নামে অভিহিত করতে শুরু করেছিল। তারা যে মূলতঃ মুসলিম, এ কথা তারা একেবারে ভুলেই বসেছিল। খোদার প্রেরিত 'দ্বীন'কে তারা ইসরাঈলী বংশের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত এক নিজস্ব সম্পদ মনে করে নিয়েছিল । এই অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মদীনায় উপনীত হলেন, তখন তাদেরকে মূল দ্বীন-ইসলামের দিকে আহবান জানাবার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরায়ে বাকারায় প্রাথমিক পনেরো-ষোল রুকুতে এই দাওয়াতেরই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । ইয়াহুদীদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার যেরূপ আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বিকৃত ধর্মমত ও নৈতিকতার মোকাবিলায় প্রকৃত দ্বীন-ইসলামের মূলনীতিগুলি যেভাবে পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে , তা দেখে এক পয়গম্বরের উম্মতের পতন হলে তা যে কত তীব্র ও সাংঘাতিক হতে পারে ,তা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। উপরন্তু আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার পরিবর্তে প্রকৃত ধার্মিকতা কাকে বলে, দ্বীন-ইসলামের মূলনীতি কি এবং খোদার দৃষ্টিতে কোন সব জিনিসের গুরুত্ব রয়েছে উক্ত আলোচনা থেকে তাও সহজেই অনুধাবন করা যায়।

(২) মদীনায় পৌছে ইসলামী আন্দোলন এক নূতনতর পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় দ্বীন ইসলামের শুধু মৌলিক নীতির প্রচার এবং এই 'দ্বীন' গ্রহণকারীদের নৈতিক সংশোধন পর্যন্তই কার্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের ইসলামে দীক্ষিত লোকগণ চতুর্দিক হতে একই স্থানে এসে সমবেত হচ্ছিল এবং আনসারদের সহযোগিতায় একটি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল, তখন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট-নীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ ও ব্যবস্থা আল্লাহ পাক নাযিল করতে শুরু করলেন । ইসলামের ভিত্তির উপর এই নূতন জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার পন্থাও জানিয়ে দিলেন। এই সূরার শেষ ২৩ রুকুতে এই সম্পর্কীয় আয়াতই অধিক রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ আয়াত সূচনাতেই নাযিল হয়েছিল। আর কয়েকটি আয়াত পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছিল।

(৩) হিজরতের পর ইসলাম ও কুফরের পারস্পরিক চিরন্তন দ্বন্দ্বও এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরতের পূর্বে কুফরের ঘরেই ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল । বিভিন্ন গোত্রের যে সব লোক ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল তারা নিজ নিজ স্থানে বসেই দ্বীন-ইসলামের প্রচারকার্য সম্পন্ন করত এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অত্যাচার ও যুলম-পীড়ন নির্মমভাবে ভোগ করত। কিন্তু হিজরতের পর এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণ যখন মদীনায় সমবেত হয়ে একটি ঐক্যজোটে পরিনত হল এবং ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল তখন মুসলমানদের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন একদিকে একটি ক্ষুদ্র বস্তি ছিল, আর অপরদিকে সমগ্র আরব দেশ একত্রিত হয়ে তার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। এখন এই মুষ্টিমেয় দলের সাফল্যই শুধু নয়, তার অস্তিত্ব রক্ষা পর্যন্ত একান্তভাবে নির্ভর করতে লাগল প্রধানতঃ পাঁচটি কাজের উপর।

শব্দার্থে কুর-১/২—

প্রথমতঃ পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমের সাহায্যে নিজেদের জীবনাদর্শের ব্যাপক প্রচার করে অন্যান্য বহু লোককে স্ব-মতাবলম্বী করে তুলতে চেষ্টা করা; দ্বিতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্তি ও অমূলকতা অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অনস্বীকার্য ও নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করা; তৃতীয়তঃ আশ্রয়হীন প্রবাসী হওয়ার ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার দরুন দারিদ্র, উপবাস এবং চব্বিশ ঘন্টার অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার যে অস্বস্তিকর অবস্থার বেড়াজালে তারা জড়িয়ে পড়েছিল, তার মধ্যেও তাদের হতাশ না হওয়া; বরং পূর্ণ ধৈর্য, তিতিক্ষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করা এবং তাদের সম্বন্ধে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে না দেওয়া। চতুর্থতঃ তাদের এই ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য যে-কোন শক্তির পক্ষ হতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, তার সশস্ত্র মোকাবিলা করবার জন্য পূর্ণ সাহসিকতার সাথে প্রস্তুত থাকা। এ ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের লোকসংখ্যা, তাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য ইত্যাদী কিছুরই বিন্দুমাত্র পরোয়া না করা, এবং পঞ্চম হচ্ছে তাদের মধ্যে এতদূর সাহস ও হিম্মৎ জাগিয়ে দেওয়া যে, আরববাসী ইসলামের নামে অভিনব জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হলে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাহেলী জীবন-ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেও কোনপ্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করা। আলোচ্য সূরায় এই পাঁচটি বিষয়েই আল্লাহতা'আলা প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এই পর্যায়ে একটি নূতন শ্রেনী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এরা হল মুনাফিক। পূর্ব লক্ষণ যদিও মক্কাতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার মুনাফিকদের স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র। তারা ইসলামকে এক সত্য জীবন-ব্যবস্থা বলে মানত, প্রকাশ্যভাবে ঈমানের কথা ঘোষণাও করত; কিন্তু এই সত্যকে বাস্তবিকই গ্রহণ করে তার জন্য নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে এবং নিজেদের পার্থিবসম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করতে ও এই পথের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে সব দুঃখ-বিপদ ও মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা বরদাস্ত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মদীনায় এ ধরণের মুনাফিক ছাড়াও আরো কয়েক প্রকারের মুনাফেক দেখা দিতে লাগল। একদল মুনাফিক ইসলামের মূলতঃই দুশমন ছিল; কিন্তু শুধু অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যই মুসলমানদের জামা'আতের অর্ন্তভূক্ত হত। দ্বিতীয় একদল মুনাফিক ইসলামী জামাআত ও পরিবেশবেষ্টিত হওয়ার দরুন নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করানোতে এবং অপরদিকে ইসলামের দুশমনদের সংগে সম্পর্ক রাখার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করতো; যেন একই সংগে উভয় দিকের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার এবং উভয় দিকের শান্তি ও সুখের অংশীদার হওয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে । তৃতীয় প্রকার মুনাফিক ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সংশয়াপন্ন। ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তারা পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ ছিলনা। কিন্তু তাদের গোত্রের বা বংশের অধিকাংশ লোকই মুসলিম হয়েছিল বলে তারাও প্রকাশ্যভাবে মুসলিম হয়েছিল। চতুর্থ প্রকার মুনাফিক ছিল তারা, যারা ইসলামের এক সত্য সনাতন জীবন-ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করত না; কিন্তু জাহেলিয়াতের রীতি-প্রথা, কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে, ইসলামের নৈতিক বাঁধনে নিজেদেরকে বন্দী করতে এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার বোঝা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করতে তাদের নফস (প্রবৃত্তি) অস্বীকৃতি জানাতো।

সূরায়ে বাকারা নাযিল হওয়ার সময় উক্তরূপে বিভিন্ন প্রকার মুনাফিক সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ জন্য এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে তাদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা সংক্ষিপ্ত ইংগিত মাত্র করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি বিধি যতই প্রকটিত হতে লাগল, পরবর্তী সূরাসমূহে তাদের সম্পর্কে আলোচনাও ততই স্পষ্ট ও বিস্তারিত হতে লাগল। তাতে সকল প্রকার মুনাফিকদের সম্পর্কে তাদের স্বরূপ ও ধরণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

আলিফ লা-ম মী-ম | (এটা) সেই | মহাগ্রন্থ (আল্লাহর) | নেই | কোন সন্দেহ | তারমধ্যে | হেদায়াত (সৎপথনির্দেশ) | মুত্তাকীদের জন্য

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

যারা | বিশ্বাস করে | অদৃশ্যকে | এবং | প্রতিষ্ঠিত করে | নামাজ | ও | তা হতে যা | তাদের আমরা রিযিক দিয়েছি | তারা খরচ করে

১. আলীফ লা-ম মী-ম[১]।

২. ইহা আল্লাহতা'আলার কিতাব, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা, সেই মুত্তাকী'দের জন্যে।

৩. যারা গায়েবে[২] (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে[৩], আমরা তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

১।এরূপ "হরূফে মুকাত্তা'আত"- বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার সূচনাতে আছে। তফসীরকারগণ (কোরআনের ব্যাখ্যাতাগণ) এগুলির বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন অর্থে তাঁরা ঐক্যমত নন। এগুলির অর্থ জানাও আবশ্যক নয়। কেননা এগুলির অর্থ না জানার জন্য কোরআন থেকে হেদায়াত হাসেলের (পথ - নির্দেশ গ্রহনের) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনা।

২। "গায়েব" - 'অদৃশ্য' বলতে বুঝানো হচ্ছে- সেই সমস্ত সত্যকে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে গুপ্ত আছে। যা' সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে বা ইন্দ্রিয়ের গোচরে কখনোও প্রত্যক্ষ ভাবে আসে না যথাঃ আল্লাহতা'আলার সত্তা ও গুণ; ফেরেশতাগণ; আল্লাহর প্রত্যাদেশ-বাণী; জান্নাত (স্বর্গ); জাহান্নাম (নরক) প্রভৃতি।

৩। "নামায কায়েম" করার অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগত ভাবে নামায আদায়করা নয়। বরং এর অর্থ সমষ্টিগতভাবে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করে; কিন্তু যদি সেখানে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জাম'আতের সাথে এই ফরয আদায়ের- এই অবশ্যপাল্য কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ
এবং যারা বিশ্বাস করে ঐবিষয়ে যা নাজিলকরা হয়েছে তোমারপ্রতি এবং যা

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤
নাযেলকরা হয়েছে তোমার পূর্বে এবং আখেরাতের উপর তারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥
তারাই (প্রতিষ্ঠিত) উপর সত্যপথের পক্ষ হতে তাদের রবের এবং তারাই (ঐসব লোক) যারা কল্যাণ লাভকারী

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ
নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে বরাবর তাদের জন্যে তাদের তুমি সতর্ক কর কি অথবা নাই

تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى
সতর্ক কর তুমি তাদেরকে না তারা ঈমান আনবে মোহরকরে দিয়েছেন আল্লাহ উপর তাদের অন্তরের এবং উপর

سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ
তাদেরশ্রবণশক্তির এবং উপর দৃষ্টিসমূহের তাদের পর্দা (দিয়েছেন) এবং তাদেরজন্যে রয়েছে আযাব

عَظِيْمٌ ۝٧ ع
কঠিন

৪. যে কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

৫. বস্তুতঃ এই ধরনের লোকেরাই তাদের খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী।

৬. যারা (পূর্বোক্ত কথাগুলি) মানতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তুমি সতর্ককর আর নাইকর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান,- তারা কখনই ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির উপর 'মোহর' করে দিয়েছেন[৪] এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ পড়েছে; বস্তুতঃ তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য।

৪।এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহতা'আলা মোহর মেরে দিয়েছিলেন সে জন্য তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তারা যেহেতু উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী বিষয়গুলি অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জন্য কোরআন- প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্যবিধ পথ পছন্দ করেছিল, সেজন্য আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে মোহর মেরে দিয়েছিলেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ

দিনের উপর ও আল্লাহর উপর আমরাঈমান এনেছি বলে যারা লোকদের (এমনও আছে) মধ্যহতে এবং

الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা ও আল্লাহকে তারা প্রতারিত করতে চায় ঈমান আনবে তারা না অথচ আখেরাতের

اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

তারা অনুভব করে না এবং তাদেরনিজেদের কে এছাড়া তারাপ্রতারিতকরে না কিন্তু ঈমানএনেছে

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

আযাব তাদেরজন্যে রয়েছে এবং (তাদের) ব্যাধি আল্লাহ তাদেরকে বাড়ালেনতাই (আরও) ব্যাধি (আছে) তাদেরঅন্তর সমূহের মধ্যে

اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا

না তাদেরকে বলা হয় যখন এবং তারা মিথ্যা বলত এজন্যে যে কষ্টদায়ক

تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾

সংশোধনকারী আমরা মূলতঃ তারাবলে যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো

রুকু-২

৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, আমরা খোদা ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করতে চায় মাত্র। কিন্তু মূলতঃ তারা নিজদেরকেই প্রতারিত করে। যদিও সে সম্পর্কে তাদের কোনই চেতনা নেই।

১০. তাদের মনে একটি রোগ রয়েছে, যে রোগকে আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন[৫], আর তারা যে মিথ্যাকথা বলে, তার প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১১. তাদেরকে যখনি বলা হয়েছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। তখনি তারা বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।

৫। "ব্যাধি"র অর্থ কপটতার ব্যাধি। এবং "আল্লাহতা'আলা এই ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন" – এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ কপট ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান করেন না, তাকে ঢিল দিতে থাকেন, আর কপট ব্যক্তি অধিকতর কপট হতে থাকে।

আরবি	অর্থ
أَلَآ	সাবধান
إِنَّهُمْ	তারা নিশ্চয়
هُمُ	তারাই
الْمُفْسِدُونَ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী
وَلَٰكِن	কিন্তু
لَّا	না
يَشْعُرُونَ ۝١٢	তারা অনুভব করে
وَإِذَا	এবং যখন
قِيلَ	বলা হয়
لَهُمْ	তাদেরকে
آمِنُوا	তোমরা ঈমান আন
كَمَا	যেমন
آمَنَ	ঈমান এনেছে
النَّاسُ	লোকেরা
قَالُوا	তারা বলে
أَنُؤْمِنُ	ঈমান আনব আমরা কি
كَمَا	যেমন
آمَنَ	ঈমান এনেছে
السُّفَهَاءُ ۗ	নির্বোধেরা
أَلَآ	সাবধান
إِنَّهُمْ	নিশ্চয় তারা
هُمُ	তারাই
السُّفَهَاءُ	নির্বোধ লোক
وَلَٰكِن	কিন্তু
لَّا	না
يَعْلَمُونَ ۝١٣	তারা জানে
وَ	এবং
إِذَا	যখন
لَقُوا	তারা মিলিত হয়
الَّذِينَ	(তাদের সাথে) যারা
آمَنُوا	ঈমান এনেছে
قَالُوا	তারা বলে
آمَنَّا	আমরা ঈমান এনেছি
وَإِذَا	এবং যখন
خَلَوْا	গোপনে মিলে
إِلَىٰ	সাথে
شَيَاطِينِهِمْ	তাদের শয়তান (বন্ধুদের)
قَالُوا	তারা বলে
إِنَّا	নিশ্চয় আমরা
مَعَكُمْ	তোমাদের সাথে
إِنَّمَا	মূলতঃ
نَحْنُ	আমরা
مُسْتَهْزِئُونَ ۝١٤	উপহাসকারী (মু'মিনদের সাথে)
اللَّهُ	আল্লাহ
يَسْتَهْزِئُ	উপহাস করেন
بِهِمْ	তাদের সাথে
وَ	এবং
يَمُدُّهُمْ	তাদের ঢিলদেন
فِي	মধ্যে
طُغْيَانِهِمْ	তাদের খোদা দ্রোহিতার
يَعْمَهُونَ ۝١٥	তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে
أُولَٰئِكَ	তারাই (ঐসবলোক)
الَّذِينَ	যারা
اشْتَرَوُا	ক্রয় করেছে
الضَّلَالَةَ	গুমরাহী
بِالْهُدَىٰ	হেদায়াতের পরিবর্তে

১২. সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু এর কোন চেতনাই তাদের নেই।

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্য লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরাও সেরূপ ঈমান আন। তখন তারা উত্তর দেয়, "আমরা কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় ঈমান আনব?" সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা তা জানেই না।

১৪. তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তান বন্ধুদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি; আর ওদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।

১৫. আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করেছেন, আর তারা খোদাদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে।

১৬. এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর পথ ক্রয় করেছে;

কিন্তু এই ব্যবসায় তাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক হয়নি। তারা আদৌ সঠিক পথের অনুসারী নয়।

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো; যখন সমস্ত পরিবেশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না[৬]।

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ; তারা এখন আর প্রত্যাবর্তন করবে না।

১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে অন্ধকারময় মেঘমালা, গর্জন ও বিদ্যুতের চমকও রয়েছে।

৬। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছেঃ একজন আল্লাহর বান্দাহ যখন আলোক বিস্তার করলো এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-প্রকট করে দিল, তখন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কাছে সত্য তত্ত্ব সমূহ স্পষ্ট আলোকিত হল; কিন্তু এই সকল মোনাফেক (কপট ব্যক্তি) যারা প্রবৃত্তি-পূজায় অন্ধত্ব-প্রাপ্ত হয়েছিল তারা সেই আলোকে কিছু দেখতে পেলোনা।

তারা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুরভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এই সত্যদ্রোহীদের সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে নিয়েছেন।

২০. বিদ্যুতের চমকে তাদের অবস্থা এতটা সংকটপূর্ণ হচ্ছে যে মনে হয় অচিরেই বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিবে। যখন তারা সামান্য আলোক দেখতে পায় তখন তারা সেই আলোকে কিছুদূর পথ অতিক্রম করে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়[৭]। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ রূপেই হরণ করে নিতেন। তিনি নিশ্চয় সর্বশক্তিমান।

৭। প্রথম উপমা হচ্ছে সেই সকল কপট ব্যক্তিগণের যারা আন্তরিকভাবে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী; কিন্তু কোনও স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরে মুসলমান বনেছিল আর এ দ্বিতীয় উপমা হচ্ছে তাদের--যারা সন্দেহ দ্বিধা ও ঈমানী দুর্বলতার বশবর্তী ছিল। তারা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করতো,কিন্তু তারা সত্যের এতটা ভক্ত ও উপাসক ছিল না যে তার জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদও বরদাস্ত করে নেবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن

হে । মানুষ । তোমরাএবাদত কর । তোমাদের রবের । যিনি । তোমাদের সৃষ্টি করেছেন । এবং । যারা (ছিল)

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

তোমাদেরপূর্বে (তাদেরও স্রষ্টা) । তোমরা যেন । বেঁচে চলতে পার (পাপ হতে) । যিনি । বানিয়েছেন । তোমাদের জন্য । যমীনকে

فِرَٰشًا وَّٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَّأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ

শয্যা । ও । আকাশকে । ছাদ স্বরূপ । এবং । বর্ষণ করেছেন । থেকে । আকাশ । পানি । এরপর বের করেছেন

بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَّ

তা দ্বারা । (নানা ধরনের) ফলমূল । রিযক হিসাবে । তোমাদের জন্য । অতএব না । বানাও । আল্লাহর (সাথে) । সমতুল্য (অন্যকাউকে) । অথচ

أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ

তোমরা । জানো । এবং । যদি । তোমরা হও । মধ্যে । সন্দেহের । তাহতে যা । আমরানাযিল করেছি । উপর

عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ

আমাদের বান্দার । তবে তোমরাআন । একটি সূরা । তার সদৃশ

রুকু-৩

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই খোদার দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা। তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায়[৮] এতেই নিহিত রয়েছে।

২২. সেই খোদাই তোমাদের জন্যে মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরী করেছেন, উর্ধ্বদেশ হতে বৃষ্টিপাত করিয়েছেন এবং তার সাহায্যে নানা প্রকার ফল উৎপন্নকরে তোমাদের জন্যে রেযেকের (জীবিকার) ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা যখন এসব কথা জান, তখন অন্য কাউও খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী[৯] হিসেবে স্বীকার করোনা।

২৩. আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তবে তারমত একটি সূরা রচনা করে আনো।

৮। অর্থাৎ পৃথিবীতে ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল কাজ থেকে এবং পরকালে খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা।

৯। অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করার অর্থ হচ্ছে বন্দেগী ও এবাদতের-দাসত্ব ও উপাসনা-আনুগত্যের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে কোনটি আল্লাহতা'আলা ছাড়া অন্য কারুর উদ্দেশ্যে পালন করা।

وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

এবং | তোমরা ডাক | সহযোগী দেরকে | তোমাদের | ছাড়া | আল্লাহ | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا

যদি কিন্তু | নাই | তোমরা কর | এবং | কক্ষণ না | তোমরা করতে পারবে | তোমরাভয়কর | দোজখের আগুনের | যা (এমন যে) | তার ইন্ধন (হবে)

النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۖۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মানুষ | ও | পাথরসমূহ | প্রস্তুত করা হয়েছে | কাফেরদের জন্যে | এবং | সুসংবাদ দাও | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে

وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

ও | কাজ করেছে | নেকীর | যে | তাদের জন্যে রয়েছে | জান্নাত | প্রবাহিত হয় | তার তলদেশে

الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا

ঝর্ণাধারা | যখনি | তাদের রিযক দেয়া হবে | তা থেকে | কোন | ফলমূল | রিযক হিসেবে | তারা বলবে

هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ

এটা | (তাই) যা | আমাদের রিযক দেওয়া হয়েছিল | ইতিপূর্বে | এবং | যা দেওয়া হয়েছিল | সদৃশ হবে (পরস্পরে) | এবং | তাদের জন্যে

فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

তারমধ্যে (থাকবে) | স্ত্রীরা | পূত পবিত্র | এবং | তারা | তারমধ্যে | চিরস্থায়ী হবে

এজন্যে তোমাদের সকল সমর্থক ও একমতের লোকদের একত্র কর, এক আল্লাহ ছাড়া আর যারযার সাহায্য তোমরা চাও তা গ্রহণ কর; তোমরা সত্যবাদী হলে একাজ অবশ্যই করে দেখাবে।

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না কর– নিশ্চয় তা কখনো করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয়কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[১০] যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৫. এবং হে নবী, যারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং (সেই অনুসারে) নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, তাদের এই সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্যে এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যে গুলির নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধার প্রবাহিত থাকবে। এসব বাগিচার ফল বাহ্যতঃ দেখতে পৃথিবীর ফলসমূহের মতই হবে। যখনি কোন ফল তাদের খেতে দেয়া হবে, তখনি তারা বলে উঠবে- এধরনের ফলই ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হতো। তাদের জন্যে তথায় পবিত্রা স্ত্রী হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

১০। অর্থাৎ সেখানে মাত্র তুমিই দোযখের জ্বালানি (নরকের ইন্ধন) হবে না বরং সেখানে তোমার সাথে তোমার সেই উপাস্য মূর্তিগুলিও দোযখের ইন্ধন হবে যাদেরকে তুমি উপাসনা ও প্রণিপাত করতে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ

নিশ্চয় | আল্লাহ | না | লজ্জাবোধ করেন | পেশ করতে | দৃষ্টান্ত | যা | মশা | কিম্বা যা | তারচেয়ে ক্ষুদ্রতর

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا

আর | যারা | ঈমান এনেছে | জানতেপারেতখন | তানিশ্চয় | সত্য | পক্ষথেকে | তাদেররবের | আর

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

যারা | কুফরী করেছে | তারা বলে তখন | কি | চেয়েছেন | আল্লাহ | এই দিয়ে | উদাহরণ

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ

তিনিবিভ্রান্ত করেন | তা দিয়ে | এবং অনেককে | পথ প্রদর্শন করেন | তাদিয়ে | অনেককে | এবং | না | বিভ্রান্ত করেন | এদিয়ে

إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ

ছাড়া | ফাসিকদেরকে | যারা | ভঙ্গকরে | প্রতিশ্রুতি | আল্লাহর | পরে

مِيثَاقِهِ

তা আবদ্ধ হওয়ার

২৬. বস্তুতঃ আল্লাহ মশা কি তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশকরতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না [১১]। যারা সত্যকামী ঈমানদার তারা এই উদাহরণ সমূহ দেখেই জানতে পারে যে তা সত্য, তা তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে। আর যারা (সত্যকে) মানতে প্রস্তুত নয়, তারা সেই দৃষ্টান্তসমূহ শুনে বলতে শুরু করে যে, এধরনের উদাহরণের সাথে খোদার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এভাবে আল্লাহ একই কথা দ্বারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করেন এবং বহুলোককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। আর বিভ্রান্ত তাদেরই করেন যারা ফাসেক [১২]।

২৭. যারা খোদার প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর তা ভঙ্গ করে[১৩],

১১। এখানে একটি অভিযোগের উল্লেখ না করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝবার জন্য মাকড়শা, মশা, মাছি ইত্যাদির যে উপমা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিরুদ্ধ-বাদীদের আপত্তি ছিল– এ কি ধরনের আল্লাহর কালাম (বাণী) যার মধ্যে এরূপ তুচ্ছ বস্তুসমূহের দৃষ্টান্ত দান করা হয়েছে?

১২। "ফাসেক" – এর অর্থ খোদার নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর আনুগত্যের সীমা–লংঘনকারী।

১৩। রাজা বা সম্রাট তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণের প্রতি যে আদেশ বা নির্দেশ দান করেন তাকে আরবী ভাষায় 'আহদুন' বলা হয়। আল্লাহর "আহদ" অর্থঃ তাঁর সেই স্থায়ী ফরমান যাতে সমগ্র মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য–উপসনা, বন্দেগী–আরাধনা করার নির্দেশ দান করা হয়েছে ।

وَ	يَقْطَعُوْنَ	مَآ	اَمَرَ	اللّٰهُ	بِهٖٓ	اَنْ يُّوْصَلَ	وَ
এবং	তারা ছিন্নকরে	যা	নির্দেশ দিয়েছেন	আল্লাহ	তাকে	যুক্ত করতে	এবং

يُفْسِدُوْنَ	فِى الْاَرْضِ ط	اُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾	كَيْفَ
তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে	পৃথিবীতে	ঐসব (লোক)	(তারাই)	ক্ষতিগ্রস্থ	কিরূপে

تَكْفُرُوْنَ	بِاللّٰهِ	وَ	كُنْتُمْ	اَمْوَاتًا	فَاَحْيَاكُمْ ج	ثُمَّ	يُمِيْتُكُمْ	ثُمَّ
তোমরা অস্বীকার করবে	আল্লাহকে	অথচ	তোমরা ছিলে	মৃত অবস্থায়	পরে / তোমাদের জীবিত করেছেন	এরপর	তোমাদের মৃত্যু দেবেন	এরপর

يُحْيِيْكُمْ	ثُمَّ	اِلَيْهِ	تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾	هُوَ	الَّذِىْ	خَلَقَ	لَكُمْ	مَّا
তোমাদেরজীবিত করবেন	এরপরে	তারদিকেই	ফিরে যেতে হবে তোমাদের কে	তিনিই (আল্লাহ)	যিনি	সৃষ্টি করেছেন	তোমাদের জন্যে	যা কিছু আছে

فِى	الْاَرْضِ	جَمِيْعًا ق	ثُمَّ	اسْتَوٰٓى	اِلَى	السَّمَآءِ	فَسَوّٰىهُنَّ
মধ্যে	পৃথিবীর	সবকিছুকেই	এরপর	লক্ষ্য দিলেন	দিকে	আকাশের	অতঃপর তাদেরকে সম্পূর্ণকরলেন

سَبْعَ	سَمٰوٰتٍ ط	وَ	هُوَ	بِكُلِّ	شَىْءٍ	عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾
সাত	আসমান	এবং	তিনি	সব	জিনিষ সম্পর্কে	মহাজ্ঞানী

আল্লাহ যা যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্নকরে[১৪] এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে; প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

২৮. তোমরা খোদার সাথে কুফরীর আচরণ কিরূপে করতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদের জীবনদান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতঃপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন। এরপর তারই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৯. একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর উপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ[১৫] রচনা করলেন। বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই অভিজ্ঞ।

১৪। অর্থাৎ যে সমস্ত সম্বন্ধ-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা ও যা মজবুত করার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ নির্ভরশীল ও যা সুষ্ঠ-সঠিক রাখার জন্য আল্লাহতা'আলা আদেশ দিয়েছেন এ সকল ফাসেক-লোক সেই সম্বন্ধ-সম্পর্ক গুলি ছেদন করে।

১৫। 'সাত আসমান', এর প্রকৃত স্বরূপ কি –তা সঠিক ভাবে নির্ধারিণ করা দুরুহ। প্রত্যেক যুগে মানুষ "আসমান" অন্য কথায় উর্দ্ধলোক সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা-কল্পনাপোষণ করে আসছে; আর বরাবর এক ধারণা-সমূহ ও পরিবর্তিত হয়ে আসছে। মোট কথা, মোটামুটি ভাবে এতটুকু বুঝে নওয়া দরকার যে- প্রথিবী উর্দ্ধে বিশ্বের যে অংশ আছে আল্লাহতা'আলা তাকে সাতটি দৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন, অথবা এই বিশ্ব-জগতের যে অংশে ভূমন্ডল অবস্থিত তা সাতটি স্তর বিশিষ্ট।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا

এবং যখন (স্মরণকর) বলে ছিলেন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকারী পৃথিবীতে প্রতিনিধি তারা বলেছিল

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ

আপনি কি বানাবেন তারমধ্যে (পৃথিবীতে) যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে তারমধ্যে ও ঝরাবে রক্ত এবং আমরাইতো তাসবীহকরি

بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনাকরি আপনার তিনি বলেছিলেন নিশ্চয় আমি জানি যা না তোমরা জান

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ

এবং শিখালেন আদমকে নাম সমূহ সব কিছুর এরপর তাদেরকেউপস্থাপন করলেন সামনে ফেরেশতাদের

فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۱﴾

এরপর বললেন আমাকেঅবহিত কর নামসমূহের এসবের যদি তোমরা হও সত্যবাদী

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾

তারা বলেছিল আপনি পবিত্র না (আছে) আমাদের জ্ঞান এছাড়া যা আমাদেরআপনি শিখিয়েছেন নিশ্চয় আপনি আপনিই মহাজ্ঞানী মহাবিজ্ঞ

রুকূঃ৪

৩০. সেই সময়ের কথাও কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের রব ফিরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে এক খলিফা[১৬] নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক"। তারা বললঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি জীব সৃষ্টি করবেন যে উহার নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত করবে? আপনার প্রশংসা ও স্তুতিরসাথে তসবিহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজতো আমরাই করছি। উত্তরে আল্লাহ বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না"।

৩১. অতঃপর আল্লাহতা'আলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন এবং তা সবই ফিরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। বললেনঃ তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়, (কাউকে খলিফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দিবে) তবে তোমরা এসব জিনিষের নাম একবার বলে দাওতো।

৩২. তারা বললঃ সকল দোষত্রুটি হতে মুক্ত একমাত্র আপনিই; আমরাতো শুধু ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও সবদ্রষ্টা আপনি ব্যতীত আর কেউই নেই।

১৬। 'খলিফা' তাকে বলে যে কারুর মালিকত্বের অধীনে প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে।

৩৩. এরপর আল্লাহ বললেনঃ "হে আদম! তুমি এই জিনিসগুলির নাম তাদের বলে দাও।" আদম যখন তাদেরকে সকল নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহতা'আলা বললেন, তোমাদের কি বলিনাই, "আমি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সব নিগূঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমাদের অজ্ঞাত। বস্তুতঃ তোমরা যা প্রকাশকর, আমি তাও জানি, আর যা তোমরা গোপন কর, তাও আমার জ্ঞাত"।

৩৪. অতঃপর আমি যখন ফিরেশতাদের আদেশ করলাম যে আদমের সামনে নত হও, তখন সকলেই অবনত হল কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফারমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

৩৫. অতঃপর আমি আদমকে বললামঃ তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে বেহেশতে বসবাস করতে থাক এবং এখানে যাই চাও পূর্ণ স্বাচ্ছন্দেরসাথে খেতে থাক; কিন্তু এই গাছটির নিকট যেওনা, অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্যহবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَ قُلْنَا

তাদেরকে এরপর বিচ্যুতি ঘটাল | শয়তান | তা হতে | তাদের দুজনকে অতঃপর বের করল | সেখান থেকে | দুজনে ছিল | যার মধ্যে | এবং | আমরা বললাম

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ

তোমরা নেমে যাও (এখান থেকে) | তোমাদের একে | অপরের জন্যে | শত্রু | এবং | তোমাদের জন্যে | মধ্যে (থাকবে) | পৃথিবীর | অবস্থান (কিছু কালের) | ও

مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ

জীবনসামগ্রী | পর্যন্ত | একটা নির্দিষ্ট সময় | শিখেনিল তখন | আদম | নিকট হতে | তার রবের | কিছু বাণী (ও ক্ষমাচাইল) | তিনি ফলে মাফ করলেন | তাকে

اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ

নিশ্চয় তিনি | তিনিই | বড় ক্ষমাশীল | মেহেরবান | আমরা বললাম | তোমরা নামো | এখান থেকে | সবাই

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ

যখন অতঃপর | তোমাদের কাছে আসবে অবশ্যই | আমার পক্ষ হতে | পথ নির্দেশনা | যে তখন | মেনে চলবে | আমার পথ নির্দেশনা | অতঃপর নাই | কোন ভয়

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا

তাদের জন্যে | এবং | না | তারা | বিষন্ন হবে | এবং | যারা | কুফরি করবে | ও | মিথ্যা মনে করবে

بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

আমার নিদর্শন সমূহকে | তারা | অধিবাসী (হবে) | জাহান্নামের | তারা | তারমধ্যে | চিরস্থায়ী হবে

৩৬. শেষপর্যন্ত শয়তান উভয়কেই সেই গাছ সম্পর্কে প্রলোভিত করে আমার নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত করল, এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা হতে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেই ছাড়ল। আমি আদেশ করলাম যে এখন তোমরা সকলেই এই স্থানহতে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন; একটা বিশেষ সময়পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে এবং সেখানেই জীবন-যাপন করতে হবে।

৩৭. তখন আদম তার খোদার নিকট হতে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল। তার খোদা তার এই তওবা কবুল করলেন। কেননা তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট হতে যে জীবন-বিধান তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তদের জন্যে কোন চিন্তা ও ভাবনার কারণ থাকবে না।

৩৯. আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয় জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

হে | সন্তান | ইস্রাইলের | তোমরা স্মরণ কর | আমার নেয়ামতের | যা | আমি নেয়ামত দিয়েছি | তোমাদের উপর

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

এবং | তোমরা পূর্ণ কর | আমার (কাছেকৃত) ওয়াদা | আমি পূর্ণ করব | তোমাদের (কাছেকৃত) ওয়াদা | এবং | শুধু আমাকেই | তোমরা ভয় কর

وَاٰمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا أَوَّلَ

এবং | তোমরা ঈমান আন | ঐবিষয়ে যা | আমি নাযিল করেছি | সত্যতা সমার্থনকারী | তার যা | তোমাদের কাছেআছে | এবং | না | তোমরা হয়ো | প্রথম

كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّإِيَّايَ

অস্বীকারকারী | তার | এবং | না | তোমরা বিক্রয় করো | আমার আয়াত | মূল্যে | সামান্য | এবং | শুধু আমাকেই

فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ

অতএব তোমরা ভয় কর | এবং | না | তোমরা মিশ্রণ করো | হককে | বাতেলের সাথে | এবং | তোমরা লুকাবে (না) | হককে

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

যখন | তোমরা | জান | এবং | তোমরা কায়েম কর | নামাজ | ও | তোমরা দাও | জাকাত

রুকূঃ৫

৪০. হে বণী ইসরাঈল[১৭]। আমার দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, আমার সাথে তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করব; এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয়কর।

৪১. এবং আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আন যা তোমাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। অতএব সর্বপ্রথম তোমরাই তা আমান্যকারী হয়োনা; এবং সামান্য মূল্যে[১৮] আমার বাণী বিক্রি করোনা; আমারই ক্রোধ হতে তোমরা আত্মরক্ষা কর।

৪২. মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলোনা; আর জেনে-শুনে তোমরা সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করোনা।

৪৩. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও;

১৭। পবিত্র মদিনা ও তার নিকটবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যায় ইহুদীদের বসবাস থাকায়, এখন থেকে কয়েক রুকু পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে তবলীগ (ধর্মোপদেশ দান) করা হয়েছে।

১৮। 'সামান্য মূল্য'– এর অর্থঃ পার্থিব স্বার্থের জন্য তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপদেশকে খন্ডন ও প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রয় করার বিনিময়ে মানুষ পৃথিবী পূর্ণ ধন-সম্পদ লাভ করলেও তা যৎসামান্য মূল্য বটে, কেননা সত্য নিশ্চিতরূপে তার থেকে অধিকতর মূল্যবান বস্তু।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
ارْكَعُوْا	তোমরা রুকুকর
مَعَ	সাথে
الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾	রুকুকারীদের
اَتَاْمُرُوْنَ	তোমরা নির্দেশদিচ্ছ কি
النَّاسَ	লোকদের
بِالْبِرِّ	নেকীর
وَ	আর
تَنْسَوْنَ	তোমরা ভুলেযাচ্ছ
اَنْفُسَكُمْ	তোমাদের নিজেদেরকে
وَ	অথচ
اَنْتُمْ	তোমরা
تَتْلُوْنَ	তেলাওয়াত কর
الْكِتٰبَ ط	কিতাব
اَفَلَا	না তবে কি
تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾	তোমরা বুঝ
وَ	এবং
اسْتَعِيْنُوْا	তোমরা চাও সাহায্য
بِالصَّبْرِ	সবরের সাথে
وَ	ও
الصَّلٰوةِ ط	নামাজের (সাথে)
وَ	এবং
اِنَّهَا	তানিশ্চয়
لَكَبِيْرَةٌ	বড় অবশ্যই (কঠিন)
اِلَّا	তবে
عَلَى	উপর
الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾	বিনীতদের (কঠিন নয়)
الَّذِيْنَ	যারা
يَظُنُّوْنَ	বিশ্বাস করে
اَنَّهُمْ	তারানিশ্চয়
مُّلٰقُوْا	সাক্ষাৎকারী
رَبِّهِمْ	তাদের রবের সাথে
وَ	এবং
اَنَّهُمْ	তারা নিশ্চয়
اِلَيْهِ	তারই দিকে
رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾	প্রত্যাবর্তনকারী
يٰبَنِيْٓ	সন্তান হে
اِسْرَآءِيْلَ	ইসরাইলের
اذْكُرُوْا	তোমরা স্মরণ কর
نِعْمَتِيَ	আমার নেয়ামতকে
الَّتِيْٓ	যা
اَنْعَمْتُ	আমি নেয়ামত দিয়েছি
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর

আর যারা আমার সম্মুখে অবনত হয়, তাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমরানতি স্বীকার কর।

৪৪. তোমরা অন্যলোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজদেরকে তোমরা ভুলেযাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে থাক, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না?

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মারফতে সাহায্য চাও। নামাজ নিঃসন্দেহে একটি শক্তকাজ; কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়।

৪৬. যারা মনেকরে যে শেষপর্যন্ত খোদারসাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

রুকু:৬

৪৭. হে বণী ইসরাঈলেরা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।

وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ

এবং | আমি | তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে | উপর | বিশ্ববাসীর | এবং | তোমরা ভয় কর | সেদিনকে | (যখন) না | কাজে আসবে | কোন প্রাণী

عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ

জন্যে | (অন্যকোন) প্রাণীর | কিছুই (মাত্রও) | এবং | না | কবুল করা হবে | তার থেকে | কোন সুপারিশ | না আর | নেওয়া হবে

مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ

তারথেকে | কোন বিনিময় | এবং | না | তাদের | সাহায্য করা হবে | এবং | (স্মরণ কর) যখন | তোমাদেরকে মুক্তিদিয়েছিলাম | হতে

اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ

অনুসারীদের | ফেরাউনের | তোমাদেরকে তারা আযাব দিত | নিকৃষ্ট | আযাব | তারা জবেহ করত

اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ

তোমাদের ছেলে সন্তানদের | এবং | জীবিত রাখত | তোমাদের কন্যা সন্তানদের | এবং | মধ্যে (ছিল) | এর | পরীক্ষা | পক্ষহতে

رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾

তোমাদের রবের | কঠিন

একথাও স্মরণকর যে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানকরেছি[১৯]।

৪৮. এবং সেদিনের ভয়কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবেনা, কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবেনা এবং পাপীদের কোনদিক হতেই সাহায্য করা হবেনা।

৪৯. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনী দলের[২০] দাসত্ব হতে মুক্তিদান করেছিলাম– তারা তোমাদেরকে কঠিন যাতনায় নিক্ষেপ করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানদের যবেহ করত এবং তোমদের কন্যাসন্তানদের জীবিত রাখত; বস্তুতঃ এ অবস্থায় তোমাদের খোদার পক্ষ হতে এক কঠিন পরীক্ষা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, চিরকালের জন্য দুনিয়ার সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ এক সময় দুনিয়ার জাতি-সমূহের মধ্যে তোমরাই সেই একক জাতি ছিলে যাদের কাছে আল্লাহ-প্রদত্ত সত্যের শিক্ষা বর্তমান ছিল এবং যাদেরকে জগতের জাতি-সমূহের নেতা ও পথ প্রদর্শক বানানো হয়েছিল; যেন তোমরা বিশ্বের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহতা'আলার আনুগত্য-উপাসনার পথে সকল জাতিকে আহবান জানাও ও চালাও।

২০. 'আলে ফেরাউন'-এর অনুবাদ করা হয়েছেঃ ফেরাউনী দল। এর দ্বারা ফেরাউনের বংশ ও মিশরের শাসক শ্রেণী উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

وَ	اِذْ	فَرَقْنَا	بِكُمُ	الْبَحْرَ	فَاَنْجَيْنٰكُمْ	وَ
এবং	(স্মরণ কর) যখন	আমরা বিভক্ত করেছিলাম	তোমাদের (জন্যে)	সমুদ্রকে	এরপর তোমাদের আমরা নাজাত দিয়েছিলাম	এবং

اَغْرَقْنَآ	اٰلَ	فِرْعَوْنَ	وَ	اَنْتُمْ	تَنْظُرُوْنَ (৫০)	وَ	اِذْ	وٰعَدْنَا
আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম	অনুসারী দেরকে	ফেরাউনের	যখন	তোমরা	দেখতেছিলে	এবং	যখন	নির্ধারিত করেছিলাম

مُوْسٰٓى	اَرْبَعِيْنَ	لَيْلَةً	ثُمَّ	اتَّخَذْتُمُ	الْعِجْلَ	مِنْۢ بَعْدِهٖ
মূসার জন্যে	চল্লিশ	রাত	এরপর	তোমরা গ্রহণ করেছিলে	গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)	তার পরে

وَ	اَنْتُمْ	ظٰلِمُوْنَ (৫১)	ثُمَّ	عَفَوْنَا	عَنْكُمْ	مِّنْۢ بَعْدِ	ذٰلِكَ
যখন	তোমরা	জালেম (ছিলে)	অতঃপর	আমরা ক্ষমা করেছিলাম	তোমাদেরকে	পরেও	এর

لَعَلَّكُمْ	تَشْكُرُوْنَ (৫২)	وَ	اِذْ	اٰتَيْنَا	مُوْسَى	الْكِتٰبَ	وَ
যেন তোমরা	কৃতজ্ঞ হও	এবং	(স্মরণ কর) যখন	আমরা দিয়েছিলাম	মূসাকে	কিতাব	এবং

الْفُرْقَانَ	لَعَلَّكُمْ	تَهْتَدُوْنَ (৫৩)
ফুরকান	তোমরা যেন	সঠিক পথ প্রাপ্ত হও

৫০. সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদের জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার মধ্যেদিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং সেখানে তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউনী দলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

৫১. স্মরণ কর, আমরা যখন মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ডেকেছিলাম[২১]। তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুতঃ তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে।

৫২. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম– এ জন্যে যে অতঃপর তোমরা সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞ হবে।

৫৩. স্মরণ কর (তোমরা যখন এই জুলুম করতেছিলে ঠিক তখনই) আমরা মূসাকে কিতাব এবং 'ফোরকান'[২২] দান করেছিলাম; যেন তার সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্যপথ লাভ করতে পার।

২১. অর্থাৎ মিশর থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বনীইসরাঈলগণ সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হল, তখন আল্লাহতা'আলা এই সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতির উদ্দেশ্যে শরিয়তী বিধান ও বাস্তব জীবনে অনুসরণীয় হেদায়াত দানের জন্য হযরত মূসাকে (আঃ) চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তুর পর্বতে আহবান করেন।

২২. "ফোরকান" -এর অর্থ ঃ যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট-প্রকট হয়। অর্থাৎ দ্বীনের সেই বুঝ ও জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

وَ اِذْ	قَالَ	مُوْسٰى	لِقَوْمِهٖ	يٰقَوْمِ	اِنَّكُمْ
(স্মরণ কর) এবং যখন	বলেছিল	মূসা	তার জাতিকে	হে আমার জাতি	তোমরা নিশ্চয়

ظَلَمْتُمْ	اَنْفُسَكُمْ	بِاتِّخَاذِكُمُ	الْعِجْلَ	فَتُوْبُوْٓا	اِلٰى
তোমরা জুলুম করেছ	তোমাদের নিজেদের(উপর)	তোমাদের গ্রহণ করার মাধ্যমে	গোবাছুরকে (উপাস্যরূপে)	তোমরা কাজেই ফিরে এস	দিকে

بَارِئِكُمْ	فَاقْتُلُوْٓا	اَنْفُسَكُمْ ط	ذٰلِكُمْ	خَيْرٌ	لَّكُمْ
তোমাদের সৃষ্টিকর্তার	তোমরা এরপর প্রাণ সংহার কর	তোমাদের(অপরাধী) লোকদেরকে	এটাই	উত্তম	তোমাদের জন্যে

عِنْدَ	بَارِئِكُمْ ط	فَتَابَ	عَلَيْكُمْ ط	اِنَّهٗ	هُوَ	التَّوَّابُ
কাছে	তোমাদের স্রষ্টার	তিনি তখন মাফ করলেন	তোমাদেরকে	তিনিনিশ্চয়	তিনিই	তওবা কবুলকারী

الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾	وَ	اِذْ	قُلْتُمْ	يٰ	مُوْسٰى	لَنْ	نُّؤْمِنَ	لَكَ	حَتّٰى	نَرَى
বড়ইমেহেরবান	এবং	স্মরণকর যখন	তোমরা বলেছিলে	হে	মূসা	কক্ষনো	আমরা ঈমান আনব	তোমার উপর	যখক্ষণ না	আমরা দেখব

اللّٰهَ	جَهْرَةً	فَ	اَخَذَتْكُمُ	الصّٰعِقَةُ	وَ	اَنْتُمْ	تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
আল্লাহকে	প্রকাশ্যভাবে	ফলে	তোমাদেরকে ধরেছিল	বজ্র পাত	এ অবস্থায় যে	তোমরা	দেখতেছিলে

ثُمَّ	بَعَثْنٰكُمْ	مِّنْۢ بَعْدِ	مَوْتِكُمْ	لَعَلَّكُمْ	تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾
এরপর	তোমাদের আমরা পুনঃর্জীবিত করলাম	পরে	তোমাদের মৃত্যুর	তোমরা যেন	কৃতজ্ঞ হও

৫৪. স্মরণ কর, মূসা যখন (খোদার এ দান নিয়ে ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল: "হে লোক সকল! বাছুরকে উপাস্যরূপে তোমরা গ্রহণকরে তোমাদের নিজেদের উপর বড় যুলুম করেছ, কাজেই তোমরা সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং নিজেদের প্রাণ সংহার কর,[২৩] বস্তুতঃ এর ফলে তোমাদের জন্যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট কল্যাণ রয়েছে"। তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিলেন; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।

৫৫. স্মরণ কর, তোমরা মূসাকে বলেছিলে যে খোদাকে নিজ চোখে প্রকাশ্যে (তোমার সাথে কথোপকথন করতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিনা। এ সময় দেখতে দেখতেই এক বজ্রএসে তোমাদের উপর পড়ল, তোমরা প্রাণহীন হয়ে গেলে।

৫৬. কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম; এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞহবে বলে আশাকরা গিয়েছিল।

২৩. অর্থাৎ নিজেদের সেই লোকদেরকে হত্যা কর যারা গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তার উপাসনা করেছিল।

৫৭. আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম; 'মান্না' ও 'সালোয়া' নামক খাদ্য তোমাদের জন্যে যোগান দিলাম এবং তোমাদের বললাম, আমরা তোমাদেরকে যে পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছি তা খাও; তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা করেছে তা দিয়ে আমাদের উপর জুলুম করা হয়নি; বরং তারা নিজেরা নিজেদেরই উপর যুলুম করেছে।

৫৮. আরো স্মরণ কর যখন আমরা বলেছিলাম যে তোমাদের সম্মুখস্থ এ 'নগরে' প্রবেশ কর, তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেরূপ ইচ্ছে আনন্দের সাথে আহার কর। মনেরেখো, নগরের দ্বারপথে সেজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করবে এবং 'হিত্তাতুন'[২৪] বলতে থাকবে আমরা তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং ন্যায়পন্থীদেরকে অধিক অনুগ্রহ দান করব।

২৪. "হিত্তাতুন" -এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারেঃ (১) খোদার কাছে স্বীয় দোষ-ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে করতে যাওয়া। (২) লুঠ-মার ও পাইকারী হত্যার পরিবর্তে জনপদের অধিবাসীদের অপরাধ ক্ষমা ও সাধারণ মার্জনার কথা ঘোষণা করতে করতে যাওয়া।

৫৯. কিন্তু যা বলাহয়েছিল, জালেমগণ তারবদলে অন্যকিছু করে ফেলল, শেষ পর্যন্ত আমরা যালেমদের উপর আকাশ হতে আযাব নাযিল করলাম, বস্তুতঃ এটা তাদের অবাধ্যতার শাস্তি।

রুকুঃ৭

৬০. স্মরণ কর, মূসা যখন নিজ জতির লোকদের জন্যে পানির প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, অমুক চাতালের (কংকরময় ভূমির) উপর তোমার লাঠির আঘাত কর। এর ফলে তা হতে ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্রই তার নিজের পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল[২৫]। তখনই এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল যে, খোদাপ্রদত্ত 'রেযক' খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা।

২৫. বণী-ইসরাঈল বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে এক একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন– যেন তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ

এবং যখন | তোমরা বলেছিলে (স্মরণকর) | হে মূসা | কক্ষণ না | আমরা ধৈর্য ধরতে পারব | উপর | খানার | একই (ধরণের) | প্রার্থনা তাই কর

لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا

আমাদের জন্যে | তোমরা রবের কাছে | তিনি বের করেন (যেন) | আমাদের জন্যে | তাহতে যা | উৎপাদন করে | যমীন | অর্থাৎ | তার শাকসবজী

وَ قِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ

ও | তার শশা কাকুড় | ও | তার গম (বা রসুন) | ও | তার মসুর ডাল | ও | তার পিয়াজ (ইত্যাদী) | তিনি বললেন | কি | তোমরা বদল করতে চাও

الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ

তাই | যা | নগণ্য জিনিষ | সেটার বদলে | যা | উত্তম | (তাহলে) তোমরা নামো | (কোন) শহরে | অতঃপর নিশ্চয়

لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ۗ

তোমাদের জন্যে (পাবে) | যা | তোমরা চেয়েছো | এবং | আপতিত হলো | তাদের উপর | অপমান লাঞ্ছনা | ও | দরিদ্রতা-দুরবস্থা

وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

এবং | পরিবেষ্টিত হল তারা | গজবে | পক্ষহতে | আল্লাহর | এটা | একারণে যে | তারা | অস্বীকার করতেছিল

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا

আয়াতগুলোকে | আল্লাহর | ও | তারা কতল করতেছিল | নবীদেরকে | অন্যায়ভাবে | এটা | একারণে যে

عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع

তারাঅবাধ্যতা করেছিল | এবং | করেছিল | তারা সীমালংঘন

৬১. স্মরণ কর তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই প্রকার খাদ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারব না। তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে জমির ফসল, শাক-শব্জী, গম, রসুন-পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদির উৎপাদন করেন। তখন মূসা বললেন, "একটা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে তোমরা কি একটা সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে চাও? তাহলে কোন শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস কর। তোমরা যাকিছু চাও, তা সেখানে পাওয়া যাবে"। শেষপর্যন্ত পরিণতি এই হলো যে, লাঞ্ছনা, অপমান-অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের উপর চেপে বসল এবং তারা খোদার গজবে পরিবেষ্টিত হল। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে তারা খোদার আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিল এবং পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যাকরতেছিল, আর এটাও ছিল তাদের নাফরমানী এবং শরীয়তের সীমালংঘন করার ফল।

রুকুঃ৮

৬২. নিশ্চয় জেনো, আরবীয় নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক কিংবা ইহুদী, খৃষ্টান হোক বা সাবী- যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে তার পুরস্কার তার খোদার নিকট পাবে এবং তার জন্যে কোন প্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না[২৬]।

২৬. পূর্বাপর বাক্য-ধারা লক্ষ্য রাখলে একথা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, এখানে ঈমান ও সৎ-কাজ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনাদান করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন কোন সত্য স্বীকার করলে ও কোন কোন কাজ সম্পাদন করলে মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবে। এখানে ইহুদীদের একটি বাতিল ধারণার খণ্ডণ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা মনে করতো যে, ইহুদী সম্প্রদায়ই পরকালে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তারা এ ভুল ধারণার বশবর্তী ছিল যে, ইহুদীদের সঙ্গে খোদার বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অপর কারুর সংগে নেই। কাজেই তাদের দলের সংগে যাদের এদিক দিয়ে সম্পর্ক আছে, আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও কাজের দিক দিয়ে তারা যে রূপই হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তারা নিশ্চিতরূপে মুক্তি লাভ করবে। আর অপরাপর লোকগণ যাদের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা তাদের দলের বাইরে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবার জন্যই জন্মলাভ করেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে খোদার কাছে তোমাদের দল-বিভাগের কোনই স্থান নেই। তাঁর কাছে মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র ঈমান ও সৎ কাজের। যে মানুষ এই সম্পদ নিয়ে খোদার সামনে উপস্থিত হবে, সে তার কাছে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে। খোদার কাছে মানুষের গুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের আদম শুমারীর তালিকা ও খাতাবই-এর কোন মূল্য নেই।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا

(স্মরণকর)এবং যখন | আমরা নিয়েছিলাম | তোমাদের প্রতিশ্রুতি | এবং | আমরা উঠিয়ে ছিলাম | তোমাদের উপর | তুর পাহাড় | (আর বলেছিলাম) তোমরা ধারণ কর

مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

যা | তোমাদেরকে আমরা দিয়েছি | শক্তভাবে | এবং | তোমরা স্মরণ রাখ | (তা) যা | তার মধ্যে আছে | তোমরা যাতে | তাকওয়া অবলম্বন করতে পার

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

আবার | তোমরা ফিরে গিয়েছিলে | পরেও | এর | যদি তাই | না (হতো) | অনুগ্রহ | আল্লাহর | তোমাদের উপর

وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ

ও | তাঁর দয়া | তোমরা অবশ্যই হতে | অন্তর্ভুক্ত | ক্ষতিগ্রস্থদের | এবং | নিশ্চয় | তোমরা জেনেছ

الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا

(তাদেরকে) যারা | সীমালংঘন করেছিল | তোমাদের মধ্য হতে | সম্পর্কে | শনিবারের (বিধান) | আমরা তখন বলেছিলাম | তাদেরকে | তোমরা হও

قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

বানর | লাঞ্ছিত

৬৩. স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন আমরা তুর পর্বতকে তোমাদের উপর উত্তোলিত করে তোমাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম; বলেছিলাম, আমরা তোমাদেরকে যে কিতাব দানকরছি তা মজবুত করে ধারণ কর এবং তাতে যে সব আদেশ-নিষেধ ও উপদেশবাণী সন্নিবেশিত রয়েছে তা স্মরণ করে রাখ। বস্তুতঃ এরই সাহায্যে আশাকরা যায় যে তোমরা তাকওয়ার নীতি মেনে চলতে পারবে।

৬৪. কিন্তু এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি হতে ফিরেগেলে। তা সত্ত্বেও খোদার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ত্যাগ করেনাই; অন্যথায় তোমরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে।

৬৫. তোমাদের নিজেদের জাতির সে সব লোকদের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে, যারা শনিবার দিনের[২৭] নিয়ম লংঘন করেছিল। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে- বানর হয়েযাও। এমন অবস্থায় দিন যাপন কর যে, চতুর্দিক হতে তোমাদের উপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে।

২৭. 'সাবত' -এর অর্থ শনিবার । বনী-ইসরাঈলের জন্যে এ বিধান নির্দেশ করা হয়েছিল যেঃ তারা সপ্তাহের মধ্যে একদিন- শনিবারকে বিশ্রাম গ্রহণ ও এবাদতের (উপাসনা-আরাধনার) জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখবে; ঐদিন তারা কোন বৈষয়িক কাজ-কারবার এমনকি খাদ্য রান্নার কাজও নিজেরা করবে না বা তাদের সেবক বা চাকরদের দ্বারাও করাবে না।

فَجَعَلْنٰهَا	نَكَالًا	لِّمَا	بَيْنَ	يَدَيْهَا	وَ	مَا
আমরা এরপর এটাকে বানিয়েছি	(শিক্ষামূলক) শাস্তি	তাদের জন্য যারা (ছিল)	আগে	তার	ও	যারা (ছিল)

خَلْفَهَا	وَ	مَوْعِظَةً	لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٦٦	وَ	اِذْ	قَالَ	مُوْسٰى
তারপরে	এবং	উপদেশ	মুত্তাকীদের জন্য	এবং	(স্মরণ কর) যখন	বলেছিল	মূসা

لِقَوْمِهٖٓ	اِنَّ	اللّٰهَ	يَاْمُرُكُمْ	اَنْ	تَذْبَحُوْا	بَقَرَةً ؕ	قَالُوْٓا
তার জাতিকে	নিশ্চয়	আল্লাহ	তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন	যে	তোমরা যবেহ কর	একটি গাভীকে	তারা বলেছিল

اَتَتَّخِذُنَا	هُزُوًا ؕ	قَالَ	اَعُوْذُ	بِاللّٰهِ	اَنْ	اَكُوْنَ	مِنَ
আমাদের তুমি গ্রহণ করেছ কি	বিদ্রূপের (বস্তু) হিসেবে	সে বলল	পানাহ চাই আমি	আল্লাহর নিকট	যে	আমি হব	অর্ন্তভুক্ত

الْجٰهِلِيْنَ ۝٦٧	قَالُوا	ادْعُ لَنَا	رَبَّكَ	يُبَيِّنْ	لَّنَا	مَا	هِيَ ؕ	قَالَ
মূর্খদের	তারা বলেছিল	আমাদের জন্যে দোয়া কর	তোমার রবের কাছে (যেন)	তিনি বর্ণনা করেন	আমাদের জন্যে	কেমন	সেটা	সে বলল

اِنَّهٗ	يَقُوْلُ	اِنَّهَا	بَقَرَةٌ	لَّا	فَارِضٌ	وَّ	لَا	بِكْرٌ ؕ	عَوَانٌۢ
তিনি নিশ্চয়	বলেন	তা নিশ্চয়	একটি গাভী	না	বৃদ্ধ	আর	না	বাচ্চা	মধ্যম বয়সের

بَيْنَ	ذٰلِكَ ؕ	فَافْعَلُوْا	مَا	تُؤْمَرُوْنَ ۝٦٨	قَالُوا	ادْعُ	لَنَا
মাঝামাঝি	এর	অতএব তোমরা কর	যা	তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	তারা বলেছিল	দোয়াকর	আমাদের জন্যে

رَبَّكَ	يُبَيِّنْ	لَّنَا	مَا	لَوْنُهَا ؕ
তোমার রবের কাছে	তিনি বর্ণনা করেন(যেন)	আমাদের জন্যে	কি	তার রং

৬৬. এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সেকালের লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে শিক্ষা এবং খোদাভীরু লোকদের জন্যে মহান উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

৬৭. তারপর সেই ঘটনাও স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতিকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছ? মূসা বলল, আমি মূর্খদের ন্যায় কথাবলা হতে খোদার নিকট পানাহ চাই।

৬৮. তারা বলল, তুমি তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা করে গাভীসম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানাতে বল। মূসা বলল, খোদা বলছেন,"তা এমন একটি গাভী হবে, যা বৃদ্ধাও নয় , একেবারে বাছুরও নয়, বরং মধ্যম বয়সের হবে"। অতএব যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা পালন কর।

৬৯. এর পরও তারা বলতে লাগল, " তোমার খোদার নিকট এও জিজ্ঞেস করে লও যে, তার বর্ণ কি হবে?"

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ

সে বলল | তিনি নিশ্চয় | বলেন | তা নিশ্চয় | গাভী — | হলদে | গাড় | তার রং | আনন্দদেয়

النّٰظِرِيْنَ ﴿۶۹﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ

দর্শকদেরকে | তারা বলেছিল | তুমি দোয়াকর | আমাদের জন্যে | তোমার রবের কাছে | তিনি বর্ণনা করেন (যেন) | আমাদের জন্যে | কেমন | তা | নিশ্চয়

الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿۷۰﴾ قَالَ اِنَّهٗ

গাভীটি (সম্পর্কে) | সংশয় হচ্ছে | আমাদের কাছে | এবং | নিশ্চয় আমরা | যদি | চান | আল্লাহ | অবশ্যই | সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হব | (মূসা) বলল | তিনি নিশ্চয়

يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِى

বলেন | তা নিশ্চয় | একটি গাভী | না | লাগান হয়েছে | চাষে | জমীন | আর | না | সেচ করেছে

الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ

ক্ষেতে | সুস্থ | নাই | কোন খুঁত | তার মধ্যে | তারা বলেছিল | এখন | তুমি এনেছ (বর্ণনা)

بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۱﴾

সঠিক ভাবে | তা তারাজবেহ করল তখন | এবং | না | আগ্রহী ছিল | তারা করতে

ع

মূসা বলল, "তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যই হলুদ বর্ণের হবে– তার বর্ণ এতখানি চাকচিক্যপূর্ণ হবে তা দেখেলোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারবে"।

৭০. তারা আবার বলল, "তোমার খোদার নিকট পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করে বল; গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই। কেননা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় হচ্ছে। খোদা চাইলে আমরা উহার সন্ধান করে নিতে পারবো"।

৭১. মূসা উত্তরে বলল, "তা এমন এক গাভী হবে যা দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয়না, জমিও চাষ করেনা, পানি সেচের কাজও করেনা ---- নিখুঁত ও নির্মল"। একথা শুনেই তারা বলে উঠল, "হ্যাঁ এবার তুমি সঠিক সন্ধান দিয়েছ"। অতঃপর তারা এরূপ গাভী জবেহ করল; অন্যথায় তারা এ কাজ করবে বলে মনে হতেছিল না [২৮]।

২৮. মিশরবাসী ও প্রতিবেশী জাতি-সমূহের কাছ থেকে গাভীর মাহাত্ম-মহিমা ও পবিত্রতার ধারণা ও সংস্কার এবং গো-পূজার রোগ বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে গভীর ভাবে সংক্রামিত হয়েছিল। সে কারণে তারা মিশর থেকে বহির্গত হবার অব্যবহিত পরেই গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। এ জন্যই তাদেরকে গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল । তারা এ নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ও এ-সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা যতই এ-সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রশ্ন করে, ততই তারা সেই প্রশ্ন-সমূহের বেড়াজালে অধিকতর আটকে যেতে থাকে; এমনকি সে যমানায় তারা যে বিশেষ ধরনের গাভী নিজেদের পূঁজার জন্য নির্দিষ্ট করতো, শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষ ধরনের স্বর্ণবর্ণের গাভী যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়। এ যেন অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয়া হলো যেঃ তারা তাদের উপাস্য নির্দিষ্ট ধরনের গাভীকেই যবেহ করুক।

وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ط وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا

এবং | যখন | তোমরা হত্যা (স্মরণকর) করেছিলে | এক ব্যক্তিকে | তোমরা অতঃপর পরস্পরকেদোষ দিয়ে ছিলে | সে ব্যাপারে | এবং | আল্লাহ | প্রকাশকারী | যা

كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ

তোমরা গোপন করতেছিলে | আমরা তখন বলেছিলাম | তাকেতোমরাআঘাত কর | তার কিছু অংশ দিয়ে (এবং সে বেঁচে উঠল) | এভাবে | জীবিত করেন

اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَ يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ

আল্লাহ | মৃতকে | ও | তোমাদের দেখান | তাঁর নিদর্শন গুলোকে | তোমরা যাতে | বুঝতেপার | পরে

قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ

কঠিন হয়ে গেল | তোমাদের অন্তর গুলো | পরেও | এর | তা অতঃপর (হয়েগেল) | যেমন | পাথর | অথবা (তারচেয়েও)

أَشَدُّ قَسْوَةً ط وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ط

অধিকতর | কঠিন | অথচ | নিশ্চয় | কিছু | পাথর (এমনও আছে) | অবশ্য যা | ফেটেবের হয় | তাহতে | ঝর্ণাধারা

وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط وَ إِنَّ مِنْهَا

এবং | নিশ্চয় | তার কিছু (এমনও আছে) | অবশ্যই যা | ফেটে যায় | অতঃপর বেরহয় | তাথেকে | পানি | এবং | নিশ্চয় | তার কিছু (এমনওআছে)

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

অবশ্যই যা | পড়ে যায় | ভয়ে | আল্লাহর

রুকুঃ৯

৭২. তোমাদের স্মরণ আছে সেই ঘটনা, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর সে সম্পর্কে তোমরা ঝগড়া ও একে অপরের উপর হত্যার দোষারোপ করতে শুরুকরেছিল। কিন্তু আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তোমরা যা গোপন করবে, তিনি তা প্রকাশ করে দিবেন।

৭৩. তখন আমরা এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, নিহত ব্যক্তির শবদেহের উপর উহার একাংশদ্বারা আঘাতদাও। বস্তুতঃ এরূপেই আল্লাহতা'আলা মৃতদের জীবন দান করেন এবং তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শণ করেন- যেন তোমরা অনুধাবণ করতে পার।

৭৪. কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ দেখতে পাওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছে- পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তা অপেক্ষাও কঠিনতর। কেননা কোন কোন পাথর এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোনটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং তার মধ্যহতে জলধারা উৎসারিত হয়। আর কোন কোনটি খোদার ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপতিত হয়।

আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।

৭৫. হে মুসলমানেরা! এখনাক তোমরা ঐসব লোকের প্রতি এ আশা পোষণ কর যে, তারা তোমাদের ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে [২৯] অথচ তাদের একটা দলের এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে তারা খোদার কালাম শুনে এবং খুব ভাল করে বুঝেনিয়ে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করেছে।

৭৬. তারা মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও তাকে মানি; কিন্তু নির্জনে তাদের পরস্পরে যখন কথাবার্তা হয়,

২৯. মদীনার যে সমস্ত নও-মুসলিম সবে মাত্র আরবী নবীর (সঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল– ঈমান এনেছিল তাদের উদ্দেশ্যে এই সম্ভাষণ । নবুয়্যত (আল্লাহ কর্তৃক নবী প্রেরণের ব্যবস্থা), কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, শরীয়ত প্রভৃতি যে সব কথা তারা পূর্বে শুনেছিল, সে সব তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদীদেরই কাছ থেকে শুনেছিল। এখন তারা স্বাভাবতঃই এ আশা পোষণ করছিল যে –পূর্ব থেকেই যেসব লোক নবী ও আসমানী কিতাব মান্য করে আসছে এবং যাদের দেয়া সংবাদের সাহায্যে তারা ঈমানের নেয়ামত লাভকরে ধন্য হয়েছে তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই তাদের সংগী হবে– বরং এ পথে তারাই হবে অগ্রণী।

قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ
তারা বলে | তাদেরকে তোমরা বলে দাও কি | ঐ বিষয় যা | প্রকাশ করেছেন | আল্লাহ | তোমাদের কাছে | তোমাদের বিরুদ্ধে যেন প্রমাণ পেশ করতে পারে

بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۶﴾ اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ
তাদিয়ে | কাছে | তোমাদের রবের | তবে কি? | না | তোমরা বুঝ | কি | না | তারা জানে

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۷﴾ وَ مِنْهُمْ
যে | আল্লাহ | জানেন | যা কিছু | তারা গোপন করে | ও | যা | তারাপ্রকাশ করে | এবং | তাদেরমধ্যে কিছু (আছে)

اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا
নিরক্ষর | না | তারা জানে | কিতাব | এছাড়া | আশা আকাংখা | এবং | না | তারা | এছাড়া

يَظُنُّوْنَ ﴿۷۸﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ
(অমূলক) ধারণা করে | ধ্বংস অতএব | তাদের জন্যে (যারা) | লিখে | কিতাব (অর্থাৎ শরয়ীবিধান) | তাদেরহাতদিয়ে | পরে

يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ
তারা বলে | এটা (এসেছে) | থেকে | নিকট | আল্লাহর | (এরূপ করে) কেনার জন্যে | তাদিয়ে | মূল্য (অর্থাৎ স্বার্থ) | সামান্য | অতএব ধ্বংস

لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿۷۹﴾
তাদের জন্যে | একারণে যা | লিখেছে | তাদের হাত | এবং | ধ্বংস | তাদের জন্যে | তাহতে যা | তারা উপার্জন করেছে

তখন তারা বলেঃ তোমরা নির্বোধ হয়েছ, তাদেরকে তোমরা এমনসব কথা বলেদিচ্ছ যা আল্লাহ একমাত্র তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। ফলে তারা তোমাদের নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে এ কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

৭৭. একথা কি তারা জানেনা যে, তারা যা কিছু গোপন করে আর যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহতা'আলার জানা আছে।

৭৮. তাদের মধ্যে আর একটি দল আছে, যারা উম্মী; খোদার কিতাব সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখা ও ইচ্ছা-বাসনাই তাদের একমাত্র সম্বল ও অমূলক ধারণা-বিশ্বাস দ্বারা তারা পরিচালিত হয়।

৭৯. তাই সেসব লোকের ধ্বংস নিশ্চিত যারা নিজেদেরই হাতে শরীয়তের বিধান রচনাকরে এবং তারপর লোকদেরকে বলে, এ খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে- এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ লাভ করবে। বস্তুতঃ তাদের হাতের এই লিখনও তাদের ধ্বংসের কারণ এবং এর সাহায্যে তারা যাকিছু উপার্জন করে তা তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ

এবং | তারা বলে | কক্ষণ না | আমাদেরকে স্পর্শ করবে | আগুন | (যদি করেও) তবে | কিছুদিন | গুনা গুণতির

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ

তুমি বল | তোমরা গ্রহণ করেছ কি | নিকট হতে | আল্লাহর | ওয়াদা (যা) | কক্ষণ না | ভঙ্গ করবেন | আল্লাহ | তাঁর ওয়াদা

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٠ بَلٰى مَنْ كَسَبَ

অথবা | তোমরা বলছ | উপর | আল্লাহর | যা | না | তোমরা জান | বরং (সত্যহল) | যেকেউ | উপার্জন করবে

سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

পাপ | এবং | ঘিরে নিয়েছে | তাকে | তার পাপসমূহ | ফলে ঐসব লোক | অধিবাসী (হবে) | দোযখের

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨١ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তারাই | তার মধ্যে | হবে চিরস্থায়ী | আর | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨٢ وَ اِذْ

ঐ সব (লোক) | অধিবাসী (হবে) | জান্নাতের | তারাই | তারমধ্যে | চিরস্থায়ী হবে | এবং | (স্মরণকর) যখন

اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫

আমরা নিয়েছিলাম | প্রতিশ্রুতি | বনি | ইসরাঈলের (থেকে) | (যে) না | তোমরা ইবাদত করবে | ছাড়া | আল্লাহর

৮০. তারা বলে, দোযখের আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না, তবে মাত্র কয়েকদিনের শাস্তি মিললে মিলতে পারে। তাদের জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি খোদার নিকটহতে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়েছ যার বিরোধিতা তিনি কখনই করবেন না? কিংবা তোমারই এমনসব কথা খোদার উপর চাপিয়ে দিচ্ছ যে সম্পর্কে তিনি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কি না তা তোমরা কিছুই জান না? দোযখের আগুণ তোমাদের কেনই বা স্পর্শ করবে না?

৮১. বস্তুতঃ যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং নিজের পাপজালে নিজেরাই বিজড়িত হবে, সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামেই চিরদিন থাকবে।

৮২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা বেহেশতী হবে এবং বেহেশতে তারা চিরদিন বসবাস করবে।

রুকুঃ১০

৮৩. স্মরণ কর, ইসরাঈল-সন্তানদের নিকট হতে আমরা এই পাকা পোখতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করবেনা।

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ

এবং | পিতামাতার সাথে | সদয় ব্যবহার করবে | এবং | আত্মীয়স্বজনের | ও | ইয়াতীমদের | ও | মিসকীনদের (সাথে)

وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ط

এবং | তোমরা বলবে | লোকদেরকে | ভাল (কথা) | এবং | তোমরা কায়েম করবে | নামাজ | ও | তোমরা দেবে | যাকাত

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾

এরপরেও | তোমরা ফিরে গিয়েছিলে | ব্যতীত | সামান্য কিছু (লোক) | তোমাদের মধ্য হতে | এবং | তোমরা (আজও) | মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ

এবং | যখন | আমরা নিয়েছিলাম | তোমাদের প্রতিশ্রুতি | (যে) না | তোমরা ঝরাবে | তোমাদের রক্ত | এবং | না | তোমরা বের করবে

اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

তোমাদের নিজে দেরকে | থেকে | তোমাদের ঘর | এরপর | তোমরা স্বীকার করেছিলে | এবং | তোমরাই | সাক্ষ দিচ্ছ

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا

আবার | তোমরাই | ঐ সব (লোক যারা) | তোমরা কতল করছ | তোমাদের নিজে দেরকে | এবং | তোমরা বের করছ | এক পক্ষকে

مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ

তোমাদের মধ্যকার | হতে | তাদের ঘরগুলো | তোমরা সাহায্য দিচ্ছ | তাদের বিরুদ্ধে | গোনাহের সাথে

وَ الْعُدْوَانِ ط

ও | বাড়াবাড়িকরে

মাতা-পিতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, এতীম ও মিসকীনদের সাথে ভালব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভাল কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। মুষ্টিমেয় লোকছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভংগকরেছ এবং এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই রয়েছ।

৮৪. আর স্মরণ কর, আমরা তোমাদের নিকট হতে এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবেনা ও পরস্পরকে ঘরবাড়ী হতে বিতাড়িত করবে না; তোমরা সকলে তা স্বীকার করেছিলে; তোমরা নিজেরাই তার সাক্ষী।

৮৫. কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-স্বজনদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোকদের তোমরা ঘরবাড়ী হতে নির্বাসিত করছ, যুলুম ও অত্যাধিক বাড়াবাড়িসহকারে দল পাকাচ্ছ

وَ	اِنْ	يَّاْتُوْكُمْ	اُسٰرٰى	تُفٰدُوْهُمْ	وَ	هُوَ
এবং	যদি	তোমাদের কাছে আসে	বন্দী (হয়ে)	তাদের ছাড়াও বিনিময় দিয়ে	অথচ	তা

مُحَرَّمٌ	عَلَيْكُمْ	اِخْرَاجُهُمْ	اَفَتُؤْمِنُوْنَ	بِبَعْضِ	الْكِتٰبِ
নিষিদ্ধ	তোমাদের উপর	তাদের বহিষ্কার করা	কি তোমরা তবে বিশ্বাস কর	কিছু অংশ	কিতাবের

وَ	تَكْفُرُوْنَ	بِبَعْضٍ	فَمَا	جَزَآءُ	مَنْ	يَّفْعَلُ	ذٰلِكَ
এবং	তোমরা অবিশ্বাস কর	(অপর) কিছু অংশকে	তবে কি	প্রতিদান (হতেপারে)	যে	করবে	এরূপ

مِنْكُمْ	اِلَّا	خِزْىٌ	فِى	الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا	وَ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ
তোমাদের মধ্যকার	এছাড়া যে	অপমান লাঞ্ছনা		জীবনে	দুনিয়ার	এবং	দিনে	কিয়ামতের

يُرَدُّوْنَ	اِلٰٓى	اَشَدِّ	الْعَذَابِ	وَ	مَا	اللّٰهُ	بِغَافِلٍ
তারা নিক্ষিপ্ত হবে	দিকে	কঠোর	আযাবের	এবং	না	আল্লাহ	বে খবর

عَمَّا	تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾	اُولٰٓئِكَ	الَّذِيْنَ	اشْتَرَوُا	الْحَيٰوةَ
এ বিষয়ে যা	তোমরা করছ	ঐ সব(লোক)	(তারাই) যারা	কিনে নিয়েছে	জীবনকে

الدُّنْيَا	بِالْاٰخِرَةِ	فَلَا	يُخَفَّفُ	عَنْهُمُ	الْعَذَابُ
দুনিয়ার	আখেরাতের বিনিময়ে	না ফলে	হালকা করা হবে	তাদের থেকে	আযাব

وَ	لَا	هُمْ	يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾
এবং	না	তারা	সাহায্যপ্রাপ্ত হবে

ع

এবং যখন তারা যুদ্ধে বন্দীহয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাদের মুক্তির জন্যে তোমরা বিনিময়ের আদান-প্রদান কর। অথচ তাদেরকে ঘর হতে নির্বাসিত করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম (নিষিদ্ধ)। তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশ বিশ্বাসকর এবং অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তিরদিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।

৮৬. প্রকৃত পক্ষে এসব লোকেরাই নিজেদের পরকাল বিক্রিকরে দুনিয়ার জীবন খরিদকরে নিয়েছে। কাজেই এদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাসকরা হবে না এবং কোন সাহায্যও তারা পাবেনা।

وَ	لَقَدْ	اٰتَيْنَا	مُوْسَى	الْكِتٰبَ	وَ	قَفَّيْنَا	مِنْۢ بَعْدِهٖ
এবং	নিশ্চয়	আমরা দিয়েছি	মূসাকে	কিতাব	এবং	পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠিয়েছি	তার পরে

بِالرُّسُلِ ز	وَ	اٰتَيْنَا	عِيْسَى	ابْنَ	مَرْيَمَ	الْبَيِّنٰتِ
রসূলদেরকে	এবং	আমরা দিয়েছি	ঈসাকে	পুত্র	মরিয়মের	সুস্পষ্ট নির্দশন সমূহ

وَ	اَيَّدْنٰهُ	بِرُوْحِ	الْقُدُسِ ط	اَفَكُلَّمَا	جَآءَكُمْ
ও	তাকে আমরা সাহায্য করেছি	আত্মাদিয়ে	পবিত্র	যখনই অতঃপর কি	তোমাদের কাছে এসেছে

رَسُوْلٌۢ	بِمَا	لَا	تَهْوٰٓى	اَنْفُسُكُمُ	اسْتَكْبَرْ	تُمْ ج
কোন রসূল	তা নিয়ে যা	না	পছন্দ করে	তোমাদের মন	অহংকার করেছ	তোমরা

فَفَرِيْقًا	كَذَّبْتُمْ	وَ	فَرِيْقًا	تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾	وَ	قَالُوْا
অতঃপর কতককে	তোমরা অস্বীকার করেছ	আর	কতককে	তোমরা হত্যা করেছ	এবং	তারা বলেছিল

قُلُوْبُنَا	غُلْفٌ ط	بَلْ	لَّعَنَهُمُ	اللّٰهُ	بِكُفْرِ هِمْ	فَقَلِيْلًا
আমাদের অন্তর	আচ্ছাদিত (সুরক্ষিত)	বরং (সত্যহল)	তাদেরকে লানত করেছেন	আল্লাহ	তাদের কুফরির কারণে	তাই কম (লোকই)

مَّا	يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾
যারা	ঈমান আনবে

রুকুঃ১১

৮৭. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর ক্রমাগতভাবে রসূল প্রেরণ করেছি। শেষকালে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র আত্মার[৩০] দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি। এরপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোন নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছে তখনি তোমরা নিজেদেরকে তার অপেক্ষা বড় মনেকরে তার বিরুদ্ধাচারণই করেছ; কাকেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাকেও করেছ হত্যা।

৮৮. তারা বলে, আমাদের মন সুরক্ষিত; না, বরং আসল ব্যাপার এই যে তাদের কুফরীর কারণে তাদের উপর খোদার অভিশম্পাত বর্ষিত হয়েছে। এজন্যে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

৩০. 'রুহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা'র অর্থ– অহীর (আল্লাহর প্রত্যাদেশবাণীর) মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হতে পারে, আবার এর অর্থ অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -ও হতে পারে। এ ছাড়া এর মানে হযরত ঈসার (আঃ) নিজের পবিত্র 'আত্মা'ও হতে পারে; কেননা আল্লাহতা'আলা তার আত্মাকে পবিত্র গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করেছিলেন।

وَ	لَمَّا	جَآءَهُمْ		كِتٰبٌ	مِّنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ	مُصَدِّقٌ
এবং	যখন	এসেছে	তাদের কাছে	কিতাব	থেকে	নিকট	আল্লাহর	সত্যায়নকারী

لِّمَا	مَعَهُمْ ۙ	وَ	كَانُوْا	مِنْ قَبْلُ	يَسْتَفْتِحُوْنَ
(তার) যা	তাদের সাথে আছে	এবং	তারা ছিল	ইতিপূর্বে	বিজয় চাইত

عَلَى	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا ۚ	فَلَمَّا	جَآءَ	هُمْ	مَّا	عَرَفُوْا	كَفَرُوْا بِهٖ ز
উপর	(তাদের) যারা	কুফরীকরেছে	অতঃপর যখন	আসল	তাদেরকাছে	যা	তারাচিনত	তা অস্বীকার করল

فَلَعْنَةُ	اللّٰهِ	عَلَى	الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾	بِئْسَمَا	اشْتَرَوْا	بِهٖٓ
ফলে অভিশাপ	আল্লাহর	উপর	প্রত্যাখ্যানকারীদের	কতই নিকৃষ্ট তা	তারা বিক্রয় করেছে	যার বিনিময়ে

اَنْفُسَهُمْ	اَنْ يَّكْفُرُوْا	بِمَآ	اَنْزَلَ	اللّٰهُ	بَغْيًا	اَنْ
তাদের আত্মাকে	অস্বীকার করে	ঐ বিষয় যা	নাযেল করেছেন	আল্লাহ	জিদ বশতঃ	(এজন্যে) যে

৮৯. এখন খোদার নিকট হতে যে কিতাবখানি তাদের নিকট এসেছে তার সাথে তারা কিরূপ ব্যবহার করেছে? যদিও তারা তাদের নিকট পূর্বহতে মওজুদ গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করত। যদিও উহার আগমনের পূর্বে তারা নিজেরা কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যলাভের জন্যে প্রার্থনা করত[৩১]; কিন্তু যখন সে জিনিষ এসে পৌঁছাল যাকে তারা চিনতে পারল তখন তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। এ সমস্ত অবিশ্বাসীর উপর খোদার অভিশম্পাত!

৯০. তারা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্তনা লাভকরে[৩২] তা কতই না নিকৃষ্ট। তা এই যে, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তারা শুধু এ জিদের বশবর্তী হয়ে তা মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে,

৩১. নবী করীমের (সঃ) আগমনের পূর্বে ইহুদীরা সেই নবীর আবির্ভাবের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো যাঁর আগমন সম্পর্কে তাদের নবীগণ ভবিষ্যৎ-বাণী করে গিয়েছিলেন; এবং তারা তাঁর সত্বর আগমনের জন্য প্রার্থনাও করতো যাতে তাঁর আবির্ভাবে কাফেরদের আধিপত্য মিটে যায় ও তাদের উত্থান ও উন্নতির যুগ শুরু হয়।

৩২. এ আয়াতের আর একটি তরজমা এরূপ হতে পারেঃ যার জন্য তারা নিজেদের প্রাণকে বিক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট জিনিস; অর্থাৎ নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্য ও নিজেদের মুক্তিকে তারা জলাঞ্জলি দিল।

খোদা তাঁর বান্দাদের মধ্যেহতে নিজ মনোনীত একজনকে তাঁর অনুগ্রহ (অহী ও নবুয়্যত) দানে ভূষিত করেছেন[৩৩]। অতএব তারা খোদার দ্বিগুণ গযবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ এ সমস্ত কাফেরদের জন্যে কঠিন অপমানকর শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৯১. যখনই তাদের বলাহয়, আল্লাহ যাকিছু নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারাবলে, "আমরাতো শুধু সেই জিনিসের প্রতিই ঈমান এনেথাকি, যা আমাদের (ইসরাঈল বংশের) প্রতি নাযিল হয়েছে"। উহার পরিসীমার বাইরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানতে তারা অস্বীকার করছে; অথচ যা মানতে তারা অস্বীকার করছে, তা সত্য; এবং তাদের নিকট পূর্বহতে যে (আদর্শের) শিক্ষা বর্তমান ছিল তা তার সত্যতা স্বীকারকরে ও তার সমর্থন করে। যাই হোক, তাদের জিজ্ঞেস কর, তোমাদের নিকট অবতীর্ণ আদর্শের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসীই হয়ে থাক, তবে ইতিপূর্বে (বণী-ইসরাঈল বংশে আগত) খোদার সেই নবীদের কেন হত্যা করতেছিলে?

৩৩. তাদের মনের বাসনা ছিল–ভবিষ্যতে যে নবী আসবেন তিনি তাদের কওমের মধ্যে জন্মলাভ করুন। কিন্তু সেই নবী যখন অন্য একটি কওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন, যে কওমকে তারা নিজেদের তুলনায় হীন মনে করতো , তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যোগী হলো; তাদের মনের বাসনা– যেন আল্লাহ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তাদের কথা মতো নবী পাঠালে তবে ঠিক হতো।

وَ	لَقَدْ	جَاءَكُمْ	مُوسَىٰ	بِالْبَيِّنَاتِ	ثُمَّ	اتَّخَذْ	تُمُ	الْعِجْلَ
এবং	নিশ্চয়	তোমাদের কাছে এসেছিল	মূসা	সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে	এরপর	গ্রহণ করে ছিলে	তোমরা	গো বাছুরকে (উপাস্যরূপে)

مِنْ بَعْدِهِ	وَ	أَنْتُمْ	ظَالِمُونَ ۝٩٢	وَ	إِذْ	أَخَذْنَا	مِيثَاقَكُمْ	وَ
তারপরও	এবং	তোমরা ছিলে	যালেম	এবং	যখন	আমরা গ্রহণ করেছিলাম	তোমাদের প্রতিশ্রুতি	এবং

رَفَعْنَا	فَوْقَكُمُ	الطُّورَ ط	خُذُوا	مَا	آتَيْنَاكُمْ	بِقُوَّةٍ	وَ	اسْمَعُوا ط
উঠিয়েছিলাম	তোমাদের উপর	তুরপাহাড়কে	(বলেছিলাম) তোমরা ধর	(তা) যা	তোমাদেরকে আমরা দিয়েছি	শক্তভাবে	ও	তোমরা শুন

قَالُوا	سَمِعْنَا	وَ	عَصَيْنَا	وَ	أُشْرِبُوا	فِي	قُلُوبِهِمُ	الْعِجْلَ	بِكُفْرِ
তারা বলেছিল	আমরা শুনলাম	কিন্তু	আমরা অমান্য করলাম	এবং	সিঞ্চিত হয়েছিল	মধ্যে	তাদের অন্তর গুলোর	বাছুর (পূজা)	কুফরির কারণে

هِمْ ط	قُلْ	بِئْسَمَا	يَأْمُرُكُمْ	بِهِ	إِيمَانُكُمْ	إِنْ	كُنْتُمْ	مُؤْمِنِينَ ۝٩٣
তাদের	বল	কতইনানিকৃষ্ট	তোমাদের নির্দেশ দেয়	যার	তোমাদেরঈমান	যদি	তোমরা হয়ে থাক	ঈমানদার

قُلْ	إِنْ	كَانَتْ	لَكُمُ	الدَّارُ	الْآخِرَةُ	عِنْدَ	اللَّهِ	خَالِصَةً
বল	যদি	হয় (নির্দিষ্ট)	তোমাদের জন্যে	ঘর	আখরাতের	কাছে	আল্লাহ	শুধুমাত্র (তোমাদেরই)

مِنْ دُونِ	النَّاسِ	فَتَمَنَّوُا	الْمَوْتَ	إِنْ	كُنْتُمْ	صَادِقِينَ ۝٩٤
ব্যতীত	(সমগ্র)মানুষ	তোমরা তাহলে কামনা কর	মৃত্যুর	যদি	তোমরা হয়ে থাক	সত্যবাদী

৯২. তোমাদের নিকট মূসা কিরূপ উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমরা বাছুরকে উপাস্য-দেবতা বানিয়েছিলে।

৯৩. এছাড়া তোমাদের উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের নিকট হতে আমরা যে চুক্তি গ্রহণ করেছিলাম, তাও স্মরণ করে দেখ। তাতে আমরা তাকীদ করেছিলাম যে, যে পথ-নির্দেশ আমরা দিতেছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কাজে পরিণত কর এবং মনোনিবেশ সহকারে শোন। তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিলঃ আমরা শুনেছি বটে, কিন্তু মানবনা। বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তাদের মন এতই আকৃষ্ট হয়েপড়েছিল যে, তাদের মনের পটে বাছুরেরই প্রভাব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাওঃ তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে যে ঈমান এধরণের পাপকাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক ঈমান।

৯৪. তাদের বল, পরকালের ঘর সমগ্রমানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদের জন্যেই যদি নির্দিষ্ট হয়েথাকে, তাহলে তোমাদের মৃত্যু কামনা করাই বাঞ্চনীয়; অবশ্য যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

কিন্তু | নিশ্চয়না | তা কামনা করবে তারা | কখনও | এ কারণে যা | আগে পাঠিয়েছে | তাদের হাত | এবং | আল্লাহ | খুবই অবহিত

بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾ وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى

জালেমদের সম্পর্কে | এবং | তাদেরকে তোমরা পাবে অবশ্যই | অত্যাধিক লোভী | লোকদের মধ্যে | প্রতি

حَيٰوةٍ ۚۛ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚۛ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ

বেঁচেথাকার | এবং | (তাদের) চেয়েও- | যারা | শিরক করে | তাদের প্রত্যেকে চায় | যদি | বয়স দেওয়া হত

اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ

একহাজার | বছরের | অথচ | না | তা(অর্থাৎ দীর্ঘায়ু) | তাকে টলাতে পারবে | থেকে | আযাব

يُّعَمَّرَ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾ قُلْ مَنْ كَانَ

বয়সদেওয়া হয়ও | এবং | আল্লাহ | খুব দেখেন | ঐ বিষয় যা | তারা করছে | বল | যে | হবে

عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ

শত্রু | জিব্রাইলের (সে জেনে রাখুক)

ع

৯৫. নিশ্চয় জেনো এরা কখনই মৃত্যু কামনা করবেনা। নিজেদের হাতে উপার্জন করে তারা যাকিছু সেখানে পাঠিয়েছে,তার প্রেক্ষিতে সেখানে যাওয়ার কামনা না করাই স্বাভাবিক। আল্লাহ এই যালেমদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন।

৯৬. তোমরা তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোননা কোন রূপে হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করে। অথচ (ইহা নিঃসন্দেহে) দীর্ঘজীবন তাদেরকে আযাব হতে কখনো দূরে রাখতে (রক্ষাকরতে) সমর্থ হবে না। তারা যেসব কাজকর্ম করছে তা সবই আল্লাহর গোচরীভূত হচ্ছে।

রুকুঃ১২

৯৭. তাদের বল, জিব্রাঈলের যে শত্রুতা পোষণ করে[৩৪] তার জেনেরাখা দরকার যে,

৩৪. ইহুদীরা মাত্র নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মন্দ বলতো না , খোদার প্রিয় সম্মানিত ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)-কেও তারা গাল-মন্দ করতো ও বলতোঃ সে আমাদের শত্রু; সে রহমতের (কৃপা ও করুণার) ফেরেশতা নয়, বরং আযাবের (শাস্তির)।

فَإِنَّهُ	نَزَّلَهُ	عَلَىٰ	قَلْبِكَ	بِإِذْنِ	اللَّهِ	مُصَدِّقًا
সে নিশ্চয়	তা নাযিল করেছে	উপর	তোমার অন্তরে	অনুমতিক্রমে	আল্লাহর	সত্যায়নকারী

لِمَا	بَيْنَ يَدَيْهِ	وَ	هُدًى	وَ	بُشْرَىٰ	لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾
(তার) যা	তার সামনে (আছে)	এবং	হেদায়াত	ও	সুসংবাদ	মু'মিনদের জন্যে

مَنْ	كَانَ	عَدُوًّا	لِلَّهِ	وَ	مَلَائِكَتِهِ	وَ	رُسُلِهِ	وَ	جِبْرِيلَ
যে	হবে	শত্রু	আল্লাহর	ও	তাঁর ফেরেশতাদের	ও	তাঁর রসূলদের	ও	জীব্রাঈলের

وَ	مِيكَالَ	فَإِنَّ	اللَّهَ	عَدُوٌّ	لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾	وَ	لَقَدْ
ও	মিকাঈলের	নিশ্চয় ফলে	আল্লাহ (হবেন)	শত্রু	(সেইসব) কাফেরদের জন্য	এবং	নিশ্চয়

أَنْزَلْنَا	إِلَيْكَ	آيَاتٍ	بَيِّنَاتٍ	وَ	مَا	يَكْفُرُ	بِهَا	إِلَّا
আমরা নাযিল করেছি	তোমার উপর	আয়াত সমূহ	সুস্পষ্ট	এবং	না	অস্বীকার করে	তাকে	ছাড়া

الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾	أَوَ	كُلَّمَا	عَاهَدُوا	عَهْدًا	نَبَذَهُ	فَرِيقٌ
ফাসেকরা	এমন নয়কি	যখনই	তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে	কোন প্রতিশ্রুতি	তা নিক্ষেপ করেছে	একদল

مِنْهُمْ	بَلْ	أَكْثَرُهُمْ	لَا	يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
তাদের মধ্যকার	বরং	তাদের অধিকাংশ	না	বিশ্বাস করে

জিব্রাইল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এ কোরআন মজীদ তোমার মনের উপর নাযিল করেছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থণকরে এবং ঈমানদারদের জন্যে সঠিকপথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।

৯৮. (জিব্রাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এই যদি কারণ হয়ে থাকে তবে বলেদাও যে) যারা আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাগণ, তাঁর পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ স্বয়ং সেই কাফেরদেরও শত্রু।

৯৯. আমরা তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যা সুস্পষ্টরূপে সত্যপ্রকাশ করছে। কেবল ফাসেক তা মেনেনিতে অস্বীকার করে থাকে।

১০০. সাধারণতঃ এটাই কি হয়নি যে তারা যখন কোনকিছুর প্রতিশ্রুতি দানকরেছে, তখন তাদের একটি না একটি উপদল নিশ্চিতরূপেই তা উপেক্ষা করেছে? আর সত্যি কথা এই যে, তাদের মধ্যে অনেকলোক আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমানই আনেনি।

১০১. যখনি তাদের নিকট খোদার তরফ হতে কোন রসূল আগমণকরে তাদের নিকট (পূর্বহতে) মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থণকরে তখনি এই কিতাবধারীদের মধ্যে হতে একটি উপদল খোদার কিতাবকে এমন ভাবে পিছনে ফেলে রেখেছে যেন তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা।

১০২. অথচ সে সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সোলাইমানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সোলাইমান কখনই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরী অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে যাদুগিরি শিক্ষাদান করছিল। বেবিলনের হারুত ও মারুত দুই ফিরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

এবং না দুজনে শিখিয়েছে কাউকে যতক্ষণ না দুজনে বলেছে মূলতঃ আমরা পরীক্ষা (মাত্র)

فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ

অতএব না কুফরী করো তবুও তারা শিখে তাদের দুজন থেকে যা তারা পৃথক করত তা দিয়ে মাঝে

الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا

পুরুষের (স্বামীর) ও তার স্ত্রীর এবং না তারা ক্ষতি করতে পারত এদিয়ে কাউকে এছাড়া

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ

অনুমতি ক্রমে আল্লাহর এবং তারা শিখে (এমনকিছু) যা তাদের ক্ষতি করত এবং না তাদের উপকার করত

وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ

এবং নিশ্চয় তারা জেনেছিল অবশ্যই যে কেউ তা ক্রয় করেছিল নেই তার জন্যে আখেরাতে কোন

خَلَاقٍ ؕ

অংশ

অথচ তারা (ফিরেশতারা) যখনি কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই একথা বলে স্পষ্টভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত যে, 'দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষামাত্র, তোমরা কুফরীর পংকে নিমজ্জিত হয়োনা'[৩৫]। তা সত্ত্বেও তারা ফিরেশতাদ্বয়ের নিকট হতে সেই জিনিসই শিখতেছিল, যা দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকরা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, খোদার অনুমিত ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হত না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত যা তাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না বরং ক্ষতিকর ছিল; এবং তারা ভাল করেই জানত যে এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তাদের জন্যে পরকালের কোনই কল্যাণ নেই।

৩৫. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি আছে। কিন্তু আমি এর যা অর্থ বুঝেছি তা হচ্ছেঃ বণী-ইসরাঈল যে সময়ে বাবেলে দাস ও বন্দী জীবণ-যাপন করছিল সে সময়ে তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহতা'আলা দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করে থাকবেন। লূত (আঃ)-এর জাতির কাছে যেরূপ ফেরেশতাগণ সুদর্শন, বালকরূপ ধারণ করে গিয়েছিলেন, উক্ত ইসরাঈলীগনের কাছে ফেরেশতারা সম্ভবতঃ পীর ও ফকিরের রূপধারণ করে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা হয়তো একদিকে যাদুর বাজারে নিজেদের দোকান ফেঁদে বসেছিলেন ও অন্যদিকে তাঁরা লোকদের কাছে যুক্তি-জ্ঞানসহ সত্য পৌঁছে দিয়ে সতর্ক করার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধানও করে দিতেন। যে দেখ, আমরা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ; তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট করোনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে তাঁদের উপস্থাপিত 'সিফলী আমলিয়াত'– যাদুর হীন ক্রিয়াকান্ড ও তাবীজ-তুমার, মন্ত্র-তন্ত্রের জন্য উম্মাদের মত ছুটে আসতো।

وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

এবং অবশ্যই কত নিকৃষ্ট তা যার বদলে তারা বিক্রয়করে তাদের জীবনকে যদি তারা জানতো

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ

এবং যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত অবশ্যই ছওয়াব পেত থেকে

عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ ع يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

নিকট আল্লাহর উত্তম যদি তারা জানত ওহে যারা

اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ؕ

ঈমান এনেছ না তোমরা বল 'রায়েনা' বরং তোমরা বল 'উনজুরনা' এবং তোমরা শ্রবণ কর

وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾

এবং কাফেরদের জন্য (রয়েছে) আযাব বড় কষ্টদায়ক

তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রি করেছে, তা কতই নিকৃষ্ট জিনিস। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত।

১০৩. তারা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে খোদার নিকট তার যে প্রতিফল পাওয়া যেত তা তাদের পক্ষে কল্যাণময় হত। তারা যদি তা জানতে পারত।

রুকূঃ১৩

১০৪. হে ঈমানদাররা 'রায়েনা' বলোনা, বরং 'উনযুরনা' বল এবং লক্ষ্য করে শ্রবণ কর[৩৬]। এ কাফেররা নিশ্চিতরূপে কঠিন শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

৩৬. ইহুদীরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে আসতো তখন তারা প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে তাদের অন্তরের জ্বলন মিটাবার চেষ্টা করতো। নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথা বার্তার মধ্যে যখন তাদের কোন সময়ে একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, 'থামুন, আমাদের কথাটা বুঝে নেবার একটু অবকাশ দিন'; তখন তারা বলতো 'রায়েনা' । এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছেঃ 'আমাদের জন্যে একটু অবকাশ দান করুন, রেয়ায়েত করুন, বা আমাদের কথা শুনুন' । কিন্তু এর কয়েকটি কদর্থও আছে। এ জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা এ শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকো; ও তার পরিবর্তে 'উনযুরনা' বলতে থাকো অর্থাৎ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বা আমাদের একটু বুঝে নিতে অবকাশ দিন'।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ

না চায় যারা কুফরী ক'রেছে মধ্য হতে আহলে কিতাবদের এবং না মোশরেকদের (মধ্যহতে) যে

يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ

নাযেল হউক তোমাদের উপর কোন কল্যাণ পক্ষহতে তোমাদের রবের কিন্তু আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেন তার দয়ার জন্যে

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ

যাকে তিনিচান এবং আল্লাহ অনুগ্রহশীল মহান যা আমরা রহিত করি (অর্থাৎ) কোন

اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ

আয়াত অথবা তা আমরা ভুলিয়ে দেই আনি আমরা উত্তম তার চেয়ে অথবা তার অনুরূপ নাকি তুমি জান

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ

নিশ্চয় আল্লাহ উপর সব কিছুর সক্ষম নাকি তুমি জান যে

اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ

আল্লাহ (এমনযে) তাঁরই জন্যে রাজত্ব আসমান ও যমীনের এবং নাই তোমাদের জন্যে

دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیْرٍ ﴿١٠٧﴾

ছাড়া আল্লাহ কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী

১০৫. যারা সত্যের এই আহবান কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা আহলি-কিতাব হোক আর মুশরিকই হোক তোমার প্রতি তোমার খোদার নিকট হতে কোন প্রকার কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়াকে কেউ পছন্দ করেনা; অথচ আল্লাহ যাকেই চান নিজের রহমত দানের জন্যে মনোনীত করে নেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমরা যে আয়াত 'মনসুখ' করি কিংবা ভুলিয়ে দিই, তার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি, কিংবা অন্ততঃ অনুরূপ[৩৭] জিনিসই এনে দিই।

১০৭. তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান? এটা কি জানা নেই যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে? তিনি ব্যতীত অন্য কেউই তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

৩৭. এখানে একটা বিশেষ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যা ইহুদীগণ মুসলমানদের অন্তরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করতো। তাদের আপত্তি ছিলঃ যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলি খোদার তরফ থেকে এসে থাকে আর এ কোরআনও যদি খোদার পক্ষ থেকে হয় তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের কতক নির্দেশের পরিবর্তে কোরআনে অন্যরূপ নির্দেশাবলী কেন দেওয়া হয়েছে?

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ

কি / তোমরা চাও / যে / প্রশ্নকরবে / তোমাদের রসূলকে / যেমন / জিজ্ঞাসিত হয়েছিল / মূসা / ইতিপূর্বে

وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

এবং / যে / পরিবর্তন করল / কুফরীতে / ঈমানের বদলে / নিশ্চয় / সে হারাল / সরল-সোজা / রাস্তাটি

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

কামনা করে / অনেকে / আহলে / কিতাবদের / যদি / তোমাদের ফিরাতে পারত / পরে / তোমাদের ঈমানের

كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا

কুফরীতে / হিংসা বশতঃ / কাছের / তাদের নিজেদের / এর পরও / যা

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

সুস্পষ্ট হয়েছে / তাদের কাছে / প্রকৃত সত্য / অতএব তোমরা মাফকর / ও / উপেক্ষা কর / যথক্ষণ না / (ফয়সালা করে) দেন / আল্লাহ

بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

তাঁর নির্দেশ দিয়ে / নিশ্চয় / আল্লাহ / উপর / সব / কিছুর / ক্ষমতাবান / এবং / তোমরাকায়েম কর / নামাজ

১০৮. তোমার কি তোমাদের নবীর নিকট সে ধরণের দাবী ও প্রশ্ন পেশ করতে চাও, যেমন ইতিপূর্বে মূসার নিকট করা হয়েছে[৩৮]? অথচ যে ব্যক্তিই ঈমানের আদর্শকে কুফরীর আদর্শে পরিবর্তিত করল, সে-ই পথ ভ্রষ্ট হল।

১০৯. 'আহলি-কিতাব' দের মধ্যে অনেক লোকই তোমাদেরকে কোন উপায়ে ঈমানের পথ হতে কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে; কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসামূলক মনোবৃত্তির কারণেই তোমাদের জন্যে তাদের এই মনোবাঞ্ছা। এর উত্তরে তোমরা ক্ষমা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন কর। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, সবকিছুর উপরই আল্লাহর শক্তি কার্যকরী হয়।

১১০. নামায কায়েম কর,

৩৮. ইহুদীগণ খুঁটিনাটি ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কূট আলোচনা-তর্ক তুলে মুসলমানদের সামনে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করতো ও নবী (সঃ)-কে নানা প্রশ্ন করার জন্য তাদেরকে প্ররোচনা দিত; এটা জিজ্ঞেস কর, ওটা জিজ্ঞেস কর, সেটা জিজ্ঞেস কর প্রভৃতি। এ ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা এ ব্যাপারে ইহুদীদের ন্যায় মতি-গতি অবলম্বন করোনা; সে রকম ভাব থেকে বেঁচে থাকো।

وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

ও তোমরা আদায় কর | জাকাত | এবং | যা | তোমরা আগে পাঠাবে | তোমাদের নিজেদের জন্যে | কোন | কল্যাণ | তা তোমরা পাবে

عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾ وَ قَالُوْا

কাছে | আল্লাহর | নিশ্চয় | আল্লাহ | যা | তোমরা আমল করছ | খুব দেখছেন | এবং | তারা বলে

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۭ

কক্ষণ না | প্রবেশ করবে (অন্যকেউ) | জান্নাতে | এছাড়া | যে | হবে | ইহুদী | অথবা | খৃষ্টান

تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

এটা | তাদের আকাংখামাত্র | বল | তোমরা নিয়ে আস | তোমাদের প্রমাণ | যদি | তোমরা হও

صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ

সত্যবাদী | তবে হ্যাঁ | যে | সঁপে দিয়েছে | তার সত্ত্বাকে | আল্লাহর জন্যে | এবং | সে

مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا

সত্য নিষ্ঠও | সেক্ষেত্রে তার জন্য | তার প্রতিফল (রয়েছে) | কাছে | তার রবের | এবং | না (আছে) | কোন ভয় | তাদের জন্যে | আর | না

هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

তারা | চিন্তা করবে

যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের পরকালীন মুক্তির জন্যে যা কিছু কল্যাণ আগে পাঠিয়ে দিবে তা তোমরা আল্লাহরই নিকট মওজুদ পাবে। বস্তুতঃ তোমরা যাই কর না কেন, তা সবই আল্লাহর গোচরীভূত হয়।

১১১. তারা বলে, কোন ব্যক্তিই বেহেশতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না সে ইয়াহুদী কিংবা (খৃষ্টানদের মতে) খৃষ্টান হবে। মূলতঃ এ তাদের মনের কামনা মাত্র। তাদের বল, তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হলে তার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ কর।

১১২. (বস্তুতঃ তোমাদের বা অন্য কারো বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই) বরং সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করেদিবে এবং কার্যতঃ সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করবে, তার খোদার নিকট তার জন্যে প্রতিদান রয়েছে-এবং এ ধরণের লোকদের জন্যে কোন প্রকার ভয় ও আশংকার কারণ নেই।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص

এবং · বলে · ইহুদীরা · নাই · খৃষ্টানরা · উপর · কোনকিছুর (প্রতিষ্ঠিত)

وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ

এবং · বলে · খৃষ্টানরা · নাই · ইহুদীরা · ওপর · কোনকিছুর (প্রতিষ্ঠিত)

وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অথচ- · তারা · তেলাওয়াত করে · কিতাব · এভাবে · (তারাও) বলে · যারা · না · জানে (প্রকৃতসত্য)

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا

মত · তাদের উক্তির · অতএব আল্লাহ · ফয়সালা করবেন · তাদের মাঝে · দিনে · কিয়ামতের · সে বিষয়ে যা

كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ

ছিল · সেব্যাপারে · তারা মতবিরোধ করত · এবং · কে (আছে) · অধিক জালেম · তারচেয়ে যে · বাধাদেয় · মসজিদে

اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ

আল্লাহর · স্মরণ করতে · তারমধ্যে · তাঁর নাম · এবং চেষ্টাকরে · তার ধ্বংসের · ঐসব লোক

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ ط لَهُمْ فِي

নয় · (সংগত) ছিল · তাদের জন্যে · যে · তাতে প্রবেশ করবে · এছাড়া যে · ভীত হয়ে · তাদেরজন্যে রয়েছে · মধ্যে

الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

দুনিয়ার · লাঞ্ছনা · ও · তাদের জন্যে রয়েছে · মধ্যে · আখেরাতের · আযাব · কঠিন

রুকুঃ১৪

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, খৃষ্টানদের নিকট কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে ইয়াহুদীদের নিকট কোন সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব পাঠ' করছে। আর যাদের নিকট কিতাবের কোন জ্ঞান নেই তারাও অনুরূপ দাবী পেশ করে থাকে। তাদের এই যে মতবিরোধ, আল্লাহতা'আলা কিয়ামতের দিনই এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন।

১১৪. যে ব্যক্তি খোদার এবাদতস্থল সমূহে খোদার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়, তার অপেক্ষা যালেম আর কে হতে পারে? এ ধরণের লোক কোন দিক দিয়েই এ এবাদতস্থল সমূহে প্রবেশানুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আর তারা যদি সেখানে একান্তই প্রবেশ করে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতঃ এদের জন্যে পৃথিবীতে চরম লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালে রয়েছে কঠিন ও বিরাট শাস্তি।

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۗ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ

এবং আল্লাহরই জন্যে | পূর্ব | ও | পশ্চিম | অতএব যে দিকেই | মুখ ফিরাও | অতঃপর সেখানেই | দিক

اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ

আল্লাহর | নিশ্চয় | আল্লাহ | সর্বব্যাপী | সবকিছু জানেন | এবং | তারা বলে | গ্রহণ করেছেন | আল্লাহ

وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

সন্তান | তিনি পবিত্র | বরং | (রয়েছে) তাঁরজন্যে | যাকিছু (আছে) | মধ্যে | আসমান সমূহের | ও

الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ

জমীনে | সবকিছুই | তাঁরই কাছে | অনুগত | (তিনি)স্রষ্টা | আসমানসমূহের | ও

الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

পৃথিবীর | এবং | যখন | সিদ্ধান্ত করেন | কোন কাজ (করার) | শুধুমাত্র | বলেন | তাকে | হও

فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا

তখনই হয়ে যায় | এবং | বলে | যারা | না | জানে | কেন | না | আমাদের সাথে কথা বলেন

اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ

আল্লাহ | অথবা | আমাদের দেন (না) | কোন নিদর্শন

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ বিশালতা সম্পন্ন ও সর্বোজ্ঞ।

১১৬. তারা বলে আল্লাহ কাকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ এ কথার পংকিলতা হতে আল্লাহ পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসই খোদার মালিকানার বস্তু, সবই তাঁর আদেশানুগত।

১১৭. তিনিই আসমান-জমীনের স্রষ্টা। তিনি যা কিছুরই সিদ্ধান্ত করেন, তার জন্যে শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

১১৮. অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন কিংবা কোন নির্দশনই বা কেন দেখান না?

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ
এভাবে বলেছিল যারা (ছিল) তাদের পূর্বে অনুরূপ তাদের কথার

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
সদৃশ হয়েছে তাদের অন্তর সমূহ নিশ্চয় বর্ণনাকরেছি আমরা নিদর্শন সমূহ (সেই) লোকদের জন্যে

يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
(যারা) বিশ্বাস করে নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা

وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾ وَ لَنْ
ও সতর্ককারী হিসাবে এবং না তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সম্পর্কে অধিবাসীদের দোজখের এবং কক্ষণ না

تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ
খুশী হবে তোমার থেকে ইহুদীরা আর না খৃষ্টানরা যতক্ষণ না তুমি অনুসরণ করবে

مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ
তাদের দ্বীনের বল নিশ্চয় পথ নির্দেশনা আল্লাহর সেটাই সঠিকপথনির্দেশনা

এ ধরণের কথা এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলত। অতীত ও বর্তমানের সকল পথভ্রষ্টদের মনোবৃত্তি মূলতঃ একই ধরণের।....... বিশ্বাসীদের জন্যে তো আমরা নির্দশনসমূহ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

১১৯. (এ অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে যে) আমরা তোমাকে সত্যজ্ঞানের সাথে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি।[৩৯] ফলতঃ যারা জাহান্নামের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে তাদের জন্যে তুমি দায়ী নও।

১২০. ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যথক্ষণ না তুমি তাদের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করবে। তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে আল্লাহ যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রকৃত পথ তাই।

---

৩৯. অর্থাৎ অন্য নিদর্শনের আবশ্যকতা কি ? সব থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন তো মুহাম্মদের (সঃ) নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের নবুয়্যতপূর্ব অবস্থা, আর যে দেশ ও জাতির মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন ও জীবনের চল্লিশটি বৎসর যাপন করেছেন, তার পর সেই বিরাট মহিমান্বিত কর্ম-কান্ড যা নবুয়্যত-প্রাপ্তির পর তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন– এ সবকিছু এমন এক আলোকোজজ্বল নিদর্শন যারপর অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না।

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

এবং | অবশ্য যদি | তুমি অনুসরণ কর | তাদের খাহেশের | পরেও | যা | এসেছে তোমার কাছে | (সঠিক) জ্ঞান

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾ اَلَّذِيْنَ

না | তোমার জন্যে (পাবে) | হতে | আল্লাহ (বাঁচাতে) | কোন | বন্ধু | আর | না | (কোন)সাহায্যকারী | যারা

اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ

তাদের আমরা দিয়েছি | কিতাব | তা তারা পাঠকরে | যথোপযুক্ত | তার তেলোয়াত | তারাই

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

ঈমান আনে | এর উপর | এবং | যে | তা অস্বীকার করে | ঐসব(লোক)মূলতঃ | তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ ع يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ

ক্ষতিগ্রস্ত | হে বনী | ইসরাইল | তোমরা স্মরণ কর | আমার নেয়ামতের

الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۲﴾

যা | আমি নেয়ামত দিয়েছি | তোমাদের উপর | ও | আমি | তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি | উপর | সারা বিশ্বের

১৫ ع ৭ ১৫

অন্যথায় তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পরও যদি তুমি তাদের লালসা অনুসারে চলতে থাক তবে খোদার আযাব হতে রক্ষা করার মত তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী হবে না।

১২১. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথোপযুক্তভাবে পড়ে, তারা তার প্রতি নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনে[৪০]। তার প্রতি যারা কুফরী করে মূলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রুকুঃ১৫

১২২. হে বনী ইসরাঈলেরা! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আমাদের দেয়া নেয়ামতকে। একথাও স্মরণ কর যে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতি-সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

৪০. এখানে আহলি-কিতাবদের মধ্যকার সৎ ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু তাঁরা সততা, ন্যায়পরতা ও সত্যপ্রিয়তার সংগে খোদার সেই কিতাব যা তাঁদের কাছে পূর্ব থেকে ছিল তা পাঠ করেন এজন্য তাঁরা কোরআন শুনে বা পাঠ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।

১২৩. তোমরা ভয় কর সে দিনটির যখন কেউ কারো একবিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন 'বিনিময়' গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবেনা, আর পাপীরা কোন দিক দিয়েও কিছুমাত্র সাহায্য পাবে না।

১২৪. স্মরণ কর, যখনই ইবরাহীমকে তার খোদা বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে যাচাই করলেন এবং সবগুলি ব্যাপারে সে উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করতে চাই"। ইবরাহীম বলল, "আমার সন্তানদের প্রতিও কি এ ওয়াদা?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমার এই প্রতিশ্রুতি যালেমদের সম্পর্কে নয়"[৪১]।

১২৫. একথাও স্মরণ কর, আমরা এই ঘরকে ("কাবা"কে) জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম

৪১. অর্থাৎ এ প্রতিশ্রুতি তোমাদের বংশের মধ্যকার মাত্র সেই সব ব্যক্তিদের অনুকূলে দেওয়া হয়েছে যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি নয়। এখানে যালেমের অর্থ মাত্র মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়। হক ও সদাকতের– সত্য ও ন্যায়পরতার উপর যুলুমকারীদেরও বোঝানো হচ্ছে।

وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىِٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

(নির্দেশ দিলাম) এবং তোমরা গ্রহণকর মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের জায়গা হিসেবে এবং আমরাতাকিদ করেছিলাম প্রতি ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের (প্রতি) যেন পাক রাখে (উভয়ে) আমার ঘরকে তওয়াফকারীদের জন্যে ও ইতেকাফকারীদের ও রুকূকারীদের সিজদাকারীদের (জন্যে)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۱۲۶﴾

এবং যখন বলেছিল (স্মরণকর) ইবরাহীম হে আমার রব বানাও এই নগরকে নিরাপদ ও রেযেক দাও তার অধিবাসীদের (সব রকমের) ফলমূল যে কেউ ঈমান আনবে তাদের মধ্যে ও আল্লাহরউপর দিনে আখেরাতের আর (আল্লাহ) বললেন যে কেউ কুফরী করবে তাকেও জীবন সামগ্রী দেব কিছুদিন পর্যন্ত এরপর তাকে আমি বাধ্য করব দিকে আযাবের দোযখের এবং (তা) অতিনিকৃষ্ট স্থান

এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে ইবরাহীম যেখানে এবাদতের জন্যে দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাজের জায়গা রূপে গ্রহণ কর। ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদ করে বলেছিলাম যে তাওয়াফ, ই'তেকাফ ও রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে আমার এই ঘরকে পবিত্র করে রাখ।

১২৬. এও স্মরণ কর যে ইবরাহীম দোয়া করেছিল, "হে আমার খোদা! এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে তাদেরকে সব ধরণের ফলের রেযেক দান কর"। উত্তরে তার খোদা বললেন, "আর যে মানবে না, কয়েক দিনের এই জৈব-জীবনের সামগ্রী তাকেও আমি দেব"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব এবং তা নিকৃষ্টতম স্থান।

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

এবং (স্মরণ কর) যখন, উঠায়, ইবরাহীম, প্রাচীর বা ভিত্তি, (কাবা) ঘরের

وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ

ও, ইসমাঈল, (তারা বলেছিল) হে আমাদের রব, কবুল কর, আমাদের থেকে (এ কাজ), তুমি নিশ্চয়

اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

তুমিই, শ্রবণকারী, সবকিছু জ্ঞাত, হে আমাদের রব, এবং, আমাদেরকে বানাও, উভয়কে অনুগত

لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَ اَرِنَا

তোমারই জন্যে, এবং হতেও মধ্যে, আমাদের বংশধরদের, একটি জাতি (বানাও), অনুগত, তোমারই, এবং, আমাদেরকে দেখাও

مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

আমাদের ইবাদতের পন্থা, এবং, ক্ষমাশীল হও, আমাদের উপর, নিশ্চয় তুমি, তুমিই, ক্ষমাশীল, মেহেরবান

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

হে আমাদের রব, এবং, পাঠাও, তাদের মাঝে, একজন রসূল, তাদের মধ্য হতে, সে পাঠ করবে, তাদের কাছে, তোমার আয়াত গুলোকে

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ

এবং, সে তাদের শিখাবে, কিতাব, ও, হিকমত, ও, তাদের পরিশুদ্ধ করবে, তুমি নিশ্চয়, তুমিই

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ

১২৭. স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের প্রাচীর রচনা করতেছিল, তখন উভয়েই দোয়া করতেছিল, "হে আমাদের খোদা! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল কর; তুমি নিশ্চয় সব কিছু শুনতে পাও এবং সবকিছু জান।

১২৮. হে খোদা! আমাদের দুজনকেই তোমার অনুগত বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ হতে এমন একটা জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তুমি তোমার এবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

১২৯. হে খোদা! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয় বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ"।

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ

আর — কে — বিরূপ হবে — হতে — দ্বীন — ইবরাহীমের — এছাড়া — যে

سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ج

নির্বোধ বানিয়েছে — তার নিজকে — এবং — নিশ্চয় — তাকে আমরা বাছাই করেছি — মধ্যে — দুনিয়ার

وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ

এবং — সে নিশ্চয় (হবে) — আখেরাতে — অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই — সৎলোকদের — (সেটিছিলএমনযে) যখন — বলেছিলেন — তাকে

رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ لا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَ وَصّٰى

তার রব — তুমি অনুগত হও — সে বলেছিল — আমি অনুগত হলাম — রবের কাছে — বিশ্বজাহানের — এবং — নির্দেশ দিয়েছিল

بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ط يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى

এ সম্বন্ধে — ইবরাহীম — তারসন্তান দেরকে ও — এবং — ইয়াকুবও — (সে বলেছিল) হে আমার সন্তানরা — নিশ্চয় — আল্লাহ — পছন্দকরেছেন

لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ط ﴿١٣٢﴾

তোমাদের জন্যে — (এই) দ্বীনকে — না অতএব — তোমরা মৃত্যুবরণ করো — এছাড়া — তোমরা যখন — অনুগত হবে

রুকূঃ১৬

১৩০. এবং ইবরাহীমের জীবন-পন্থাকে ঘৃণা করবে কে? বস্তুতঃ যে নিজকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে, সে ছাড়া আর কে এরূপ ধৃষ্টতা করতে পারে? ইবরাহীম আর কেউ নয়, তাকেই আমি পৃথিবীতে কাজ সম্পন্ন করার জন্যে বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং পরকালে সে সৎ লোকদের মধ্যেই গণ্য হবে।

১৩১. তার অবস্থা এ ছিল যে তার খোদা যখন তাকে বললেন, "অবনত ও অনুগত হও"[৪২] তখনি সে বলল, "আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম"।

১৩২. এ পথেই চলার জন্যে সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এ উপদেশ দিয়ে গেছে। সে বলেছিল, "হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা)-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' (অনুগত) হয়েই থাকবে"।

৪২. 'মুসলিম' অর্থ ঃ যে খোদার সামনে আনুগত্যের শির অবনত করে; মাত্র খোদাকেই নিজের মালিক, প্রভু, শাসক, বিধান ও নির্দেশদাতা ও উপাস্য বলে গণ্য ও মান্য করে; যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খোদার কাছে সমর্পণ করে ও খোদার কাছ থেকে আগত হেদায়াত ও নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করে। এই বিশ্বাস, প্রত্যয় ও এই কর্ম-ধারার নাম 'ইসলাম'। আর এটাই হচ্ছে সমস্ত নবীদের দ্বীন-ধর্ম বা জীবন-ধারা– যা সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এসেছে।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ
অথবা (কি) তোমরা ছিলে উপস্থিত যখন উপস্থিত হয়েছিল ইয়াকুবের মৃত্যু যখন সে বলেছিল

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ
তার পুত্রদেরকে কার তোমরা ইবাদত করবে পরে আমার তারা বলেছিল আমরা ইবাদত করব তোমার ইলাহ্‌কে

وَ إِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهٖمَ وَ إِسْمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا
এবং ইলাহ্ তোমার পূর্ব পুরুষের (অর্থাৎ) ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের ও ইসহাকের (ইলাহ্‌কে) (যিনি) ইলাহ্ একই

وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا
আমরা এবং তারই কাছে অনুগত থাকব সেই উম্মত নিশ্চয় অতীত হয়েছে তার জন্যে আছে যা

كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْئَلُونَ عَمَّا
সে অর্জন করেছে আর তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা উপার্জন করেছ এবং না তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্পর্কে যা

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا
তারা কাজ করতেছিল এবং তারা বলে তোমরা হও ইহুদী অথবা খৃষ্টান তোমরা সঠিক পথ পাবে

১৩৩. ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী হতে বিদায় নিচ্ছিল তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিল, "হে পুত্ররা! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমরা সেই এক খোদারই এবাদত করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক খোদারূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুগত হয়ে থাকব"।

১৩৪. তারা ছিল একটি দল, যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্যে; আর তোমরা যা কিছু আর্জন করবে, তার ফল তোমরাই ভোগ করবে। তারা কি করতেছিল তা তোমাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৩৫. ইয়াহুদীরা বলে ইয়াহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টান বলে, খৃষ্টান হও তবেই সত্যের সন্ধান পাবে।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط وَ مَا كَانَ مِنَ

বল | (না তা নয়) বরং | (গ্রহণকর) দ্বীনকে | ইবরাহীমের | একনিষ্ঠভাবে | এবং | না | সেছিল | অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَا

মুশরিকদের | (হে মুসলমান) তোমরাবল | আমরাঈমান এনেছি | আল্লাহরউপর | এবং | যা | নাযিল করা হয়েছে | আমাদের প্রতি | এবং | যা

اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

নাযিল করা হয়েছে | প্রতি | ইবরাহীমের | ও | ইসমাঈলের | ও | ইসহাকের | ও | ইয়াকুবের

وَالْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ

ও (তাদের) বংশধরদের (উপর) | এবং | যা | দেওয়া হয়েছে | মূসাকে | ও | ঈসাকে | এবং | যা | দেওয়া হয়েছে

النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَ

নবীদেরকে | পক্ষহতে | তাদের রবের | না | পার্থক্য আমরা করি | মাঝে | কারো | তাদের মধ্য হতে | এবং

نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ

আমরা | তাঁরই | অনুগত(মুসলিম) হয়েছি | অতএব যদি | তারা ঈমান আনে | অনুরূপ | যেমন | তোমরা ঈমান এনেছ | তার উপর

فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ج

তবে নিশ্চয় | তারা সঠিক পথ পাবে | আর | যদি | তারা মুখ ফিরায় | তবে প্রকৃতপক্ষে | তারা | মধ্যে (লিপ্ত) | বিরোধে

তাদের সকলকেই বলে দাও যে, এর কোন কথাই ঠিক নয়, বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন কর। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬. হে মুসলমানেরা ! তোমরা বল যে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও আমাদের জন্যে সে জীবন-ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি; যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে, তার প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমরা একমাত্র আল্লাহরই অনুগত।

১৩৭. তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে, যেরূপ ঈমান তোমরা এনেছ, তবে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর তা হতে যদি তারা অন্যদিকে মুখ ফিরায় তবে তারা যে কঠিন গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ

তাই তাদের মুকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট | এবং আল্লাহই | তিনি | সবকিছু শ্রবণকারী | সবকিছু জানেন | (গ্রহণকর) রং (অর্থাৎ দ্বীন)

اللّٰهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّ نَحْنُ لَهٗ

আল্লাহর | এবং | কে (আছে) | উত্তম | চেয়ে | আল্লাহর | রঙে | এবং | আমরা | তাঁরই

عٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ

ইবাদতকারী | বল | কি আমাদের সাথে ঝগড়াকরছ | ব্যাপারে | আল্লাহর | অথচ | তিনি | আমাদের রব | ও

رَبُّكُمْ ۚ وَ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ

এবং তোমাদের রব | আমাদের জন্যে | আমাদের কাজ | ও | তোমাদের জন্যে | তোমাদের কাজ | এবং | আমরা | তাঁরই

مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهٖمَ وَ إِسْمٰعِيلَ

একনিষ্ঠ ভাবে (দাসত্ব কারী) | অথবা (কি) | তোমরাবল | নিশ্চয় | ইবরাহীম | ও | ইসমাঈল

وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ

ও | ইসহাক | ও | ইয়াকুব | এবং | (তাদের) বংশধর | ছিল | ইহুদী | অথবা

نَصٰرٰى ط

খৃষ্টান

অতএব তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহতা'আলাই যথেষ্ট, একথা জেনে নিশ্চিত থাক। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।

১৩৮. বল, খোদার রঙ ধারণ কর, তাঁর রঙ হতে আর কার রঙ উৎকৃষ্ট হতে পারে? এবং বল আমরা তারই দাসত্ব করে থাকি।

১৩৯. হে নবী! তাদের বল- তোমরা খোদার সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনিই আমাদেরও খোদা, আর তোমাদেরও খোদা। আমাদের কাজ আমাদের জন্যে, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দাসত্ব করে থাকি।

১৪০. অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খৃষ্টান?

قُلْ	ءَاَنْتُمْ	اَعْلَمُ	اَمِ	اللّٰهُ ط	وَ	مَنْ	اَظْلَمُ	مِمَّنْ
বল	তোমরা কি	বেশীজান	অথবা	আল্লাহ (বেশী জানেন?)	এবং	কে	অধিক যালেম	তারচেয়ে যে

كَتَمَ	شَهَادَةً	عِنْدَهٗ	مِنَ	اللّٰهِ ط	وَ	مَا	اللّٰهُ	بِغَافِلٍ	عَمَّا
গোপন করে	একটি সাক্ষ্য (বা প্রমাণ)	(যা আছে) তার কাছে	পক্ষহতে	আল্লাহর	এবং	না	আল্লাহ	গাফেল	সে সম্পর্কে যা

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾	تِلْكَ	اُمَّةٌ	قَدْ	خَلَتْ ج	لَهَا	مَا	كَسَبَتْ	وَ
তোমরা কাজ করছ	সেই	উম্মত	নিশ্চয়	অতীত হয়েছে তা	তার জন্যে আছে	যা	সে উপার্জন করেছে	এবং

لَكُمْ	مَّا	كَسَبْتُمْ ج	وَ	لَا	تُسْـَٔلُوْنَ	عَمَّا	كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾
তোমাদের জন্যে	যা	তোমরা উপার্জন করেছ	এবং	না	তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে	সে সম্পর্কে যা	তারা কাজ করতোছিল

سَيَقُوْلُ	السُّفَهَآءُ	مِنَ	النَّاسِ	مَا	وَلّٰىهُمْ	عَنْ
বলবে শীগগীর	নির্বোধরা	মধ্যহতে	লোকদের	কিসে	তাদের মুখ ফিরাল	হতে

قِبْلَتِهِمُ	الَّتِىْ	كَانُوْا	عَلَيْهَا ط	قُلْ	لِّلّٰهِ	الْمَشْرِقُ	وَ
তাদের কেবলা	সেই (কেবলাহতে)	তারা ছিল	যার দিকে (মুখ করত)	বল	আল্লাহরই	পূর্ব	ও

الْمَغْرِبُ ط	يَهْدِىْ	مَنْ	يَّشَآءُ	اِلٰى	صِرَاطٍ	مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾
পশ্চিম	তিনি পথ দেখান	যাকে	তিনি চান	দিকে	পথের	সরলসোজা

বল, তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন? যার নিকট খোদার তরফ হতে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন করে তবে তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? জেনে রাখ, তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই গাফেল নন।

১৪১. এরা কিছু সংখ্যক লোক ছিল, তারা আজ অতীত হয়ে গিয়েছে। তাদের অর্জন তাদেরই জন্যে ছিল এবং তোমাদের অর্জন তোমাদের জন্যে। তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমাদের নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না।

রুকূঃ১৭

১৪২. নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলবে, এদের কি হয়েছে, প্রথমে যে কেবলার দিকে মুখ করে এরা নামায পড়ত, তা হতে সহসা কেন ফিরে গেল[৪৩]। হে নবী! এদের বলে দাও–"পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছে করেন সহজ-সঠিক পথ দেখান"।

৪৩. নবী করিম (সঃ) হিজরতের পর পবিত্র মদীনা নগরীতে ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তার পরে পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে।

وَ	كَذٰلِكَ	جَعَلْنٰكُمْ	اُمَّةً	وَّسَطًا	لِّتَكُوْنُوْا	شُهَدَآءَ	عَلَى
এবং	এভাবে	তোমাদের আমরা বানিয়েছি	একটি উম্মত	মধ্যমপন্থী	তোমরা হও যেন	সাক্ষী	উপর

النَّاسِ	وَ	يَكُوْنَ	الرَّسُوْلُ	عَلَيْكُمْ	شَهِيْدًا	وَ	مَا
(দুনিয়ার) লোকদের	ও	হয়	রসূল	তোমাদের উপর	সাক্ষী	এবং	না

جَعَلْنَا	الْقِبْلَةَ	الَّتِىْ	كُنْتَ	عَلَيْهَآ	اِلَّا	لِنَعْلَمَ	مَنْ
আমরা বানিয়ে ছিলাম	কেবলা	সেটাকে	তুমি ছিলে	যার উপর	এছাড়া	আমরা যেন জানতে পারি	কে

يَّتَّبِعُ	الرَّسُوْلَ	مِمَّنْ	يَّنْقَلِبُ	عَلٰى	عَقِبَيْهِ	وَ	اِنْ
অনুসরণ করে	রসূলকে (আর)	কে তাদের মধ্য হতে	ফিরে যায়	উপর	তার দুই গোড়ালির (অর্থাৎ উল্টোদিকে)	এবং	যদিও

كَانَتْ	لَكَبِيْرَةً	اِلَّا	عَلَى	الَّذِيْنَ	هَدَى	اللّٰهُ
তা ছিল (বেনেচলা)	অবশ্যই কঠিন	তবে (নয়কঠিন)	(তাদের) উপর	যাদেরকে	পথ দেখিয়েছেন	আল্লাহ

১৪৩. আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মাৎ বানিয়েছি[৪৪], যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, আর রসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর[৪৫]; পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, তাকে আমরা শুধু এ জন্যে কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম যে, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই আমরা দেখতে ও জানতে চেয়েছিলাম। এ ব্যাপারটি তো বড় কঠিন ছিল, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়াত দানে সুপথগামী করেছেন তাদের পক্ষে এ কিছুমাত্র কঠিন প্রমাণিত হয়নি।

৪৪. "উম্মতে অসাৎ" –মধ্যম-পন্থী বা মধ্যম মর্যাদা-সম্পন্ন জাতি বা দলের অর্থ : এমন একটা সুউচ্চ আদর্শ-ধারী মর্যাদা সম্পন্ন দল যারা ন্যায়পরতা, সুবিচার ও আতিশয্য-মুক্ত মধ্যম পন্থার অনুসারী হবে; দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যমণি বা নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে, সকলের সংগে যাদের সম্বন্ধ হবে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারুরই সংগে অন্যায় ও অনুচিত ব্যবহার তারা করবে না।

৪৫. এর অর্থ পরকালে আমি যখন গোটা মানব জাতির একত্রে হিসাব গ্রহণ করবো, সে সময়ে আমার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে রসূল তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন যে, আমি তাঁকে যে নির্ভুল চিন্তা, সৎকাজ ও ন্যায়-ভিত্তিক ব্যাবস্থাপনার শিক্ষা দান করেছিলাম তা তিনি কিছুমাত্র কম-বেশী না করে পূর্ণ ও সমগ্রভাবে তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন, ও বাস্তবে সেই অনুসারে কাজ করে তোমাদেরকে দেখিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত রূপে তোমাদেরকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ আমার সামনে খাড়া হতে হবে ও তোমাদের এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌছে দিয়েছেন ও কাজ করে যা কিছু দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাছে তা তোমাদের সাধ্যমত পৌছে দিতে ও কাজ করে দেখিয়ে দিতে কোনরূপ অবজ্ঞা-অবহেলা তোমরা করনি।

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করে দিবেন না; নিশ্চিত জেনো যে তিনি লোকদের পক্ষে অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

১৪৪. তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ; এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। এখন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও, অতঃপর তুমি যেখানেই থাকনা কেন, তার দিকেই মুখ করে নামাজ পড়তে থাকবে[৪৬]। আর এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে , তারা ভাল করেই জানে যে, (কেবলা পরিবর্তনের) এ নির্দেশ তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে এবং তা সত্য। এ সত্ত্বেও যা কিছু তারা করছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফেল নন।

৪৬. কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে এই ছিল মূল নির্দেশ । দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল । নবী করিম (সঃ) এক সাহাবীর বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের ওয়াক্তে হুযুর ইমাম রূপে নামায পড়াচ্ছেন। দু'রাকাআত পড়ানো শেষ হয়েছে, অকস্মাৎ তৃতীয় রাকাআতে অহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযিল হয়। আর তখনই তিনি ও তাঁর অনুবর্তী জমা'আতের সকল লোক বায়তুল মোকাদ্দসের দিক থেকে কাবার দিকে মুখ ফেরান। অতঃপর মদিনা ও তার চতুর্দিকে এই কেবলা পরিরবর্তনের ব্যাপক ঘোষণা প্রচার করা হয় । আয়াত শরীফে যে বলা হয়েছে-"আমি বার বার তোমাকে আকাশের দিকে মুখ উত্তোলন করতে দেখতে পাচ্ছি" এবং "আমি সেই কেবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর" -এর দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় যে, কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার পূর্বে থেকেই নবী করিম (সঃ) এর জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا

অবশ্য এবং যদি | তুমি এনেদাও | (তাদেরকে) যাদের | দেওয়া হয়েছে | কিতাব | সব | নির্দশন | (তবুও) | তারা অনুসরণ করবে না

قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم

তোমার কেবলার | এবং | নও | তুমি | অনুসারী | তাদের কেবলার | এবং | নয় | তাদের কেউ

بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن

অনুসারী | কেবলার | কারোর | এবং | অবশ্য যদি | তুমি অনুসরণ কর | তাদের খেয়াল খুশীর

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

এর পরেও | যা | তোমার কাছে এসেছে | (সঠিক) জ্ঞান | নিশ্চয় তুমি | তাহলে | অবশ্য গণ্য হবে | জালেমদের

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ

যারা | তাদেরকে আমরা দিয়েছি | কেতাব | তা তারা চিনে | যেমন | তারা চিনে | তাদের সন্তান দেরকে

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

নিশ্চয় এবং | একদল | তাদেরমধ্যহতে | অবশ্যই | গোপন করে | সত্যকে | যখন | তারা | জানেও

১৪৫. এসব আহলে কিতাবের নিকট তোমরা যে কোন নিদর্শনই নিয়ে এসনা কেন, তোমাদের কেবলার অনুসরণ করতে শুরুকরা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তোমাদের পক্ষেও তাদের কেবলা মেনে নেয়া সম্ভব হতে পারেনা। এদের কোন একটি দলই অপর দলের কেবলার অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের নিকট যে জ্ঞান পৌঁছেছে তার পরও যদি তোমরা তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতরূপে তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্যহবে।

১৪৬. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা সেই (কেবলারূপে নির্দিষ্ট) স্থানকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পারে, যেমন চিনতেপারে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে[৪৭], কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে-বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছে।

৪৭. এটা আরবে প্রচলিত একটি বাগধারা। যে জিনিসকে লোকে নিশ্চিত রূপে জানে এবং সে সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে তবে বলা হয় যে, সে বস্তুকে সে সেই রূপে চেনে যেমন সে নিজের সন্তানকে চেনে। ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমরা একথা ভালভাবেই জানতো যে হযরত ইব্রাহীমই (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন ; কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দস তার ১৩শ' বৎসর পর হযরত সোলাইমান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল- একথা সকলেই জানতো, কারুর কাছে গোপন ছিলনা।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

প্রকৃত সত্য পক্ষহতে তোমার রবের না তাই তোমরা হবে অন্তর্ভুক্ত সন্দেহ পোষণকারীদের

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

এবং প্রত্যেকের জন্যে একটি দিক (আছে) সে মুখ ফিরায় তার দিকে তোমরা তাই প্রতিযোগিতা কর কল্যাণের

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

যেখানেই তোমরা থাক আনবেন তোমাদেরকে আল্লাহ সকলকেই (একসাথে) নিশ্চয় আল্লাহ উপর

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

সব কিছুর ক্ষমতাবান এবং থেকেই যেখান তুমি বের হও তখন ফিরাও তোমার মুখ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا

দিকে মসজিদে হারামের এবং তা নিশ্চয় অবশ্যই সত্য পক্ষ হতে তোমার রবের এবং নন

اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

আল্লাহ গাফেল তাহতে যা তোমরা কাজ করছ এবং যেখান হতেই তুমি বের হও

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তুমি তখন ফিরাও তোমার মুখ দিকে মসজিদে হারামের

১৪৭. এটা নিশ্চিতরূপে একটা সত্য বিষয়- তোমার খোদার তরফ হতে নাযিল হয়েছে। অতএব এ সম্পর্কে তোমরা কখনো কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত হয়োনা।

রুকুঃ১৮

১৪৮. প্রত্যেকের জন্যে একটা দিক রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। কাজেই তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হও। যেখানেই তোমরা থাকবে আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চয় পাবেন, তাঁর শক্তির বাইরে কোন জিনিসই নেই।

১৪৯. তুমি যে স্থান হতে চলনা কেন, সে স্থান হতেই নিজের মুখ (নামাজের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। কেননা ইহাই তোমার খোদার সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ফয়সালা এবং আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মে মোটেই বে-খবর নন।

১৫০. পরন্তু যেখান হতেই তোমাদের যাত্রা হোকনা কেন, সেখানেই নিজেদের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাবে,

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
حَيْثُ مَا	যেখানেই
كُنْتُمْ	তোমরা থাক
فَوَلُّوْا	তোমরা তখন ফিরাবে
وُجُوْهَكُمْ	তোমাদের মুখ
شَطْرَهٗ	তার দিকে
لِئَلَّا	না যেন
يَكُوْنَ	হয়

আরবি	অর্থ
لِلنَّاسِ	লোকদের জন্যে
عَلَيْكُمْ	তোমাদের বিরুদ্ধে
حُجَّةٌ	কোন প্রমাণ
اِلَّا	তবে
الَّذِيْنَ	যারা
ظَلَمُوْا	জুলুম করেছে
مِنْهُمْ	তাদের মধ্যেথেকে (তাদের কথা ভিন্ন)
فَلَا	না তাই

আরবি	অর্থ
تَخْشَوْ	ভয়কর
هُمْ	তাদেরকে
وَ	বরং
اخْشَوْنِيْ	আমাকেই তোমরা ভয়কর
وَ	এবং
لِاُتِمَّ	আমি পূর্ণকরি যেন
نِعْمَتِيْ	আমার নেয়ামত
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
وَ	ও
لَعَلَّكُمْ	আশা করা যায় তোমরা

আরবি	অর্থ
تَهْتَدُوْنَ (১৫০)	সঠিক পথে চলবে
كَمَا	যেমন
اَرْسَلْنَا	আমরা প্রেরণ করেছি
فِيْكُمْ	তোমাদের মধ্যে
رَسُوْلًا	একজন রসূল
مِّنْكُمْ	তোমাদের মধ্যহতে
يَتْلُوْا	সে পাঠকরে

আরবি	অর্থ
عَلَيْكُمْ	তোমাদের কাছে
اٰيٰتِنَا	আমাদের আয়াত সমূহ
وَ	ও
يُزَكِّيْكُمْ	তোমাদেরকে পরিশুদ্ধকরে
وَ	এবং
يُعَلِّمُكُمُ	তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়
الْكِتٰبَ	কিতাব
وَ	ও

আরবি	অর্থ
الْحِكْمَةَ	হিকমত
وَ	আর
يُعَلِّمُكُمْ	তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়
مَّا	যা
لَمْ	না
تَكُوْنُوْا	তোমরা
تَعْلَمُوْنَ (১৫১)	জানতে

যেখানেই তোমরা থাকবে সেদিকেই ফিরে নামাজ পড়। যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা কোন প্রমাণ পেতে না পারে[৪৮]। তবে যারা যালেম, তাদের মুখ যে কখনো বন্ধ হবেনা তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাদের তোমরা ভয় করোনা, বরং আমাকেই ভয় কর। এবং[৪৯] এজন্যে যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিব এবং আশা এই যে, আমার এ নির্দেশ পালন করে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে কল্যাণ লাভ করবে।

১৫১. যেমন (এদিক দিয়ে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে হতে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়; তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষাদেয় এবং যে সব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।

৪৮. অর্থাৎ কারুর পক্ষে যেন একথা বলার সুযোগ না ঘটে যেঃ এরা তো আচ্ছা মু'মিন যারা খোদার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করছে!

৪৯. এ বাক্যাংশের সম্পর্ক হচ্ছে এই কথার সংগেঃ "ওরই দিকে ফিরে নামায পড়ো, যেন তোমার বিরুদ্ধে লোকদের কাছে কোন সনদ ও যুক্তি-প্রমাণ না থাকে"।

ع ۱۸ ۵

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

কাজেই তোমরা স্মরণকর আমাকে স্মরণ করব আমি তোমা দেরকে এবং শোকর কর আমার এবং না তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্যদ্বারা ও নামাজ (দ্বারা) নিশ্চয়

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ

আল্লাহ (আছেন) সাথে সবরকারীদের এবং না তোমরা বলো (তাদেরকে) যারা নিহত হয় পথে

اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

আল্লাহর তারা মৃত বরং তারা জীবিত কিন্তু না তোমরা অনুভব কর এবং তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব আমরা

بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ

কিছু জিনিষ দিয়ে যেমন ভয় ও ক্ষুধা ও ক্ষয়ক্ষতি ধনসম্পদের

وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

ও জীবনের ও ফল ফসলাদির এবং সুসংবাদ দাও (ঐসব) সবরকারীদের

---

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণে রাখ, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব এবং আমার শোকর আদায় কর, (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন কর) আমার নিয়ামতের কুফরী করোনা (আমার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা)।

রুকু:১৯

১৫৩. হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সংগে রয়েছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত; কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।

১৫৫. আমরা নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করে , তাদের সুসংবাদ দাও।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ
যারা | যখন | তাদের উপর এসে পড়ে | কোন মুসিবত | (তখন) তারাবলে | নিশ্চয় আমরা | আল্লাহরই জন্যে | ও | নিশ্চয় আমরা

اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ
তাঁরই দিকে | প্রত্যাবর্তনকারী | ঐসব লোক | তাদের উপর (রয়েছে) | বিপুল অনুগ্রহ | পক্ষহতে | তাদের রবের | এবং

رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾ اِنَّ الصَّفَا
দয়া | এবং | ঐসব লোক | তারাই | সঠিকপথ প্রাপ্ত | নিশ্চয় | সাফা

وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ
ও | মারওয়া | অর্ন্তভুক্ত | নিদর্শন সমূহের | আল্লাহর | কাজেই যে | হজ্জ করবে | (কাবা) ঘরের | বা | ওমরা করবে

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
সেক্ষেত্রে নাই | কোন গুনাহ | তার উপর | দৌড়াতে | তার দুইয়ের (মাঝে) | আর | যে কেউ | স্বেচ্ছায় করে | কোন কল্যাণ

فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾
নিশ্চয় তবে | আল্লাহ | (তার) মূল্যদানকারী | খুব অবহিত

১৫৬. এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে-আমরা আল্লাহরই জন্যে, আল্লাহর নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৫৭. তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের খোদার নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; খোদার রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথগামী।

১৫৮. নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে[৫০], এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তাদের পক্ষে কোন পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার মূল্য দান করবেন।

৫০. যিল-হজ্ব মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলিতে কাবা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্ব' বলা হয়। আর এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'উমরা' বলা হয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ

নিশ্চয় যারা গোপন করে যা আমরা নাযিল করেছি স্পষ্টনির্দেশনাদি ও হেদায়াত

مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَٰبِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

এর পরেও যা তা স্পষ্ট বর্ণনা করেছি আমরা লোকদের জন্যে কিতাবে ঐসবলোক তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহ

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ

ও তাদেরকে লা'নত করে সমস্ত লা'নতকারী ছাড়া (তাদের) যারা তওবা করেছে ও সংশোধিত হয়েছে এবং

بَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

(স্পষ্টভাবে সত্য) বর্ণনা করেছে অতঃপর ঐসবলোক আমি ক্ষমাশীল হব তাদের উপর এবং আমি বড় ক্ষমাশীল মেহেরবান

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও মরে গেছে এঅবস্থায় যে তারা কাফের (ছিল) ঐসবলোক তাদের উপর

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

অভিশাপ আল্লাহর ও ফেরেশতাদের ও মানুষের সকলেরই

১৫৯. যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে নিজ কিতাবে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি, নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাদের উপর লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে;

১৬০. অবশ্য যারা এই অবাঞ্ছিত আচরণ হতে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেব, প্রকৃত পক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।

১৬১. যারা কুফরীর[৫১] আচরণ অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ পড়বে:

৫১. 'কুফর' -শব্দটি 'ঈমান'-এর বিপরীত অর্থবোধক। 'ঈমান' এর অর্থ হচ্ছে- মান্য করা। সত্য বলে গ্রহণ করা, কবুল করা; স্বীকার করা। বিপরীত পক্ষে 'কুফর' এর অর্থ হচ্ছেঃ মান্য না করা, রদ করা অস্বীকার করা। কুরআনের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন রূপ আছেঃ (১) আদৌ খোদাকে না মানা; তাঁর সার্বভৌমত্ব- অর্থাৎ তিনি একমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একথা স্বীকার না করা; আল্লাহকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জগতের

১৬২. এ অভিশাপ অবস্থায়ই তারা সব সময় লিপ্ত হয়ে থাকবে, না তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে আর না তাদেরকে তা হতে মুক্তি লাভের কোন অবসর দেয়া হবে।
১৬৩. তোমাদের খোদা এক ও একক, মেহেরবান ও দয়ালু খোদা ভিন্ন (বিশ্ব ভুবনে) আর কোন খোদা নেই।

মালিক ও উপাস্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করা।(২) আল্লাহকে স্বীকার বা মান্য করেও তাঁর নির্দেশ ও হেদায়াতকে জ্ঞানবিদ্যা ও আইন-কানুনের একমাত্র উৎসরূপে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৩) আল্লাহতা'আলার নির্দেশ মোতাবেক চলা আবশ্যক– একথা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর হেদায়াত ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ যে সব নবীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করেন– তাদেরকে অস্বীকার করা। (৪) পয়গম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করা, নিজের পছন্দ ও সংস্কার অনুসারে নবীগণের মধ্যে কাউকে মান্য করা ও কাউকে অমান্য করা।(৫) নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকায়েদ (প্রত্যয়-বিশ্বাস), আখলাক (নৈতিকতা ; চরিত্র ও ব্যবহার) এবং জীবনের বিধান সম্পর্কে যে শিক্ষা দান করেছেন সেসবকে বা তার মধ্যকার কোন কিছুকে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৬) আদর্শ ও মতবাদ হিসাবে এই সব জিনিসকে স্বীকার করা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে জেনে-শুনে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের অমান্য করতে থাকা এবং এরূপ অমান্য করার ব্যাপারে জিদ করা এবং পার্থিব জীবনে নিজের গতি খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না রেখে নাফরমানির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা।

إِنَّ	فِي	خَلْقِ	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْأَرْضِ	وَ
নিশ্চয়	মধ্যে (আছে)	সৃষ্টিতে	আকাশ মন্ডলীর	ও	পৃথিবীর	ও

اخْتِلَافِ	الَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ	وَ	الْفُلْكِ	الَّتِي	تَجْرِي
পরিবর্তনে	রাতের	ও	দিনের	ও	নৌযান সমূহে	যা	চলে

فِي	الْبَحْرِ	بِمَا	يَنْفَعُ	النَّاسَ	وَ	مَآ	أَنْزَلَ	اللّٰهُ	مِنَ
মধ্যে	সাগরের	যা	উপকার দেয়	লোকদের	এবং	যাকিছু	বর্ষণ করেন	আল্লাহ	থেকে

السَّمَآءِ	مِنْ	مَّآءٍ	فَأَحْيَا	بِهِ	الْأَرْضَ	بَعْدَ	مَوْتِهَا
আকাশ		পানি	এ ভাবে পুনর্জীবিত করেন	তাদিয়ে	যমীনকে	পর	তার মৃত্যুর

وَ	بَثَّ	فِيهَا	مِنْ	كُلِّ	دَآبَّةٍ	وَّ	تَصْرِيفِ	الرِّيٰحِ	وَ
ও	বিস্তার করেন	তার উপরে		সব (ধরণের)	প্রাণী	ও	প্রবাহে	বায়ুর	ও

السَّحَابِ	الْمُسَخَّرِ	بَيْنَ	السَّمَآءِ	وَ	الْأَرْضِ	لَآيٰتٍ
মেঘমালার	(যা) নিয়ন্ত্রিত	মাঝে	আকাশের	ও	যমীনের	অবশ্যই নির্দশনাদি

لِّقَوْمٍ	يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾
লোকদের জন্যে	(যারা) জ্ঞান রাখে

রুকুঃ২০

১৬৪. (এ সত্য অনুধাবন করার অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্যে উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী ও সমুদ্রে ভাসমান চলমান নৌকা সমূহে, উপর হতে বর্ষিত বৃষ্টির ধারায় ও তার সাহায্যে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণশীল সৃষ্টির বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নির্দশন রয়েছে।

وَ	مِنَ	النَّاسِ	مَنْ	يَّتَّخِذُ	مِنْ	دُوْنِ	اللّٰهِ
কিন্তু	মধ্যে	লোকদের (এমনও আছে)	যারা	গ্রহণ করে		ছাড়া	আল্লাহ

اَنْدَادًا	يُّحِبُّوْنَهُمْ	كَحُبِّ	اللّٰهِ ؕ	وَ	الَّذِيْنَ
(অন্যকে) সমতুল্য রূপে	তাদেরকে তারা ভালবাসে	যেমন ভালবাসা	আল্লাহর (প্রতি হওয়া উচিৎ)	অথচ	যারা

اٰمَنُوْٓا	اَشَدُّ	حُبًّا	لِّلّٰهِ ؕ	وَ	لَوْ	يَرَى	الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْٓا	اِذْ	يَرَوْنَ
ঈমান আনে (তাদের রয়েছে)	অধিক	ভাল বাসা	আল্লাহর জন্যে	এবং	যদি (আজ)	(ভেবে) দেখত	যারা	জুলুম করেছে	যখন	তারা দেখবে

الْعَذَابَ ۙ	اَنَّ	الْقُوَّةَ	لِلّٰهِ	جَمِيْعًا ۙ	وَّ	اَنَّ	اللّٰهَ	شَدِيْدُ
আযাব (এবং অনুভব করবে)	যে	শক্তি	আল্লাহরই	সবটুকুই	এবং	এও যে	আল্লাহ	কঠিন

الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾	اِذْ	تَبَرَّاَ	الَّذِيْنَ	اتُّبِعُوْا	مِنَ	الَّذِيْنَ	اتَّبَعُوْا
শাস্তিদানে	যখন	সম্পর্কছিন্ন করবে	(তারা) যাদের	অনুসরণ করাহত (অর্থাৎ নেতারা)	হতে	(তাদের) যারা	অনুসরণ করত (অর্থাৎ অনুসারীদের)

وَ	رَاَوُا	الْعَذَابَ	وَ	تَقَطَّعَتْ	بِهِمُ	الْاَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾
ও	দেখবে	আযাব	এবং	বিচ্ছিন্ন হবে	তাদের সাথে	সকল উপায় উপকরণ

১৬৫. কিন্তু (খোদার একত্ব প্রমাণকারী এসব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নির্দশনসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি)কে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্য রূপে গ্রহণ করে এবং তারা ঠিক এরূপ ভালবাসে, যেরূপ ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। কঠিন শাস্তিকে সম্মুখে দেখে যা কিছু অনুধাবন করবে, এ যালেমরা তা যদি আজই অনুভব করতে পারত যে, সমগ্র শক্তি ও সকল প্রকার ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ব এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর, তবে কতইনা ভাল হত।

১৬৬. আল্লাহ যখন শাস্তি দিবেন তখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে যে, দুনিয়াতে যে সব নেতা ও প্রধান ব্যক্তির অনুসরণ করা হত তারা নিজ নিজ অনুসরণকারীদের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপাদানের সম্পর্ক ও কার্যকারণ-ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৬৭. আর দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করত তারা বলবেঃ হায় আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা প্রকাশ করছে আমরাও তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকল কাজ যা কিছু তারা দুনিয়াতে করছে তাদের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের গর্ত হতে বের হবার কোন পথই তারা খুঁজে পাবে না।

রুকূঃ২১

১৬৮. হে মানুষ, জমীনে যে সব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে, তা খাও এবং শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তোমাদেরকে পাপ কাজ ও অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ যে সব কথা বলেছেন বলে তোমরা জান-না তা আল্লাহর নামে বলে বেড়াতে শিখায়।

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ
এবং যখন বলা হয় তাদেরকে তোমরা অনুসরণ কর যা নাযিল করেছেন

اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
আল্লাহ তারা বলে বরং আমরা অনুসরণ করব তা আমরা পেয়েছি যার উপর আমাদের বাপ দাদাদেরকে

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
যদিও কি ছিল বাপদাদারা তাদের (এমন যে) না তারা বুঝতো কিছুই

وَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
এবং না তারা সঠিক পথে চলত এবং দৃষ্টান্ত (তাদের) যারা অস্বীকার করেছে এরূপ

الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً صُمٌّ
(এক রাখাল) যে চিৎকার করে ডাকে ঐ বিষয় যা না শুনে (তার পশু) এ ছাড়া ডাক ও আওয়াজ বধির

بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾
বোবা অন্ধ তারা তাই (কোন কথাই) না বুঝতে পারে

---

১৭০. তাদেরকে যখনি আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয়, তখনি তারা উত্তরে বলেঃ আমরাতো সে পথেরই অনুসরণ করব আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথের অনুসারী পেয়েছি। তাদের বাপ-দাদারা যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ না-ও করে থাকে ও সঠিক পথে না-ও চলে থাকে তবুও কি এরা তাদের (বাপ-দাদাদের)-ই অনুসরণ করতে থাকবে?

১৭১. এ সব লোক যারা খোদার নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা ঠিক এরূপঃ রাখাল জন্তুগুলিকে ডাকে, কিন্তু উহারা এই ডাকের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ; এ জন্যে কোন কথা তারা বুঝতে পারে না।

১৭২. হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি প্রকৃতই একমাত্র খোদার বান্দা হয়ে থাক, তবে যে সব পবিত্র দ্রব্যাদি আমি তোমাদের দান করেছি তা অসংকোচে খাও ও আল্লাহর শোকর আদায় কর।

১৭৩. এ ব্যাপারে খোদার তরফ হতে শুধু এটুকু নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা মৃতদেহ খাবে না, রক্ত ও শুকরের মাংস হতে বিরত থাকবে এবং এমন কোন জিনিস খাবে না যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি কঠিন ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায় এবং সে যদি তা হতে কোন জিনিস খায়, কিন্তু আইন ভঙ্গ করার যদি তার ইচ্ছে না থাকে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লংঘন না করে, তবে এতে তার কোনই পাপ হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রকারী[৫২]।

৫২. এই আয়াত শরীফে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) জিনিসের ব্যবহারের অনুমতির জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছেঃ (১) যথার্থ মজবুরী অর্থাৎ নিরূপায় অবস্থা। যথাঃ ক্ষুধা বা পিপাসায় জীবন-সংকট অবস্থা; বা রোগ ও অসুস্থতার কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া ও সেই অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিস পাওয়া না যাওয়া। (২)আল্লাহতা'আলার কানুন ভঙ্গ করার কোন ইচ্ছা অন্তরে স্থান না পাওয়া। (৩) আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করা যথাঃ হারাম জিনিসের কয়েক গ্রাস বা কয়েক টুকরা বা কয়েক ঢোক দ্বারা যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে পরিমান অপেক্ষা অধিক ব্যবহার না করা।

১৭৪. বস্তুতঃ যারা খোদার দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১৭৫. এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। এদের সাহস খুবই বিস্ময়কর, এ জন্যে যে এরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

১৭৬. এ সব কিছু শুধু এজন্যেই হতে পেরেছে যে আল্লাহ তো পূর্ণ সত্যের অনুসারে ঠিকভাবে কিতাব নাজিল করেছেন; কিন্তু কিতাবে যারা মতবৈষম্য আবিষ্কার করেছে তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হতে বহুদূরে সরে গিয়েছে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
নাই পূণ্য যে তোমরাও ফিরাও তোমাদের মুখ দিকে পূর্ব অথবা

الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ
পশ্চিমে কিন্তু পূণ্য (হল) যে কেউ ঈমান আনল আল্লাহরপ্রতি ও দিনের আখেরাতের

وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى
ও ফেরেশতাদের ও কিতাবের ও নবীদের (প্রতি) এবং দান করল মাল কারণে

حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ
তাঁরই মহব্বতের আত্মীয়স্বজনদেরকে ও ইয়াতিমদেরকে ও মিসকিনদেরকে ও

ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ
পথিকদেরকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং জন্যে দাসমুক্তির এবং প্রতিষ্ঠা করে নামাজ

وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ
ও আদাই করে যাকাত এবং পূর্ণকারী ওয়াদা তাদের যখন ওয়াদাকরে তারা।

وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ
এবং সবরকারী অর্থসংকটে ও রোগ ব্যাধিতে ও সময়ে সংগ্রাম সংকটে;

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾
তারা ঐসব লোক যারা সত্যবাদী (ঈমানের দাবীতে) এবং ঐসব লোক তারাই মুত্তাকী

রুকূঃ২২

১৭৭. তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা কোন প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফিরেশতাকে এবং খোদার অবতীর্ণ কিতাব ও তাঁর নবীদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে; আর খোদার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্যে, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্যে ব্যয় করবে; এতদ্ব্যতীত নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। প্রকৃত পূণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে; দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুতঃ এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এরাই মুত্তাকী।

يٰٓاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	كُتِبَ	عَلَيْكُمُ	الْقِصَاصُ	فِى
ওহে	যারা	ঈমান এনেছো	ফরজ করা হয়েছে	তোমাদের উপর	কিসাস	ক্ষেত্রে

الْقَتْلٰى ط	اَلْحُرُّ	بِالْحُرِّ	وَ	الْعَبْدُ	بِالْعَبْدِ	وَ	الْاُنْثٰى
(অন্যায়) হত্যার	স্বাধীন ব্যক্তি	স্বাধীন ব্যক্তির বদলে	ও	ক্রীতদাস	ক্রীতদাসের বদলে	এবং	মহিলা

بِالْاُنْثٰى ط	فَمَنْ	عُفِىَ	لَهٗ	مِنْ	اَخِيْهِ	شَىْءٌ	فَاتِّبَاعٌ
মহিলার বদলে	অতঃপর তার (ক্ষেত্রে)	মাফ করা হবে	যাকে	পক্ষ হতে	তার ভাইর	কোন কিছু	তখন অনুসরণ করা

بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	اَدَآءٌ	اِلَيْهِ	بِاِحْسَانٍ ط	ذٰلِكَ	تَخْفِيْفٌ
প্রচলিত পন্থার	এবং	(রক্তপণ) আদায় করা	তাকে	নিষ্ঠার সাথে (অপরিহার্য হবে)	এটা	লাঘব

مِّنْ	رَّبِّكُمْ	وَ	رَحْمَةٌ ط	فَمَنِ	اعْتَدٰى	بَعْدَ	ذٰلِكَ
পক্ষ থেকে	তোমাদের রবের র	এবং	রহমত	যে অতঃপর	সীমালংঘন করবে	পর	এর

فَلَهٗ	عَذَابٌ	اَلِيْمٌ ۝١٧٨
আছে তখন তার জন্যে	শাস্তি	অতি কষ্টদায়ক

১৭৮. হে ঈমানদারেরা, তোমাদের জন্যে নরহত্যার ব্যাপারে 'কেসাস' এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে, মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই 'কেসাস' নেয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোন নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে 'কেসাস' নেয়া হবে, অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তবে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য[৫৩]। এটা তোমাদের খোদার তরফ হতে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহমাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি[৫৪] করবে তার জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৫৩. এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইসলামী দণ্ড-বিধিতে হত্যাপরাধের দণ্ডও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ক্ষমাযোগ্য। হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের আছে। সুতরাং সে অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণ হরণেরই উপর জিদ করা আদালতের পক্ষে বৈধ নয়। ক্ষমার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে অবশ্য রক্তপণ (দণ্ডের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ) আদায় করতে হবে।

৫৪. 'বাড়াবাড়ি করে' যথা- নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও আবার প্রতিশোধ গ্রহনের চেষ্টা করে। অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করতে টাল-বাহানা করে ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করেছে সে তার প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে।

১৭৯. বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন হে মানুষ, 'কিসাসে'ই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, আশা করা যাচ্ছে যে তোমরা এ আইন লংঘন হতে বিরত থাকবে।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে[৫৫]। মুত্তাকী লোকদের উপর এটা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ।

১৮১. যারা অসীয়াত শুনতে পেল এবং পরে তাকে পরিবর্তন করে ফেলল, তবে এই পরিবর্তন কারীদের উপরই এর সব পাপ বর্তিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৫৫. উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য যখন কোন কানুন নির্দিষ্ট হয়নি সে সময়, অন্তিম নির্দেশ দ্বারা নিজ উত্তরাধিকারীদের জন্য অংশ নির্দেশ করে দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে তার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হতে পারে এবং কোন হকদারের হক না মারা যায়। পরবর্তী কালে যখন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-বিধান দান করলেন (সূরা নিসাতে পরে উল্লেখিত আছে) তখন নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে এ নীতি নির্দিষ্ট করে দিলেন যেঃ উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহতা'আলা যে অংশ নির্দেশ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে অসীয়ত দ্বারা কোন কম-বেশী করা যাবে না; এবং যারা উত্তরাধীকারী নয় এমন ব্যক্তিদের অনুকূলে সমগ্র সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী অসীয়ত করা চলবে না; এবং মুসলিম ও কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ
যে তবে | ভয় করে | হতে | ওসীয়তকারী | পক্ষপাতিত্বের | বা | অন্যায়ের | তবে কেউ মীমাংসা করে দেবে

بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾ ع
তাদের মাঝে | সে ক্ষেত্রে নাই | কোন গোনাহ | তার উপর | নিশ্চয় | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
ওহে | যারা | ঈমান এনেছে | ফরজ করা হয়েছে | তোমাদের উপর | রোযা | যেমন

كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾
ফরজ করা হয়েছিল | উপর | (তাদের) যারা | তোমাদের পূর্বে (ছিলো) | আশাকরা যায় | তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ
দিনগুলোতে | নির্দিষ্ট সংখ্যক | যে অতঃপর | হবে | তোমাদের মধ্যে | অসুস্থ | অথবা

عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ
সফরে | সংখ্যা তখন (পূরণ করবে) | দিনগুলোতে | অন্যান্য | এবং | উপর | (তাদের) যারা

يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ
তার সামর্থ রাখে (কিন্তু রাখবে না) | বিনিময় দিবে | খাদ্য দান করে | এক মিসকিনের

১৮২. অবশ্য কারো যদি এ আশংকা হয় যে, অসীয়াতকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে অবিচার করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে, তখন যদি সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মাঝে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনই দোষ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

রুকুঃ২৩

১৮৩. হে ঈমানদারেরা, তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল; ফলে আশাকরা যায় যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুন ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।

১৮৪. ইহা কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা ভ্রমন কার্যে লিপ্ত থাকলে অন্য সময় এই দিনগুলির রোযা পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও (না রাখবে)তারা যেন 'ফেদিয়া' (বিনিময়) দানকরে। এক রোযার 'ফেদিয়া' (বিনিময়) হচ্ছে একজন দরিদ্রকে খাদ্যদান করা।

আর যদি কেউ নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহে অতিরিক্ত কোন কল্যাণের কাজ করতে চায় তবে তা করা তারই পক্ষে মঙ্গলকর হবে; কিন্তু তোমরা যদি বুঝতে পার তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে মঙ্গলময় হবে[৫৬]।

১৮৫. রমযানের মাস ইহাতেই কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছেঃ তা গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্যপথ প্রদর্শণ করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিস্কাররূপে তুলে ধরে। কাজেই আজহতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে এ পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমনকার্যে নিরত থাকে তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

৫৬. ইসলামের অধিকাংশ নির্দেশ ও বিধানের ন্যায় রোযাও ক্রমিক নিয়মে ফরয (অবশ্যপাল্য) করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) শুরুতে মুসলমানদের প্রত্যেক মাসে মাত্র তিনটি রোযা পালনের হেদায়াত (উপদেশ) দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন এ রোযা ফরয ছিল না। তার পর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে রোযা রাখার এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ নির্দেশের মধ্যেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবে না, প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে তারা একজন মিসকিন (দরিদ্র)কে খাদ্য দান করবে। এর পরে দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হয় যা পরে উল্লেখিত হয়েছে।

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনরূপ কঠোরতা আরোপ বা কঠিন কাজের ভার দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এ পন্থা বলাহচ্ছে এজন্যে যে, তোমরা রোযার সংখ্যা পুরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন, সে জন্য যেন তোমরা খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পার এবং খোদার কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৮৬. হে নবী আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কজেই আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য; এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়ত তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে।

১৮৭. রোযার সময় রাতের বেলা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগমকরা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ
তারা পোশাক তোমাদের জন্যে ও তোমরা পোশাক তাদের জন্যে জেনেছেন আল্লাহ

اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ
তোমরা যে খিয়ানত করতেছিলে তাই তোমাদের নিজেদের (সাথে) ক্ষমাশীল হলেন তোমাদের উপর এবং ক্ষমা করলেন তোমাদেরকে

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَ كُلُوْا
অতএব এখন তাদের সাথে তোমরা সহবাস কর এবং তোমরা সন্ধান কর যা লিখে দিয়েছেন আল্লাহ তোমাদের জন্যে ও তোমরা খাও

وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
ও তোমরা পান কর যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়ে যায় তোমাদের জন্যে রেখা সাদা (অর্থাৎ সুবেহ সাদেক) হতে

الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى
রেখা কাল (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার) ফজরে এরপর তোমরা পূর্ণ কর রোযা পর্যন্ত

الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى
রাত্র (অর্থাৎ সূর্যাস্ত) এবং না তোমরা সহবাস কর তাদের সাথে যখন তোমরা এতেকাফে থাক মধ্যে

الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ
মসজিদের এই সীমাসমূহ আল্লাহর না তাই তার নিকটে যাবে তোমরা এভাবে

يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾
স্পষ্ট বর্ণনা করেন আল্লাহ তার নিদর্শনগুলো লোকদের জন্যে আশা করা যায় তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে

তারা তোমাদের পক্ষে পরিচ্ছদ স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা গোপনে গোপনে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছ; কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ 'মাফ' করে দিয়েছেন ও তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্যে জায়েজ করে দিয়েছেন, তার আস্বাদন কর; আর রাত্রিবেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সামনে রাতের বুক হতে প্রভাতের সাদা আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন এসব কাজ পারিত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে নাও। আর তোমরা যখন মসজিদে 'এ'তেকাফে' লিপ্ত থাকবে তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবেনা। জেনে রাখ, এটা খোদার নির্ধারিত সীমা, তার নিকটেও যেওনা। এভাবে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় আদেশ লোকদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। ফলে তারা ভুল আচারণ হতে দূরে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১৮৮. এবং তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করোনা, আর শাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ করোনা যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন এক অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে[৫৭]।

রুকুঃ২৪

১৮৯. লোকেরা তোমার নিকট চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, তা জনগনের সময়-তারিখ নির্ধারণের ও হজ্জের নিদর্শন স্বরূপ। তারা এ কথাও বলে যে, তোমাদের ঘরের পশ্চাদ্দিক হতে প্রবেশ কর–এটা কোন পূণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত নেকীর কাজ হচ্ছে খোদার অসন্তোষ হতে দূরে সরে থাকা।

৫৭. এই আয়াতের একটি অর্থ হচ্ছেঃ শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অবৈধ স্বার্থ লাভের চেষ্টা করোনা। এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ তোমরা নিজেরাই যখন জানো যে এ অপরের সম্পদ তখন তার কাছে তার নিজ মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার সুযোগে, বা কোন কলা-কৌশলে তোমরা সে সম্পদ হস্তগত করতে পারো, মাত্র এই কারণে আদালতে সে সম্পর্কে মকদ্দমা নিয়ে যেওনা। কেননা হতে পারে মকদ্দমার রুয়দাদ অনুযায়ী বিচারক ঐ সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেবে ; কিন্তু তাতে সে সম্পদ তোমার পক্ষে বৈধ হবে না।

وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَاص وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

তোমরা এবং আস | ঘরগুলোতে | দিয়ে | তার সম্মুখ দরজাগুলো | এবং | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | আশা করা যায় | তোমরা সফল হবে

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا

এবং | তোমরা যুদ্ধ কর | পথে | আল্লাহর | (তাদের সাথে) যারা | তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। | কিন্তু | না

تَعْتَدُوْاط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَ اقْتُلُوْهُمْ

তোমরা সীমালংঘন করো | নিশ্চয় | আল্লাহ | না | ভালবাসেন | সীমালংঘনকারীদেরকে | এবং | হত্যা করো | তাদেরকে

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

যেখানেই | তাদেরকে তোমরা নাগালপাও | ও | বহিষ্কার কর | তাদেরকে | থেকে | যেখান | বহিস্কৃত করেছে তারা | তোমাদের

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج

এবং | ফিতনা | গুরুতর | চেয়ে | হত্যার

অতএব তোমরা নিজেদের ঘরে সম্মুখ-দুয়ার দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। অবশ্য সেই সাথে খোদাকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে[৫৮]।

১৯০. তোমরা খোদার পথে তাদের সাথে লড়াই কর, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করো না, কেননা আল্লাহ সীমা লংঘণকারীদের পছন্দ করেন না।

১৯১. তাদের সাথে লড়াই কর, যেখানে তাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়; এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে। এ জন্যে যে, নরহত্যা যদিও একটা অন্যায় কাজ, কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা আপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়[৫৯]।

---

৫৮. আরবে প্রচলিত অসংখ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন রসম-রেওয়াজের মধ্যে এ প্রথাও ছিল যে, তারা হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধলে আর নিজেদের ঘরে নির্দিষ্ট দ্বারপথ দিয়ে প্রবেশ করতো না; বরং পিছন দিক দিয়ে দেওয়াল টপকিয়ে বা খিড়কীতে দেওয়ালের মধ্যে পথ বানিয়ে প্রবেশ করতো। শুধু তাই নয়, এ ছাড়া সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেও তারা নিজেদের ঘরের পিছন দিকের পথ দিয়েই প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াতে এরূপ প্রথার কেবল প্রতিবাদই করা হয়নি, বরং সকল রকমের কুসংস্কারের উপর এই বলে আঘাত হানা হয়েছে যে, এই সমস্ত রসম ও প্রথার মধ্যে কোন পূণ্য নেই । আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর নির্দেশ অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত পুণ্য।

৫৯. এখান 'ফেতনা' -এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করার কারণেই মাত্র কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি অত্যাচার করা।

আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবেনা, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করোনা। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসংকোচে তাদেরকে হত্যা কর। কেননা এধরনের কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি।

১৯২. তবে পরে যদি বিরত হয়, তবে এ-কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাগ্রহণকারী ও অনুগ্রহশীল।

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্ত ভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র খোদার জন্যেই নির্দিষ্ট হয়। তার পরে যদি তারা বিরত হয়, তবে বুঝে নাও যে, কেবল মাত্র যালেমদের ছাড়া আর কারো উপর হস্ত প্রসারিত করা সংগত নয়।

১৯৪. হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত 'হুরমাত'ই তুল্যভাবে মানতে হবে[৬০]।

৬০. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর সময় থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যিলক্বদ, যিল-হজ্জ ও মহরম এই তিন মাস 'হজ্বের' জন্য ও রজব মাস 'উমরার' জন্য নির্দিষ্ট ছিল । এই চার মাসে যুদ্ধ-লড়াই, নরহত্যা, লুঠতরাজ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; কাবার যিয়ারৎকারীগণ যেন শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে খোদার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে ও যিয়ারত শেষে নিজেদের ঘরে নিরাপত্তাসহ ফিরে যেতে পারে। এই নিয়মের ভিত্তিতে এই মাস চারটিকে 'হারাম' মাস নামে অভিহিত করা হতো।

কাজেই যে তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর হস্ত প্রসারিত করবে; অবশ্য খোদাকে ভয় করতে থাক এবং এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সংগেই রয়েছেন, যারা তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন হতে দূরে সরে থাকে।

১৯৫. খোদার পথে সম্পদ ব্যয়কর এবং নিজদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না; ইহসানের পথ অবলম্বন কর, কেননা আল্লাহ মুহসিনদেরকেই পছন্দ করে থাকেন।

১৯৬. খোদার সন্তোষ বিধানের জন্যে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে, আর কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তবে যে কোরবাণীই সম্ভব তাই খোদার উদ্দেশ্যে পেশ[৬১] করে দাও এবং নিজের মাথা মুড়িওনা, যতক্ষণ না কোরবাণী তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়।

৬১. অর্থাৎ যদি পথে এমন কোন কারণ ঘটে যার জন্য আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয়, এবং নিরূপায় হয়ে থেমে যেতে হয়; তবে উট, গরু, ছাগল- যে জন্তুই পাওয়া যায় খোদার নামে তা কোরবানী করা।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ

যে অতঃপর | হয় | তোমাদের মধ্যে | পীড়িত | বা | তার আছে | অসুখ | তার মাথায়

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ

তবে | ফিদয়া (দিবে) | একটি রোযা | বা | সদকা | বা | (কোরবানী (দ্বারা) | অতঃপর যখন

اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

তোমরা নিরাপদ হও | যে তখন | ফায়দা নিতে চায় | ওমরাহর | পর্যন্ত | হজ্জ | যা তবে | সহজ লভ্য হবে

مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

কোরবানী (দেবে) | যে কিন্তু | না | পায় | তাহলে | রোযা রাখবে | তিন | দিনের | মধ্যে | হজ্জের

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ

ও | সাত (দিন) | যখন | তোমরা ফিরবে | এই | দশ (দিন) | পূর্ণ (রোযা রাখবে) | এটা | যার তার জন্যে

لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا

না | হয় | তার পরিজনবর্গ | বাসিন্দা | মসজিদে | হারামের | এবং | তোমরা ভয় কর

اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

আল্লাহকে | এবং | তোমরা জেনে রাখ | যে | আল্লাহ | কঠোর | (মন্দ কাজে) শাস্তিদানে

কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন হবে, অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে এবং এ কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে, 'ফেদিয়া' হিসেবে রোযা রাখা, অথবা সাদকা দেয়া কিংবা কোরবাণী[৬২] করা তার কর্তব্য। অতঃপর যদি শান্তি স্থাপিত ও নিরাপত্তা লাভ[৬৩] হয় (এবং তোমরা হজ্জের পূর্বেই মক্কায় পৌঁছে যাও) তবে তোমাদের যে-ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কোরবাণী দেয়, আর কোরবাণী দেয়া সম্ভব না হলে সে তিনটি রোজা হজ্জের সময়ে আর সাতটি ঘরে ফিরে-এই মোট দশটি রোযা রাখবে। এ সুবিধাটুকু তাদের জন্যে দেয়া হচ্ছে, যাদের ঘরবাড়ী মসজিদে-হারামের নিকটে নয়। খোদার এই আদেশসমূহের বিরুদ্ধতা হতে দূরে থাক এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

৬২. হাদিস দৃষ্টে জানা যায়, নবী করীম (সঃ) এই অবস্থায় তিনদিন রোযা রাখার, অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা কমপক্ষে অন্ততঃ একটি ছাগল যবেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৩. অর্থাৎ যদি সেই কারণ দূর হয়ে যায়, যার জন্য তোমাদের পথিমধ্যে থেমে যেতে হয়েছিল।

اَلْحَجُّ	اَشْهُرٌ	مَّعْلُوْمٰتٌ ج	فَمَنْ	فَرَضَ	فِيْهِنَّ	الْحَجَّ	فَلَا
হজ্জের	মাসগুলো	সুবিদিত	তাই যে কেউ	নিয়ত করল	তার মধ্যে	হজ্জ করার	না তখন

رَفَثَ	وَ لَا	فُسُوْقَ ۙ	وَ لَا	جِدَالَ	فِي	الْحَجِّ ط	وَ	مَا	تَفْعَلُوْا
যৌন সম্ভোগ করবে (হজ্জের সময়)	না এবং	অন্যায় আচরণ করবে	না এবং	কলহ-বিবাদ করবে	মধ্যে	হজ্জের	এবং	যা	তোমরা কর

مِنْ	خَيْرٍ	يَّعْلَمْهُ	اللّٰهُ ط	وَ	تَزَوَّدُوْا	فَاِنَّ	خَيْرَ	الزَّادِ
	কল্যাণ	তা জানেন	আল্লাহ	এবং	তোমরা পাথেয় সাথে নাও।	নিশ্চয় তবে	উত্তম	পাথেয় (হল)

التَّقْوٰى ز	وَ	اتَّقُوْنِ	يٰۤاُولِي	الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾	لَيْسَ	عَلَيْكُمْ
তাকওয়া	এবং	আমাকে তোমরা ভয় কর	হে	বুদ্ধিমান লোকেরা	নাই	তোমাদের উপর

جُنَاحٌ	اَنْ	تَبْتَغُوْا	فَضْلًا	مِّنْ	رَّبِّكُمْ ط	فَاِذَآ	اَفَضْتُمْ
কোন গুনাহ	যে	তোমরা সন্ধান করবে	অনুগ্রহ		তোমাদের রবের	অতঃপর যখন	তোমরা প্রত্যাবর্তন কর

مِّنْ	عَرَفٰتٍ	فَاذْكُرُوا	اللّٰهَ	عِنْدَ	الْمَشْعَرِ	الْحَرَامِ
থেকে	আরাফাত	তোমরা স্মরণ কর	আল্লাহকে	কাছে	মাশআরিল	হারামের (মুজাদালেফায়)

রুকূঃ২৫

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ সকলেই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোন জেনা-ব্যাভিচার, কোনরকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। আর নেক কাজ যা কিছুই তোমরা করবে, খোদা সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত হবেন। হজ্জের সফরের জন্যে পাথেয় সংগে নিয়ে যাবে, আর পরহেজগারীই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমান লোকেরা, আমার নাফরমানী হতে বিরত থাক।

১৯৮. আর হজ্জের সংগে সংগে তোমরা যদি তোমাদের খোদার অনুগ্রহও সন্ধান করতে থাক, তবে তাতে কোন দোষ নেই[৬৪]। তারপর যখন আরাফাতের ময়দান হতে রওনা হবে, তখন 'মাশয়ারে হারাম' (মুযদালফা)-এর নিকট থেকে খোদাকে স্মরণ কর,

৬৪. নিজ প্রতিপালকের ফযল (অনুগ্রহ) অন্বেষণ করার অর্থ হজ্বের সময়ের মধ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করা।

তেমনিভাবে স্মরণ করবে যেমন করার জন্যে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় এর পূর্বে তো তোমারা পথভ্রষ্ট ছিলে।

১৯৯. অতঃপর যেখান হতে সবলোক প্রত্যাবর্তন করে সেখান হতে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর [৬৫]; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

২০০. এভাবে হজ্জের সমস্ত রুকন যখন আদায় করবে তখন পূর্বে যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতেছিলে এখন সেভাবেই- বরং তাহতেও অনেক বেশী খোদার স্মরণ কর (অবশ্য খোদাকে স্মরণকারী লোকদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে); তাদের কেউ এমন আছে, যে বলেঃ হে আমাদের খোদা, এ দুনিয়ায়ই আমাদের সব কিছু দান কর। বস্তুতঃ এরূপ লোকদের জন্যে পরকালে কোন অংশই প্রাপ্য হতে পারে না।

---

৬৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমুসসালামের) কাল থেকে আরব দেশে সাধারণ পরিচিতি ও প্রচলিত হজ্ব-পদ্ধতি ছিলঃ লোকেরা এই যিলহজ্বে মিনা থেকে আরাফাতে গমন করতো, এবং রাত্রে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো । কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে কোরায়েশদের ব্রাহ্মণ্য প্রভূত্ব ও প্রাধান্য কায়েম হয়ে গেলো তখন তারা বললোঃ আমরা হলাম হারাম শরীফের অধিবাসী। সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিলে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়া আমাদের পক্ষে মর্যাদা-হানিকর । সুতরাং তারা নিজেদের জন্য বিশেষ মর্যাদা-সূচক ও বৈশিষ্ট্যমূলক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে তারা মুযদালফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো ও সাধারণ লোকদেরকে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ত্যাগ করতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই আভিজাত্য-গৌরব ও অহংকারের বুত'কে চূর্ণ করা হয়েছে।

وَ	مِنْهُمْ	مَّنْ	يَّقُوْلُ	رَبَّنَآ	اٰتِنَا	فِي الدُّنْيَا
এবং	তাদের মধ্যে (এমনও আছে)	যারা	বলে	হে আমাদের রব	আমাদের দাও	(এই) দুনিয়ায়

حَسَنَةً	وَّ	فِي	الْاٰخِرَةِ	حَسَنَةً	وَّ	قِنَا	عَذَابَ
কল্যাণ	ও		আখেরাতেও	কল্যাণ	এবং	আমাদের বাঁচাও	শাস্তি (হতে)

النَّارِ ﴿٢٠١﴾	اُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	نَصِيْبٌ	مِّمَّا	كَسَبُوْا ط
দোজখের আগুনের	ঐসব লোক	তাদের জন্যে রয়েছে	অংশ (উভয় স্থানে)	তা থেকে যা	তারা অর্জন করেছে।

وَ	اللّٰهُ	سَرِيْعُ	الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾	وَ	اذْكُرُوا	اللّٰهَ	فِيْٓ	اَيَّامٍ
আর	আল্লাহ	দ্রুত	হিসাব নিতে	এবং	তোমরা স্মরণ কর	আল্লাহকে		দিনগুলোতে

مَّعْدُوْدٰتٍ ط	فَمَنْ	تَعَجَّلَ	فِيْ	يَوْمَيْنِ	فَلَآ	اِثْمَ
নির্দিষ্ট সংখ্যক	যে অতঃপর	তাড়াতাড়ি করে		দুইদিনে (চলে আসে)	নাই তবে	কোন গুনাহ

عَلَيْهِ ج	وَ	مَنْ	تَاَخَّرَ	فَلَآ	اِثْمَ	عَلَيْهِ لا	لِمَنِ	اتَّقٰى ط
তার উপর	আর	যে	বিলম্ব করে (ফিরে)	তাতেও নাই	কোন গুনাহ	তার উপর	তার জন্যে যে	তাকওয়া অবলম্বন করে

وَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	اعْلَمُوْٓا	اَنَّكُمْ	اِلَيْهِ	تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
এবং	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং	তোমরা জেনে রাখ	যে তোমাদেরকে	তারই দিকে	একত্রিত করা হবে

২০১. আর কেউ বলেঃ হে আমাদের খোদা, আমাদেরকে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

২০২. এ ধরনের লোক নিজেদের কাজ অনুযায়ী (উভয় স্থানেই) অংশ লাভ করবে; বস্তুতঃ হিসাব সম্পন্ন করতে খোদার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

২০৩. এই গুনতির কয়েকটি দিন, আল্লাহর স্মরণেই তোমরা কাটিয়ে দাও। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দু'দিনেই ফিরে আসে, তবে তাতে কোন দোষ নেই, আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাতেও কোন আপত্তির কারণ নেই[৬৬] – অবশ্য এ দিনগুলি যদি সে তাকওয়ার সাথে যাপন করে। খোদার নাফরমানী হতে দূরে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, একদিন তাঁরই দরবারে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে।

৬৬. অর্থাৎ "আইয়ামে তশরীকে"– মিনা থেকে মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন ১২ই যিলহজ্জ তারিখে হোক বা ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে হোক- কোন অবস্থাতে দোষ নেই।

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এই পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভাল লাগে এবং নিজের 'নিয়ত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার খোদাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু।

২০৫. যখন সে ক্ষমতা লাভ করে[৬৭] তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয় যে, কি করে সে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, শস্যক্ষেত ও জীবজন্তুর বংশ ধ্বংস করবে...... অথচ আল্লাহ (যাঁকে সে কথায় কথায় সাক্ষী বানায়) অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না।

২০৬. এই ব্যক্তিকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার নিজের মান রক্ষার চিন্তা তাকে পাপ পথে মজবুত করে রাখে। এ ধরণের লোকের পক্ষে জাহান্নামই যথেষ্ট; যদিও তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।

---

৬৭. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- "যখন সে ফিরে যায়" অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভাল ভাল ও চমৎকার চমৎকার কথা বানিয়ে যখন ফিরে যায় তখন কার্যতঃ এ-সব অপকর্ম করে।

২০৭. অপর দিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবলমাত্র খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুতঃ আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

২০৮. হে ঈমানদারেরা, তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও[৬৮] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

২০৯. যে সব সুস্পষ্ট হেদায়াতের বাণী তোমাদের নিকট এসেছে তা পাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে ভাল করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বজয়ী শক্তিমান এবং সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ ও প্রতিভাশীল।

---

৬৮. অর্থাৎ কোন প্রকার সংরক্ষণ ও ব্যতিক্রম ছাড়াই তোমাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আনো। নিজেদের জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে কয়েকটি বিভাগে তোমরা ইসলামের অনুবর্তী হবে, আবার কয়েকটি বিভাগকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখবে- এরূপ যেন না হয়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ
কি তারা অপেক্ষা করছে এছাড়া যে তাদের কাছে আসবেন আল্লাহ মধ্যে ছায়ার হতে

الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ قُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ
মেঘমালা এবং ফেরেশতারাও আর ফয়সালা হয়ে যাবে সব কাজের এবং দিকে আল্লাহর

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾ سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ
প্রত্যাবর্তিত হবে সব ব্যাপার জিজ্ঞাসা কর বনী ইসরাঈলদেরকে কতবেশী তাদেরকে দিয়েছি আমরা

مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
নিদর্শন সুস্পষ্ট এবং যে পরিবর্তন করে নেয়ামতের আল্লাহর

مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾
(এর) পরেও যা তার কাছে এসেছে তখন নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর (অন্যায়ের) শাস্তিদানে

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ
সুশোভিত করা হয়েছে তাদের জন্যে কুফরী করেছে (যারা) জীবনকে পার্থিব ও তারা বিদ্রূপ করে

مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ
(তাদেরকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের উপর (মর্যাদাসম্পন্ন হবে)) দিনে

الْقِيٰمَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾
কিয়ামতের এবং আল্লাহ রিজিক দেন যাকে তিনি চান ব্যতীত কোন হিসাব

২১০. (এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়াত দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফিরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সব কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালাই করে দিবেন?–শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।

রুকূঃ২৬

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, কত সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ আমরা তাদের দেখিয়েছি। একথাও তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, খোদার নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে 'দুর্ভাগ্যে' পরিণত করে, আল্লাহ তাকে কত কঠিন শাস্তি দান করেন।

২১২. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, পৃথিবীর জীবন তাদের জন্যে বড়ই প্রিয় ও লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। এ সব লোক ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদের বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন খোদাভীরু লোকেরাই তাদের মোকাবিলায় অধিকতর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবে। অবশ্য দুনিয়ার রেযেক দানের ব্যাপারে আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত দান করেন।

كَانَ	النَّاسُ	اُمَّةً	وَّاحِدَةً قف	فَبَعَثَ	اللّٰهُ	النَّبِيّٖنَ
প্রথমে ছিল	সব মানুষ	উম্মত	একই	(তাদের পথভ্রষ্টতার) পাঠালেন পরে	আল্লাহ	নবীদেরকে

مُبَشِّرِيْنَ	وَ	مُنْذِرِيْنَ ص	وَ	اَنْزَلَ	مَعَهُمُ	الْكِتٰبَ
সুসংবাদদাতা	ও	সতর্ককারী (হিসেবে)	এবং	নাযিল করলেন	তাদের সাথে	কিতাব

بِالْحَقِّ	لِيَحْكُمَ	بَيْنَ	النَّاسِ	فِيْمَا	اخْتَلَفُوْا	فِيْهِ ط
সত্য সহকারে	ফয়সালার জন্যে	মাঝে	লোকদের	(সে বিষয়ে) যা	তারা মতভেদ করেছিলো	তার মধ্যে

وَ	مَا	اخْتَلَفَ	فِيْهِ	اِلَّا	الَّذِيْنَ	اُوْتُوْ	هُ	مِنْۢ بَعْدِ
এবং	নাই	মতভেদ করে	তার মধ্যে	এছাড়া	যাদের	দেয়া হয়েছিল	তা	পরে

مَا	جَآءَتْهُمُ	الْبَيِّنٰتُ	بَغْيًاۢ	بَيْنَهُمْ ج	فَهَدَى	اللّٰهُ
যা	তাদের কাছে এসেছে	স্পষ্ট নিদর্শনগুলো	বাড়াবাড়ির (কারণে)	তাদের মাঝে	অতঃপর পথ দেখালেন	আল্লাহ

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	لِمَا	اخْتَلَفُوْا	فِيْهِ	مِنَ	الْحَقِّ	بِاِذْنِهٖ ط
(তাদেরকে) যারা	ঈমান এনেছে	যে বিষয়ে	তারা মতভেদ করেছিল	তার মধ্যে	থেকে	সত্য	তার অনুমতিক্রমে (ও অনুগ্রহে)

وَ	اللّٰهُ	يَهْدِىْ	مَنْ	يَّشَآءُ	اِلٰى	صِرَاطٍ	مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾
এবং	আল্লাহ	পথ দেখান	যাকে	তিনি চান	দিকে	পথের	সহজ-সরল

২১৩. প্রথমদিকে সবমানুষই এক পথের অনুসারী ছিল (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে)। তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তারা সঠিকপথের অনুসারীদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও বক্র পথের পথিকদের জন্যে আযাবের ভয় প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাদের সাথে সত্যগ্রন্থ নাযিল করেন; যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে (এবং এসব মতবিরোধ একারনে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেয়া হয়নি)। মতবিরোধ তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তার উজ্জ্বল নিদর্শন, সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এজন্যেই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পথের আবিষ্কার করেছে যে, তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীদের প্রতি ঈমান আনল তাদেরকে আল্লাহতা'আলা নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ
কি তোমরা মনে করেছ যে তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে অথচ এখনও তোমাদের আসে নাই (তাদের) অবস্থা

الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ
যারা গত হয়েছে তোমাদের পূর্বে তাদের স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন ও

الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ
বিপদ-মুসিবত এবং তাদের কম্পিত করা হয়েছিল এমনকি বলল রসূল এবং যারা

اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
ঈমান এনেছিল তার সাথে কখন (আসবে) সাহায্য আল্লাহর মনে রেখো নিশ্চয় সাহায্য আল্লাহর

قَرِيْبٌ (٢١٤) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ
নিকটে তোমাকে তারা প্রশ্ন করে কি খরচ করবে তারা তুমি বল যা তোমরা খরচ কর

مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ
হতে ধন-সম্পদ তা পিতা-মাতার জন্যে এবং আত্মীয়-স্বজনদের ও ইইয়াতীমদের ও অভাব গ্রস্থদের

وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ط
ও মুসাফিরদের (জন্য ব্যয় করবে)।

২১৪. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি[৬৯]। তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল ও তার সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে উঠেছে (ও বলেছে),-আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? -তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে!

২১৫. লোকেরা জিজ্ঞাসা করেঃ আমরা কি খরচ করব? উত্তরে বলঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্যে,ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য, (অবশ্যই) খরচ করবে;-

৬৯. অর্থাৎ কোন নবী যখনই দুনিয়াতে আগমন করেছেন তখনই খোদার বিদ্রোহী ও অবাধ্য বান্দাহদের পক্ষ থেকে সেই নবী ও তাঁর অনুগামী বিশ্বাসীদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের প্রাণ রক্তরঞ্জিত করে তবে জান্নাত-লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। খোদার জান্নাত এতটা মূল্যহীন নয় যে, তোমরা খোদা ও তাঁর দ্বীনের জন্য কোনও কষ্ট স্বীকার করবে না, অথচ তা তোমরা এমনিতেই লাভ করে যাবে।

وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾
এবং যা কিছু তোমরা কর কল্যাণের নিশ্চয় তবে আল্লাহ তা সম্পর্কে খুব অবহিত

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ
নির্দেশ দেয়া হল তোমাদেরকে যুদ্ধের এবং তা অপ্রিয় তোমাদের কাছে কিন্তু

عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
হতে পারে যে তোমরা অপছন্দ কর কোন জিনিস অথচ তা কল্যাণকর তোমাদের জন্যে

وَ عَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ
আবার হতে পারে যে তোমরা পছন্দ কর কোন জিনিস অথচ তা অকল্যাণকর তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহ

يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ
জানেন কিন্তু তোমরা না জান তোমাকে প্রশ্ন করে তারা সম্পর্কে মাসে

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ
হারামের যুদ্ধ করা তার মধ্যে তুমি বল যুদ্ধ করা তার মধ্যে বড় (গুনাহ) কিন্তু বাধাদান

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
হতে পথ আল্লাহর ও অস্বীকার করা তাঁকে ও মসজিদে হারামে (যেতে বাধাদান)

আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

২১৬. তোমাদেরকে যুদ্ধকরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তা তোমাদের অসহ্য মনে হচ্ছে,- হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হল, অথচ তা-ই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এটাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভাল লাগল, অথচ তা-ই তোমাদের পক্ষে খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।

রুকূঃ২৭

২১৭. লোকেরা জিজ্ঞেসা করে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা কি? উত্তরে বলে দাও- এ মাসে লড়াই করা বড়ই অন্যায়। কিন্তু খোদার নিকট তা হতেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখা, খোদাকে অস্বীকার ও অমান্য করা, খোদা-বিশ্বাসীদের জন্যে "মসজিদে-হারাম" এর পথ বন্ধ করা

এবং হেরেমের

অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা ও বিপর্যয় রক্তপাত হতেও কঠিনতর ব্যাপার[৭০]। তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে, এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে নিবে। (একথা খুব ভাল করে বুঝে নাও যে) তোমাদের মধ্যে হতে যে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৭০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাসে নবী করীম (সঃ) আটজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে "নাখলা" (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী) নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে কোরাইশদের গতি-বিধি ও তাদের ভবিষ্যতের ইচ্ছা-বাসনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে যুদ্ধের কোন অনুমতি দান করেননি। কিন্তু পথিমধ্যে কোরাইশদের একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সংগে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটলে, তাঁরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা করে ও অবশিষ্ট লোকদের মালসহ বন্দীকরে মদীনাতে নিয়ে আসে। এ ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান শুরু হচ্ছিল; পরে এ ব্যাপারটি সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যে- আক্রমণের ঘটনাটা কি রজব মাসে (অর্থাৎ "হারামমাসে") ঘটলো না শাবান মাসে?

- কিন্তু কোরাইশরা ও তাদের সঙ্গে গোপনভাবে মিলিত থেকে মদীনায় ইহুদী ও মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য এই ঘটনাটির খুব হাওয়া দিল। তারা কাঠোর আপত্তি-অভিযোগ শুরু করে দিল যে, এ-সব লোক তো নিজেদের খুব আল্লাহ-ওয়ালা রূপে পেশ করে! কিন্তু এদের অবস্থা দেখ। এরা হারাম মাসেও রক্ত-পাত ঘটাতে দ্বিধা করেনা। এই সব অভিযোগের উত্তর এই আয়াতে দান করা হয়েছে।

এ ধরণের সব লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

২১৮. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, যারা খোদার জন্যে ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে এবং খোদার পথে জিহাদ করেছে[৭১] তারাই খোদার অনুগ্রহ লাভের আশা করার ন্যায়সংগত অধিকারী। আল্লাহ তাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহদানে তাদেরকে ধন্য করবেন।

২১৯-২২০. জিজ্ঞাসা করছেঃ মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? বলে দাও, এ দুটি জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে। যদিও এতে লোকদের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা হতে অনেক বেশী[৭২]। তারা জিজ্ঞাসা করছেঃ আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করব?

৭১. জিহাদের অর্থ হচ্ছে ঃ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের পূর্ণশক্তি-সামর্থ ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। "জেহাদ" মাত্র যুদ্ধের সমার্থ বাচক নয় "জেহাদ" বলতে মাত্র যুদ্ধকে বোঝায় না। যুদ্ধের অর্থ প্রকাশ করতে 'কেতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়। জেহাদের অর্থ এর থেকে ব্যাপক। জেহাদের অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে যুদ্ধসহ সব রকমের চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রাম বর্তমান আছে।

৭২.মদ ও জুয়া সম্পর্কে এ প্রথম নির্দেশ। শরাব ও জুয়া যে পছন্দনীয় জিনিস নয়, এখানে মাত্র সেই কথাটুকু উল্লেখ করা হয়েছে -এর বেশী এখানে কিছু বলা হয়নি। পরে সূরা নিসায় (৪৩আয়াত) ও সূরা মা'এদায় (৯০ আয়াত) পরবর্তী আহকাম দান করা হয়েছে।

বল, "যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত"৭৩।

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে এভাবেই সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানের জন্যেই চিন্তা কর। জিজ্ঞাসা করছেঃ ইয়াতীমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বল, যে ধরণের কাজ-কর্মে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই; তারা তোমাদেরই ভাই-বন্ধু ছাড়া আর তো কিছুই নয়। যারা অন্যায় করে, আর যারা উপকারের কাজ করে, তাদের সকলেরই প্রকৃত অবস্থা আল্লাহতা'আলা ভাল করে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ ব্যাপারে তোমাদের উপর অনেক কঠোরতা আরোপ করতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে হিকমতেরও অধিকারী।

৭৩. আজকাল এই আয়াত থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বের করা হচ্ছে। কিন্তু এই আয়াতের ভাষা ও শব্দ থেকে পরিষ্কার এই অর্থ বুঝা যাচ্ছে যে, লোকেরা নিজেদের অর্থের মালিক নিজেরাই ছিল। তাদের জিজ্ঞাস্য ছিল- আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কি ব্যয় করবো? জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ তোমাদের অর্থ দ্বারা প্রথমে নিজেদের প্রয়োজন মিটাও। তারপর যা অতিরিক্ত বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। এ খরচ হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক, যা বান্দা তার প্রতিপালকের রাস্তায় নিজের খুশীতে করে।

২২১. তোমরা মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুতঃ একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত নারীকেই তোমরা পছন্দ করে থাক। (অনুরূপ ভাবে) নিজেদের কন্যাদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এ ব্যক্তিকেই তারা অধিক পছন্দ করে থাকে। কেননা তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডেকে নেয়। আর আল্লাহ তার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আহবান জানান। তিনি তাঁর বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের নিকট ব্যক্ত করেন। আশা করা যায়, তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে ও উপদেশ কবুল করবে।

রুকূঃ২৮

২২২. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'হায়য' (রজঃ স্রাব) সম্পর্কে নির্দেশ কি? বল, তা এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা, কাজেই তখন স্ত্রীদের হতে দূরে থাক এবং তাদের নিকট যেওনা[৭৪], যতক্ষণ না তারা ময়লাবিমুক্ত হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট যাও ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপ কাজ হতে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেতের মত, তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে-যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর-নিজেদের ক্ষেতে গমন কর।

৭৪. অর্থাৎ এই অবস্থায় সংগম করো না।

وَ	قَدِّمُوا	لِأَنفُسِكُمْ	وَ	اتَّقُوا	اللَّهَ	وَ	اعْلَمُوا	أَنَّكُم
এবং	তোমরা আগে পাঠাও	তোমাদের নিজেদের জন্যে	এবং	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং	জেনে রাখ তোমরা	তোমরা যে

مُلَاقُوهُ	وَ	بَشِّرِ	الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾	وَ	لَا	تَجْعَلُوا	اللَّهَ	عُرْضَةً
তাঁর সাক্ষাৎকারী (হবে)	এবং	সুসংবাদ দাও	মু'মিনদেরকে	এবং	না	তোমরা ব্যবহার করো	আল্লাহর (নামকে)	প্রতিবন্ধকের বস্তু হিসেবে

لِأَيْمَانِكُمْ	أَن	تَبَرُّوا	وَ	تَتَّقُوا	وَ	تُصْلِحُوا	بَيْنَ
তোমাদের শপথের জন্যে	যে (না)	তোমরা সৎকাজ করবে	ও (না)	তোমরা আত্ম সংযম করবে	ও (না)	তোমরা শান্তি স্থাপন করবে	মাঝে

النَّاسِ	وَ	اللَّهُ	سَمِيعٌ	عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾	لَا	يُؤَاخِذُكُمُ	اللَّهُ
লোকদের	এবং	আল্লাহ	সবকিছু শুনেন	সবকিছু জানেন	না	তোমাদেরকে ধরবেন	আল্লাহ

بِاللَّغْوِ	فِي	أَيْمَانِكُمْ	وَلَٰكِن	يُؤَاخِذُ	كُم	بِمَا	كَسَبَتْ
অর্থহীন (শপথের) জন্যে	মধ্যে	তোমাদের শপথ গুলোর	কিন্তু	তিনি ধরবেন	তোমা-দেরকে	একারণে যা	দৃঢ় সংকল্প করেছে

قُلُوبُكُمْ	وَ	اللَّهُ	غَفُورٌ	حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾
তোমাদের অন্তর গুলো	এবং	আল্লাহ	বড় ক্ষমাশীল	বড় সহিষ্ণু

কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা কর। খোদার নাফরমানী ও অবাধ্যতা হতে দূরে থাক[৭৫]। জেনে রাখ, তোমাদেরকে একদিন খোদার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে। হে নবী, তোমার উপস্থাপিত বিধান যারা মেনে নিবে তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দাও।

২২৪. খোদার নাম এমন সব প্রতিজ্ঞার (কসম খাওয়ার) কাজে ব্যবহার করোনা যার উদ্দেশ্য হবেঃ নেক কাজ, খোদার ভয়, খোদার বান্দাদের প্রতি কল্যাণকর কাজ হতে বিরত থাকা। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথাই শুনছেন এবং তিনি সব কিছুই জানছেন।

২২৫. যে সব অর্থহীন প্রতিজ্ঞা তোমরা বিনা ইচ্ছাতেই করে ফেল সে জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তিদান করবেন না। কিন্তু যে সব প্রতিজ্ঞা তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাক সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

৭৫.ব্যাপক অর্থ-বোধক শব্দ; এর দুটো অর্থ হতে পারে । এবং দুটো অর্থেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছেঃ নিজের বংশরক্ষার চেষ্টা করো, যেন তোমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের স্থলে কাজ করার জন্য অন্যেরা পয়দা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ যে ভবিষ্যৎ বংশধরকে তোমরা নিজেদের জায়গায় রেখে যাবে তাদেরকে দ্বীন (ধর্ম) আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্র) ও মনুষ্যত্বের গুনে গুনান্বিত করার চেষ্টা করো।

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করে বসে, তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে[৭৬]। যদি তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব জানেন[৭৭]।

২২৮. যে সব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে জায়েজ নয়, এরূপ করা তাদের কিছুতেই উচিত নয়– যদি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তাদের ঈমান থেকে থাকে।

৭৬. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'ইলা' বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সব সময় সুষ্ঠু নাও থাকতে পারে। বিপর্যয় ও মনোমালিন্যের কারণ ঘটা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত এরূপ বিপর্যয় পছন্দ করেনা যাতে উভয়ে আইনতঃ তো স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু সেই সঙ্গে কার্যতঃ একে অপরের কাছ থেকে এরূপভাবে পৃথক থাকবে যেন তারা স্বামী-স্ত্রীই নয়। এ প্রকার বিপর্যয়ের জন্য আল্লাহতা'আলা চার মাসের সময় সীমা নির্ধারিত করে দিয়ে আদেশ করেছেনঃ এই সময়ের মধ্যে হয় তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দোরস্ত করে নাও, নতুবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন কর।

৭৭. অর্থাৎ যদি তুমি স্ত্রীকে অন্যায় করে ত্যাগ করে থাকো তবে খোদা সম্পর্কে তোমার নির্ভয় হওয়া উচিৎ নয়। কেননা আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয় তবে তারা এই অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে[৭৮]। নারীদের জন্যেও সঠিকভাবে সেরূপ অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর সকলেরই উপর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

রুকুঃ২৯

২২৯. তালাক দু'বার দেয়। অতঃপর হয় সোজাসোজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দিবে[৭৯]।

৭৮. এ আদেশ মাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দান করে। এরূপ তালাক 'রযয়ী' অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে; এবং ইদ্দতের (তালাক প্রাপ্তা হয়ে যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোককে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়) মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।

৭৯. এই আয়াতের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ একটি বিবাহ-বন্ধন কালের মধ্যে নিজের স্ত্রীর উপর তালাকে রযয়ী (প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাক) দেবার অধিকার মোট মাত্র দুই বার প্রয়োগ করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে দুবার তালাক দিয়ে আবার গ্রহণ করেছে- সে জীবনে যখনি তাকে তৃতীয় বার তালাক দান করবে তার স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বিদায় দেয়ার সময় এরূপ করা তোমাদের পক্ষে জায়েয নয় যে, তোমরা যা কিছুই তাদেরকে দিয়েছ, তা হতে কোন কিছু ফিরিয়ে নিবে। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী খোদার নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে না বলে আশংকা হবে। এরূপ অবস্থায় যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা পরস্পরে খোদার বিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিবে[৮০]- কিছুমাত্র দোষণীয় নয়। বস্তুতঃ ইহা খোদার নির্দিষ্ট সীমা বিশেষ, ইহা অতিক্রম করো না। আর যারাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে তারাই যালেম।

৮০. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'খোলা' বলে। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক হাসেল করা। এক্ষেত্রে, পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ বা তার অংশবিশেষ স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে- এটা তার পক্ষে বৈধ হবে। কিন্তু পুরুষ যদি নিজেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে তার প্রদত্ত অর্থের কোন কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
অতঃপর যদি | তাকে সে তালাক দেয় | না তবে | হালাল হবে | তার জন্যে | পরে (তালাকের) | যতক্ষণ না | বিবাহ হয়

زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
(অন্য) স্বামীর সাথে | ব্যতীত সে | অতঃপর যদি | সে তাকে তালাক দেয় | নাই তবে | গুনাহ | তাদের দুজনের উপর

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
পরস্পরে ফিরে আসতে | যদি | দুজনেই মনে করে | যে | তারা দুজনে রক্ষা করতে পারবে | সীমারেখা | আল্লাহর | এবং | এটা

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
সীমারেখা | আল্লাহর | তা স্পষ্ট বর্ণনা করেন তিনি | লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে | এবং | যখন | তোমরা তালাক দাও

النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
স্ত্রীদেরকে | তারা অতঃপর পৌছে | তাদের মেয়াদে | তখন রাখ বন্ধন | তাদেরকে | বিধি মোতাবেক

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
অথবা | তাদের মুক্ত করে দাও | ন্যায় সংগতভাবে | এবং | না | তোমরা আটকে রেখো | তাদেরকে | ক্ষতির (উদ্দেশ্যে)

لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
বাড়াবাড়ি করার জন্যে | এবং | যে কেউ | করবে | এটা | তাহলে নিশ্চয় | জুলুম করবে | তারা নিজের (উপর)

২৩০. অতঃপর (দু'বার তালাকদেবার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার পক্ষে হালাল (বিবাহযোগ্য) হবে না; অবশ্য তখন সে পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে, যদি অপর কোন ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে যায় এবং সে তালাক দেয়[৮১]। তখন যদি যেই প্রথম স্বামী এবং এ স্ত্রীলোকটি মনে করে যে, তারা খোদার বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে, তবে তাদের পুনঃমিলনে কোন দোষ নেই। এটাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা, আল্লাহ সেই লোকদের হেদায়াতের জন্যে ইহার ব্যাখ্যা করছেন যারা তাঁর সীমা লংঘন করার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে আসে তখন হয় তাদের ভালভাবে ফিরিয়ে নাও, অথবা ভালভাবে বিদায় করে দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্যে তাদেরকে আটকে রেখো না কেননা তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে। আর যে এরূপ করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই উপর যুলুম করবে।

৮১.অর্থাৎ কোন সময় যদি নিজের ইচ্ছায় তালাক দেয়। কিন্তু নিছক প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র মূলক বিবাহ ও তালাক দেওয়া হয় এই আয়াত দ্বারা তার বৈধতা সাব্যাস্থ করা যায় না।

وَ لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۡ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ
এবং না তোমরা গ্রহণকরো নিদর্শনা বলীকে আল্লাহর তামাশা হিসেবে এবং তোমরা স্মরণ কর অনুগ্রহকে

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ
আল্লাহর তোমাদের উপর এবং যা নাযিল করেছেন তোমাদের উপর কিতাব

وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ
ও হিকমত তিনি উপদেশ দিচ্ছেন তোমাদেরকে তাদিয়ে এবং তোমরা ভয়কর আল্লাহকে এবং তোমরা জেনে রাখ যে

اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾ وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ
আল্লাহ সম্পর্কে সব কিছুর খুব অবহিত এবং যখন তালাক দাও তোমরা স্ত্রীদেরকে

فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ
পরে তারা পৌছে যায় তাদের মেয়াদে তখন না বাধা দিয়ো তাদেরকে যদি তারা বিবাহ করতে চায়

اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ
তাদের (প্রস্তাবিত) স্বামীকে যখন তারা রাজী হয় তাদের মাঝে ন্যায় সংগত উপায়ে এটা

يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ
উপদেশ দেয়া হচ্ছে এসম্পর্কে (তারজন্যে) যে কেউ তোমাদের মধ্যে কার ঈমান এনে থাকে আল্লাহর উপর ও দিনের

الْاٰخِرِ ؕ
আখেরাতের

খোদার আয়াতকে খেল তামাশার বস্তু বানিওনা। ভুলে যেয়োনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যে কিতাব ও যুক্তির বাণী তিনি তোমাদের জন্যে নাযিল করেছেন তার মর্যাদা রক্ষা করে চল। খোদাকে ভয় কর, ভাল করে জেনে নাও যে, তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

রুকু:৩০

২৩২. তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কাজ সম্পন্ন কর এবং তারাও তাদের নির্দিষ্ট 'ইদ্দত' পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়িও না, যখন তারা সঠিক ও প্রচলিত পন্থায় পরস্পরে বিবাহিত হতে রাযী হয়েছে; তোমাদেরকে এই উপদেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তোমরা কখনই এরূপ কাজ করবে না। যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক,

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ
এটা | শুদ্ধতম পন্থা | তোমাদের জন্যে | ও | পবিত্রতম | এবং | আল্লাহ | জানেন | আর | তোমরা

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾ وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ
না | জান | এবং | মায়েরা | স্তন্য পান করাবে | সন্তানদের | তাদের

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ
দু'বছর | পূর্ণ | তার জন্যে যে (বাপ) | চায় | পূর্ণ করতে | স্তন্যপান করানো

وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
(দায়িত্ব তার) এবং উপর | যার সন্তান | তাদের (অর্থাৎ মাদের) খোরাক | ও | তাদের পোষাকের | ন্যায় সংগত উপায়ে

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ
না | কষ্ট দেওয়া হবে | কাউকে | এছাড়া | তার সামর্থ্য অনুযায়ী | না | ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে | মাকে

بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَ عَلَى الْوَارِثِ
তার বাচ্চার কারণে | আর | না | যার নবজাতক (অর্থাৎ বাপকে) | তার বাচ্চার কারণে | এবং | উপর | উত্তরাধিকারীর

مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ
অনুরূপ | এটা (অধিকার)

তবে তোমাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও পবিত্র কর্মনীতি এ হতে পারে যে, তোমরা এ ধরণের কাজ হতে বিরত থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জাননা।

২৩৩. যে পিতা চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকালপর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ সেবন করাবে[৮২]। এ অবস্থায় সন্তানের পিতাকে সুনিয়মিতভাবে মা'দের খোরাক-পোষাক দিতে হবে। কিন্তু কারো উপর সামর্থের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়– না মা'দের এ-জন্যে কোন কষ্টে নিক্ষেপ করা উচিত যে এ সন্তান তাদেরই, আর না পিতাকেই এ-জন্যে অতিরিক্ত চাপ দেয়া উচিত যে, এ তারই সন্তান। দুধ সেবনকারিনীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর, তেমনি তার উত্তরাধিকারীদের উপরও।

৮২. এ সেই অবস্থার হুকুম যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য সন্তান রয়েছে । সে বিচ্ছিন্নতা তালাকের মাধ্যমে হোক বা 'খোলা' 'ফিসক' (বিবাহ ভঙ্গ) বা তফরীক (বিচ্ছিন্নকরণ) দ্বারা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

আরবি	অর্থ
فَإِنْ	অতঃপর যদি
أَرَادَا	(উভয় পক্ষ) চায়
فِصَالًا	দুধ ছাড়াতে
عَنْ تَرَاضٍ	সম্মতিতে
مِّنْهُمَا	উভয় পক্ষের
وَ	ও
تَشَاوُرٍ	পরামর্শের ভিত্তিতে
فَلَا	নাই তবে
جُنَاحَ	কোন গুনাহ
عَلَيْهِمَا ط	তাদের উভয়ের উপর
وَ	এবং
إِنْ	যদি
أَرَدْتُّمْ	তোমরা চাও
أَنْ	যে
تَسْتَرْضِعُوٓا	তোমরা দুধপান করাবে (কোন ধাত্রী দিয়ে)
أَوْلَادَكُمْ	তোমাদের সন্তানদের
فَلَا	নাই তবে
جُنَاحَ	কোন গুনাহ
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
إِذَا	যখন
سَلَّمْتُمْ	তোমরা অর্পন কর
مَّآ	যা
اٰتَيْتُمْ	তোমরা দিতে চেয়েছিলে
بِالْمَعْرُوفِ ط	সংগত ভাবে
وَ	এবং
اتَّقُوا	তোমরা ভয়কর
اللّٰهَ	আল্লাহকে
وَ	এবং
اعْلَمُوٓا	তোমরা জেনে রাখ
أَنَّ	যে
اللّٰهَ	আল্লাহ
بِمَا	ঐ বিষয় যা
تَعْمَلُونَ	তোমরা কাজ করছ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾	সবকিছু দেখেন
وَ	এবং
الَّذِينَ	যারা
يُتَوَفَّوْنَ	মারা যায়
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যেকার
وَ	এবং
يَذَرُونَ	তারা রেখে যায়
أَزْوَاجًا	স্ত্রীদেরকে
يَّتَرَبَّصْنَ	তারা অপেক্ষায় রাখবে (অর্থাৎ স্ত্রীরা)
بِأَنْفُسِهِنَّ	তাদের নিজেদেরকে
أَرْبَعَةَ	চার
أَشْهُرٍ	মাস
وَّ	ও
عَشْرًا ج	দশ (দিনপর্যন্ত)

কিন্তু উভয় পক্ষই যদি পারস্পরিক সন্তোষ ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে এরূপ করায় কোনই দোষ নেই। আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছে করে থাক, তবে তাদের কোন দোষ হতে পারে না– অবশ্য যা কিছু মূল্য নির্দিষ্ট হবে, তা যদি নিয়মিত আদায় কর। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লাহ দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় তাদের পর তাদের স্ত্রীগণ যদি জীবিত থাকে, তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত (বিবাহ হতে) বিরত রাখবে[৮৩]।

৮৩. স্বামীর মৃত্যুতে এই 'ইদ্দত' সেই স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পালনীয় স্বামীর সংগে যাদের 'খেলওয়াতে সহীহ্' (নির্জন বাস) হয়নি। তবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্র।গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের 'ইদ্দত' তার গর্ভমোচন পর্যন্ত; স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গর্ভমোচন ঘটুক বা কয়েকমাস পরে ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই এক নিয়ম। নিজেকে বিরত রাখার অর্থ মাত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ থেকে বিরত থাকা নয়, অলংকরণ ও প্রসাধন থেকেও বিরত থাকা।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ
অতঃপর যখন | তারা পৌছে | তাদের মেয়াদে | তখন | নাই | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে যা | তারা করে | সম্পর্কে

اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۳۴﴾
তাদের নিজেদের | ন্যায়সংগত পন্থায় | এবং | আল্লাহ | ঐবিষয়ে যা | তোমরা কাজ কর | সবিশেষ অবহিত

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
এবং | নাই | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে যা | তা তোমরা ইংগিতে প্রকাশ কর | বিবাহ প্রস্তাবের | (বিধবা) নারীদের

اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
বা | তোমরা গোপন কর | মধ্যে | তোমাদের মনের | জানেন | আল্লাহ | তোমরা যে | তাদেরকে আলোচনা করবে তোমরা

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا
কিন্তু | না | ওয়াদা করবে তোমরা | তাদেরকে | গোপনে | এছাড়া | যে | তোমরা বল | কথা

مَّعْرُوْفًا ؕ وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى
সঠিক পন্থায় | এবং | না | তোমরা সংকল্প করো | বন্ধনের | বিবাহের | যতক্ষণ না

يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ
পৌছে | বিধান | তার নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ইদ্দত) | এবং | তোমরা জেনে রেখ | যে | আল্লাহ | জানেন | যা (আছে) | মধ্যে

اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾
তোমাদের মনের | অতএব | তোমরা ভয়কর | তাকে | এবং | তোমরা জেনে রেখ | যে | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | বড় সহনশীল

যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চায়, তা করার ইখতিয়ার হবে; তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব আসবে না। আল্লাহ প্রত্যেকেরই কাজ সম্পর্কে অবহিত।

২৩৫. 'ইদ্দত' পালনকালে তোমরা যদি এই বিধবা স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা ইশারা-ইংগিতে প্রকাশ কর, কিংবা তা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখ, উভয় অবস্থায় তা কোন দোষের কাজ নয়। আল্লাহ জানেন, তাদের কথা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান! তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি বা বাগদানের কাজ করবে না। কোন কথা যদি বলতেই হয়, তবে তা প্রচলিত সঠিক পন্থায় বলবে। আর বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত তখন পর্যন্ত করবে না, যতক্ষণ না 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়। ভাল করে জেনে নাও, তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর, আর একথা জেনে নাও যে, আল্লাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় তিনি নিজেই মাফ করে দেন।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ
নাই কোন গুনাহ তোমাদের উপর যদি তোমরা তালাক দাও স্ত্রীদেরকে নাই যে পর্যন্ত তাদেরকে স্পর্শ কর

اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى
অথবা তোমরা ধার্য কর (নাই) তাদের জন্যে কোন মোহর এ অবস্থায় কিছু ফায়দা দাও তাদেরকে উপর

الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
বিত্তবানের তার সাধ্যমত ও উপর বিত্তহীনের তার সাধ্যমত ফায়দা দেবে ন্যায়সংগত পন্থায়

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾ وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ
কর্তব্য উপর নেক লোকদের এবং যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাদেরকে

قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً
এর পূর্বেই যে তাদেরকে স্পর্শ করবে অথচ তোমরা নির্দিষ্ট করেছ তাদের জন্যে মোহর

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا
অর্ধেক তবে যা নির্দিষ্ট করেছ (মোহর) কিন্তু যদি (স্ত্রীরা) অনুগ্রহ প্রকাশ করে (না নেয়) অথবা অনুগ্রহ প্রকাশ করে (পূর্ণদেয়)

الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط
সেই (পুরুষ) যার হাতে রয়েছে বন্ধন বিবাহের (তা স্বতন্ত্র কথা)

রুকু:৩১

২৩৬. তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের জন্যে 'মোহরানা' নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোন দোষ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে কিছু দেয়া অবশ্য কর্তব্য। স্বচ্ছল অবস্থাশীল ব্যক্তি নিজ তওফীক অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থানুযায়ী সঠিক প্রচলিত পন্থায় তা আদায় করবে। বস্তুতঃ এটা নেকলোকদের উপর আরোপিত অধিকার বিশেষ।

২৩৭. তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দাও, আর তার 'মোহরানা' যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় (তালাক দিলে) তাকে অর্ধেক পরিমাণ 'মোহরানা' দিতে হবে। আর স্ত্রী লোক নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় ('মোহরানা' গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

এবং | তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করলে | (তা) নিকটতর | তাকওয়ার ক্ষেত্রে | এবং | না | তোমরা ভুলে যেয়ো | সহৃদয়তা

بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾ حٰفِظُوْا عَلَى

তোমাদের মাঝে | নিশ্চয় | আল্লাহ | ঐ বিষয় যা | তোমরা কাজ কর | খুব দেখেন | তোমরা হেফাজত কর

الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

সব নামাজগুলোকে | এবং (বিশেষ করে) | নামাজ | মধ্যবর্তী (অর্থাৎআছরের) | এবং | তোমরা দাঁড়িয়ে যাও | আল্লাহর জন্যে | একান্ত বিনীত ভাবে

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ

অতঃপর যদি | তোমরা ভয় কর | তবে পদচারী অবস্থায় | বা | আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে) | অতঃপর যখন | তোমরা নিরাপদ হও

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

স্মরণকরতখন | আল্লাহকে | যেমন | তোমাদেরতিনি শিখিয়েছেন | যা | না | তোমরা জানতে

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ صلے

এবং | যারা | মারা যায় | তোমাদের মধ্যহতে | এবং | তারা রেখে যায় | স্ত্রীদেরকে

আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তবে এ কর্মনীতি 'তাকওয়ার' খুবই অনুকূল ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক কাজকর্মে সদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ দেখছেন।

২৩৮. নিজেদের নামাযসমূহ পূর্ণ হেফাযত কর। বিশেষতঃ এমন নামায, যা নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্যের সমন্বয়[৮৪]। খোদার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত দাস দণ্ডায়মান হয়ে থাকে।

২৩৯. ভয়ের সময়ে পদাতিক কিংবা আরোহী যে অবস্থাতেই হোকনা কেন নামায পড়বে। অতঃপর শান্তি স্থাপিত হলে আল্লাহকে সে নিয়মেই স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা তোমরা পূর্বে মোটেই জানতেনা।

২৪০. তোমাদের মধ্যে হতে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায়,

৮৪. মূলে 'সালাতিল ওয়াসতা' শব্দ আছে। 'ওয়াসতা' এই শব্দের অর্থ -মধ্যবর্তী বস্তু হতে পারে, আবার এর অর্থ উত্তম ও উন্নততর উৎকৃষ্ট জিনিসও হতে পারে। 'সালাতে ওয়াসত' -এর অর্থ হতে পারে এরূপ নামায যা সঠিক সময়ে যথাযথ ভয়-ভক্তি-বিনয় ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা সহ পাঠ করা হয় ও যার মধ্যে নামাযের সকল সৌন্দর্য্য বর্তমান থাকে । পবিত্র কোরআনের যে সকল ব্যাখ্যাকার এ শব্দের অর্থ মধ্যবর্তী নামায গ্রহন করেছেন তাঁরা সাধারণতঃ এর অর্থ 'আসরের নামায' বুঝেছেন।

وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
(তাদের উচিৎ) ওসীয়ত করা | তাদের স্ত্রীদের জন্যে | ভরণপোষণের | পর্যন্ত | একবছর | ব্যতীত

اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا
বহিষ্কার (ঘরথেকে) | যদি তবে | তারা বের হয় (নিজেরাই) | নাই তবে | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে | যা

فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ
তারা করেছে | ক্ষেত্রে | তাদের নিজেদের | | ন্যায় সংগত পন্থায় | এবং | আল্লাহ | পরাক্রমশালী

حَكِيْمٌ ﴿۲۴۰﴾ وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا
মহাবিজ্ঞ | এবং | তালাক প্রাপ্তাদের জন্যে | কিছু ফায়দা দেওয়া | উপযুক্তভাবে | কর্তব্য

عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۴۱﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
উপর | মুত্তাকীদের | এভাবে | বর্ণনা করেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | তাঁর বিধান বলীকে

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۴۲﴾
তোমরা যেন | বুঝতে পার

তাদের স্ত্রীদের জন্যে
এ অসীয়াত তাদের করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ পত্রের ব্যবস্থা যেন করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর হতে বিতাড়িত করা না হয়; অবশ্য তারা নিজেরাই যদি চলেযায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত সঠিক পন্থায় তারা যা কিছুই করুক না কেন, সে জন্যে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ সকলের উপর বিজয়ী, শক্তি সম্পন্ন, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

২৪১. অনুরূপভাবে যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় দেয়া কর্তব্য। এটা মুত্তাকী-লোকদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য বিশেষ।

২৪২. এভাবে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় হুকুম-বিধান তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন। আশা এই যে তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

هُم	دِيَارِ	مِن	خَرَجُوا	الَّذِينَ	إِلَى	أَلَمْ تَرَ
তাদের	ঘরগুলো	থেকে	বের হয়েছিল	(তাদের) যারা	প্রতি	তুমিদেখ নাই কি

لَهُمُ	فَقَالَ	الْمَوْتِ	حَذَرَ	أُلُوفٌ	هُمْ	وَ
তাদেরকে	অতঃপর বললেন	মৃত্যুর	ভয়ে	হাজার হাজার	তারা (ছিল)	এবং

لَذُو	اللَّهَ	إِنَّ	هُمْ	أَحْيَا	ثُمَّ	مُوتُوا	اللَّهُ
অবশ্যই	আল্লাহ	নিশ্চয়	তাদেরকে	জীবিত করলেন (আবার)	এরপর	তোমরা মরে যাও	আল্লাহ

لَا	النَّاسِ	أَكْثَرَ	وَلَٰكِنَّ	النَّاسِ	عَلَى	فَضْلٍ
না	লোক	অধিকাংশ	কিন্তু	লোকদের	উপর	অনুগ্রহশীল

اعْلَمُوا	وَ	اللَّهِ	فِي سَبِيلِ	قَاتِلُوا	وَ	يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾
তোমরা জেনে রেখ	এবং	আল্লাহর	পথে	যুদ্ধ কর তোমরা	এবং	শোকর করে

عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾	سَمِيعٌ	اللَّهَ	أَنَّ
সবকিছু দেখেন	সবকিছু শুনেন	আল্লাহ	যে

রুকুঃ৩২

২৪৩. তুমি সে সব লোকের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছ কি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিল, অথচ তাদের সংখ্যাছিল হাজার হাজার? আল্লাহ তাদের বললেন, মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে পুর্নজীবন দান করলেন[৮৫]। বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহদানকারী কিন্তু অধিকাংশ লোকই তার শোকর আদায় করে না।

২৪৪. হে মুসলমানেরা! খোদার পথে লড়াই কর এবং খুব ভালরূপে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।

৮৫. এখানে বনী-ইসরাঈলদের মিশর থেকে বহির্গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মা'এদায় ৪র্থ রুকুতে আল্লাহতা'আলা এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন।

১৪৫. তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, তা হলে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দিবেন[৮৬]। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে নিহিত। আর তার নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. অনন্তর সে ব্যাপারটি সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখেছ কি, যা মূসার পরে এই বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিলঃ আমাদের জন্যে একজন বাদশা নিযুক্ত করে দাও, যেন আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।

৮৬.এখানে "করযে হাসানা" -এর অর্থ পূণ্য লাভের বিশুদ্ধ প্রেরণায় নিস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে মাল খরচ করা। এরূপ ব্যয়কে আল্লাহতা'আলা নিজের যিম্মায় 'করয' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 'আমি মাত্র আসল' আদায় করব না বরং 'আসলকে বহু গুনে বৃদ্ধি করে' পরিশোধ করবো।

الْقِتَالُ	عَلَيْكُمُ	كُتِبَ	اِنْ	عَسَيْتُمْ	هَلْ	قَالَ
যুদ্ধ	তোমাদের উপর	নির্ধারিত করা হয়	যদি	তোমরা এমন হবে	নয়তো	সে বলল

نُقَاتِلَ	اَلَّا	مَا لَنَا	وَ	قَالُوْا	تُقَاتِلُوْا ط	اَلَّا
আমরা যুদ্ধ করব	যে না	আমাদের হয়েছে কি	এবং	তারা বলেছিল	তোমরা যুদ্ধ করবে	যে না

دِيَارِنَا	مِنْ	اُخْرِجْنَا	وَ قَدْ	اللّٰهِ	فِيْ سَبِيْلِ
আমাদের ঘরবাড়ী	হতে	আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি	নিশ্চয় অথচ	আল্লাহর	পথে

تَوَلَّوْا	الْقِتَالُ	عَلَيْهِمُ	كُتِبَ	فَلَمَّا	اَبْنَآئِنَا ط	وَ
তারা পিঠফিরাল	যুদ্ধের	তাদের উপর	নির্দেশ দেয়া হল	অতঃপর যখন	আমাদের সন্তানদের (হতে)	ও

بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾	عَلِيْمٌ	اللّٰهُ	وَ	مِّنْهُمْ ط	قَلِيْلًا	اِلَّا
জালিমদের সম্বন্ধে	খুব অবহিত	আল্লাহ	এবং	তাদের মধ্য হতে	স্বল্প সংখ্যক	এছাড়া

طَالُوْتَ	لَكُمْ	قَدْ بَعَثَ	اللّٰهَ	اِنَّ	نَبِيُّهُمْ	لَهُمْ	وَ قَالَ
তালুতকে	তোমাদের জন্যে	নিযুক্ত করেছেন	আল্লাহ	নিশ্চয়	তাদের নবী	তাদেরকে	বলেছিল এবং

مَلِكًا ط
বাদশা হিসেবে

নবী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রতি লড়ায়ের নির্দেশ দিলে তোমরা লড়াই করতে অস্বীকার করবে না তো? তারা বললঃ তা কিরূপে হতে পারে যে, আমরা খোদার পথে লড়াই করবনা। বিশেষতঃ আমাদেরকে যখন আমাদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু (কার্যতঃ) যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হল, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল– আল্লাহ তাদের এক এক যালেমকে জানেন ও চিনেন।
২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল,আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্যে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন।

আরবী	অর্থ
قَالُوْٓا	তারা বলেছিল
اَنّٰى	কিরূপে
يَكُوْنُ	হবে
لَهُ	তার জন্যে
الْمُلْكُ	বাদশাহী
عَلَيْنَا	আমাদের উপর
وَ	অথচ
نَحْنُ	আমরা
اَحَقُّ	অধিক হকদার
بِالْمُلْكِ	বাদশাহীর
مِنْهُ	তার চেয়ে
وَ	এবং
لَمْ	নাই
يُؤْتَ	দেওয়া হয় তাকে
سَعَةً	প্রাচুর্য
مِّنَ الْمَالِ ط	মালসম্পদের
قَالَ	সে বলল
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
اصْطَفٰهُ	তাকে মনোনীত করেছেন
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
وَ	ও
زَادَهٗ	তাকে বেশী দিয়েছেন
بَسْطَةً	প্রাচুর্য
فِي الْعِلْمِ	জ্ঞানে
وَ	ও
الْجِسْمِ ط	শারীরিক শক্তিতে
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
يُؤْتِيْ	দেন
مُلْكَهٗ	তাঁর রাজত্ব
مَنْ	যাকে
يَّشَآءُ ط	তিনি চান
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
وَاسِعٌ	প্রাচুর্যময়
عَلِيْمٌ (٢٤٧)	মহাজ্ঞানী
وَ	এবং
قَالَ	বলল
لَهُمْ	তাদেরকে
نَبِيُّهُمْ	তাদের নবী
اِنَّ	নিশ্চয়
اٰيَةَ	নিদর্শন হবে
مُلْكِهٖٓ	তার বাদশাহীর
اَنْ	(এই) যে
يَّاْتِيَكُمُ	তোমাদের কাছে আসবে
التَّابُوْتُ	সেই সিন্দুক
فِيْهِ	যার মধ্যে আছে
سَكِيْنَةٌ	প্রশান্তি
مِّنْ	পক্ষ হতে
رَّبِّكُمْ	তোমাদের রবের
وَ	ও
بَقِيَّةٌ	অবশিষ্ট
مِّمَّا	তা হতে যা
تَرَكَ	ছেড়ে গেছে
اٰلُ	উত্তরাধিকারী
مُوْسٰى	মূসার
وَ	ও
اٰلُ	উত্তরাধিকারী
هٰرُوْنَ	হারুনের
تَحْمِلُهُ	তা বহন করে চলছে
الْمَلٰٓئِكَةُ ط	ফেরেশতারা

এ শুনে তারা বলল, আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার তার কি অধিকার আছে ? বাদশাহ হবার অধিকার তার অপেক্ষা আমাদের বেশী। সে-তো কোন বড় ধনী ব্যক্তি নয়। নবী উত্তরে বলল, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার যোগ্যতা প্রচুর দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর রাজ্য দানের ইখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ কোথাও সংকীর্ণতার মধ্যে লিপ্ত নন এবং সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভূক্ত।

২৪৮. সে সংগে তাদের নবী একথাও তাদেরকে বলে দিল যে, খোদার তরফ হতে তার বাদশা নিযুক্ত হবার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের খোদার নিকট হতে তোমাদের শান্তনার সামগ্রী রয়েছে, যাতে মূসা ও হারুণের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকত পূর্ণ জিনিস রয়েছে এবং যা এখন ফিরেশতারা ধারণ করে আছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا

নিশ্চয় / মধ্যে (রয়েছে) / এর / অবশ্যই নিদর্শন / তোমাদের জন্যে / যদি / তোমরা হও / মুমিন / যখন অতঃপর

فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم

রওনা হল / তালুত / সৈন্যদের সাথে / বলল / নিশ্চয় / আল্লাহ / তোমাদের পরীক্ষা করবেন

بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن

একটা নদী দিয়ে / যে অতঃপর / পান করবে / তা থেকে / তখন সে না থাকবে / আমার দলে / এবং / যে

لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

না / তার স্বাদ নেবে / নিশ্চয় তবে সে / আমার দলভূক্ত থাকবে / কিন্তু / যে / কোষ ভরে নেবে/ (পানি) / এক কোষ

بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ

তার হাত দিয়ে (সেটা ভিন্ন) / তারা অতঃপর পান করল / তা থেকে / ব্যতীত / স্বল্প সংখ্যক / তাদের মধ্যে হতে / অতঃপর যখন / তা অতিক্রম করল

هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

সে / ও / যারা / ঈমান এনেছিল / তার সাথে / তারা বলেছিল / নাই / শক্তি / আমাদের / আজ

بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

জালূতের সাথে / ও / তার সৈন্যদের (সাথে যুদ্ধের)

বস্তুতঃ তোমরা ঈমানদার হলে, এর মধ্যে তোমাদের জন্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

রুকূঃ৩৩

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হল, তখন সে বলল, একটি নদীকে কেন্দ্রকরে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন। যে তার পানি পান করবে, সে আমার সংগী নয়। আমার সাথী কেবল সে হবে যে তা হতে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য দু-এক অঞ্জলি পান করা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা হতে আকণ্ঠ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল। এর পর তালূত এবং তার সহযাত্রী মুসলমানেরা যখন নদী পারহয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হল, তখন তারা তালূতকে বলল, আজ জালূত এবং তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার কোন শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই[৮৭]।

৮৭.সম্ভবতঃ এ উক্তি সেই সব লোকদের যারা প্রথমেই নদীতে নিজেদের ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়েছিল।

قَالَ	الَّذِينَ	يَظُنُّونَ	أَنَّهُم	مُّلَٰقُوا	اللَّهِ
বলল	যারা	মনে করত	তারা যে	সাক্ষাৎকারী	আল্লাহর সাথে

كَم	مِّن	فِئَةٍ	قَلِيلَةٍ	غَلَبَتْ	فِئَةً	كَثِيرَةً
এমন বহু		দল (রয়েছে)	ছোট ছোট	বিজয়ী হয়েছে (যারা)	দলের (উপর)	বড় বড়

بِإِذْنِ	اللَّهِ	وَ	اللَّهُ	مَعَ	الصَّٰبِرِينَ ⑳	وَ	لَمَّا
অনুমতিতে	আল্লাহর	এবং	আল্লাহ	সাথে আছেন	সবরকারীদের	এবং	যখন

بَرَزُوا	لِجَالُوتَ	وَ	جُنُودِهِ	قَالُوا	رَبَّنَا	أَفْرِغْ
তারা সম্মুখীন হল	জালুতের বিরুদ্ধে	ও	তার সৈন্যদের (বিরুদ্ধে)	বলেছিল তারা	হে আমাদের রব	দানকর

عَلَيْنَا	صَبْرًا	وَّ	ثَبِّتْ	أَقْدَامَنَا	وَ	انصُرْنَا	عَلَى
আমাদেরকে	সবর	ও	দৃঢ়কর	আমাদের পদক্ষেপ	এবং	আমাদেরকেসাহায্য কর	বিরুদ্ধে

الْقَوْمِ	الْكَٰفِرِينَ ⑳	فَهَزَمُوهُم	هُم	بِإِذْنِ	اللَّهِ
জাতির	কাফের	তারা অতঃপর পরাজিত করল	তাদেরকে	হুকুমে	আল্লাহর

وَ	قَتَلَ	دَاوُدُ	جَالُوتَ	وَ	ءَاتَىٰهُ	اللَّهُ	الْمُلْكَ	وَ
এবং	হত্যা করল	দাউদ	জালুতকে	এবং	তাকে দিয়ে ছিলেন	আল্লাহ	রাজত্ব	ও

الْحِكْمَةَ	وَ	عَلَّمَهُ	مِمَّا	يَشَاءُ
হিকমত	ও	তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন	(বিভিন্ন জিনিসের) যা	তিনি চেয়েছেন

কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন খোদার সাথে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বললঃ অনেকবারই দেখাগেছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল খোদার অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের উপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের সংগী রয়েছেন।

২৫০. যখন তারা জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা দোয়া করলঃ "হে আমাদের খোদা, আমাদের ধৈর্যদান কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং এ কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর"।

২৫১. শেষ পর্যন্ত খোদার অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে রাজত্বজ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন।

وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ

এবং যদি না আল্লাহর প্রতিহত (পক্ষহতে) (করাহত) লোকদেরকে তাদের কাউকে (অন্য) কাউকে দিয়ে (তাহলে) অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে যেত

الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ

পৃথিবী কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহশীল উপর দুনিয়ায় লোকদের এই নিদর্শনাদি

اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

আল্লাহর আমরা পেশ করছি তোমার কাছে যথাযথভাবে এবং তুমি নিশ্চয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত রসূলদের

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ

এই রসূলগন আমরা মর্যাদা দিয়েছি তাদের কাউকে উপর কারও

مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

তাদের মধ্যে হতে কারও (সাথে) বলেছেন কথা আল্লাহ এবং উন্নীত করেছেন তাদের কাউকে (উচ্চ) মর্যাদায়

وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

এবং আমরা দিয়েছি ঈসাকে পুত্র মরিয়ামের সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ এবং তাকে সাহায্য করেছি আমরা আত্মাদিয়ে পবিত্র (অর্থাৎ জিবরাইল)

আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতে থাকতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)।

২৫২. এ সবই খোদার নিদর্শন, যা আমি যথাযথ ভাবে তোমাদের নিকট পেশ করছি এবং তুমি নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষের মধ্যে একজন।

২৫৩. এই রসূলগণ– যারা আমার পক্ষহতে মানুষকে হেদায়াত দানের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে–আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ-ই কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিকদিয়ে উচ্চ সম্মান দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়ম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল চিহ্নসমূহ দান করেছি ও "পবিত্র আত্মা দ্বারা" তাকে সাহায্য করেছি।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ

এবং | যদি | চাইতেন | আল্লাহ | না | তারা পরস্পরে যুদ্ধ করত | যারা (ছিল)

بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ

পরে | তাদের | এরপরও | যা | তাদের কাছে এসে ছিল | সুস্পষ্ট নির্দশনাদি | কিন্তু

اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ

মতবিরোধ করল তারা | তাদের মধ্যকার পরে | কেউ | ঈমান আনল | আবার | তাদের মধ্যে | কেউ | অস্বীকার করল | এবং | যদি

شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝٢٥٣

ইচ্ছা করতেন | আল্লাহ | না | তারা একে অপরে লড়ত | কিন্তু | আল্লাহ | করেন | যা | তিনি চান

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা খরচ কর | তা থেকে যা | তোমাদের আমরা রিযিক দিয়েছি | এর পূর্বে

اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا

যে | আসবে | দিন | না | কেনাবেচা হবে | সেখানে | আর | না | বন্ধুত্ব | আর | না

شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٢٥٤

সুপারিশ (কাজে আসবে) | এবং | কাফেররা | তারাই | জালেম

আল্লাহ চাইলে যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল – তারা এই রসূলদের পর পরস্পরে লড়াই করতে পারতনা, কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহর নিয়ম নয়, এজন্যে) তারা পরস্পর মতবিরোধ করল, কেউ ঈমান আনল, আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করল। আল্লাহ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

রুকূঃ৩৪

২৫৪. হে ঈমানদারেরা, যা কিছু মাল আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে ব্যয় কর, সেই দিনের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে– যে দিন না ক্রয়-বিক্রয় হবে, না বন্ধুতা কোন উপকারে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ। প্রকৃত যালেম তারাই যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ

আল্লাহ নাই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া চিরঞ্জীব চিরন্তন (শাশ্বত সত্তা) না তাকে স্পর্শ করতে পারে তন্দ্রা আর

لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ

না ঘুম তাঁরই জন্যে যা কিছু মধ্যে আছে আসমানসমূহের এবং যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا

কে সে (এমন) যে সুপারিশ করবে কাছে তাঁর ব্যতীত তাঁর অনুমতি তিনি জানেন যা(আছে)

بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ

তাদের সামনে এবং যাকিছু তাদের পিছনে এবং না তারা আয়ত্ব করতে পারে

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

সামান্য কিছুও হতে তাঁর জ্ঞান এছাড়া যা তিনি চান বিস্তৃত তাঁর (কর্তৃত্ব) আসন

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ

আসমান সমূহে ও পৃথিবীতে এবং না তাকে ক্লান্ত করে এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

তিনি সর্বোচ্চ (সত্তা) মহান

২৫৫. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, যিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের (লোকদের) সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন; আর যা কিছু তার অগোচরে সে সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে হতে কোন জিনিসই তাদের (লোকদের জ্ঞান-সীমার) আয়ত্ত্বাধীন হতে পারেনা। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর সাম্রাজ্য[৮৮] সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।

৮৮.মূল শব্দ- 'কুরসী' । এ শব্দ সাধারণতঃ রাষ্ট্র-শক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়।

لَآ	اِكْرَاهَ	فِي	الدِّيْنِ	ۖ قف	قَدْ	تَّبَيَّنَ	الرُّشْدُ
নেই	জবরদস্তি	মধ্যে	দ্বীনের		নিশ্চয়	স্পষ্ট হয়েছে	শুদ্ধ-নির্ভুল পথ

مِنَ	الْغَيِّ ۚ	فَمَنْ	يَّكْفُرْ	بِالطَّاغُوْتِ	وَ	يُؤْمِنْ	بِاللّٰهِ
হতে	ভুল চিন্তাধারা	যে অতঃপর	অস্বীকার করবে	খোদাদ্রোহীতাকে	ও	ঈমান আনবে	আল্লাহর উপর

فَقَدِ	اسْتَمْسَكَ	بِالْعُرْوَةِ	الْوُثْقٰى ق	لَا	انْفِصَامَ	لَهَا ط
তাহলে সে নিশ্চয়	ধারণ করল	রজ্জু (বা হাতলকে)	মজবুত করে	না	ছিন্নহওয়ার	যা

وَ	اللّٰهُ	سَمِيْعٌ	عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾	اَللّٰهُ	وَلِيُّ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا ٧
এবং	আল্লাহ	সব শুনেন	সব জানেন	আল্লাহ	অভিভাবক	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে

يُخْرِجُهُمْ	مِّنَ	الظُّلُمٰتِ	اِلَى	النُّوْرِ ط	وَ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْٓا
তাদের বের করে আনেন	হতে	অন্ধকার	দিকে	আলোর	এবং	যারা	অস্বীকার করেছে

اَوْلِيٰٓئُهُمُ	الطَّاغُوْتُ ٧
তাদের অভিভাবক	খোদাদ্রোহীরা

২৫৬. দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৮৯]। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা হতে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগুতকে'[৯০] অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সবকিছু শ্রবণ করেন ও সবকিছু জানেন।

২৫৭. যারা ঈমান আনে, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী অবলম্বন করে, তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে 'তাগুত'[৯১];

৮৯. অর্থাৎ কাউকে 'ঈমান' আনার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না।

৯০. আভিধানিক অর্থে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা যায়, যে নিজের বৈধ সীমা লংঘন করে। বান্দাহ যখন বন্দেগীর সীমা লংঘন করে নিজে মনিব ও প্রভু হওয়ার ঠাট জমিয়ে খোদার বান্দাদেরকে দিয়ে নিজের বন্দেগী-দাসত্ব করায় তখন কোরআনের পরিভাষায় তাকে তাগুত বলা যায়।

৯১. 'তাগুত' শব্দটি একবচন হলেও এখানে তা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাওয়াগিত- তাগুত সমূহ। খোদার দিক থেকে মানুষ যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে মাত্র এক তাগুতের জালে ফাঁসে না বরং অসংখ্য 'তাগুত' তখন তার স্কন্ধে চেপে বসে।

يُخْرِجُوْنَهُمْ	مِّنَ	النُّوْرِ	اِلَى	الظُّلُمٰتِ ط	اُولٰٓئِكَ
তাদেরকে তারা বের করে নিয়ে যায়	থেকে	আলো	দিকে	অন্ধকারের	ঐ সব লোক

اَصْحٰبُ	النَّارِ ج	هُمْ	فِيْهَا	خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾	اَلَمْ	تَرَ
অধিবাসী	জাহান্নামের আগুনের	তারা	তার মধ্যে	চিরস্থায়ী হবে	নাই কি	তুমি দেখ

اِلَى	الَّذِىْ	حَآجَّ	اِبْرٰهٖمَ	فِىْ	رَبِّهٖٓ	اَنْ	اٰتٰىهُ
প্রতি	(তার) যে	বিতর্ক করেছিল	ইবরাহীমে (সাথে)	সম্বন্ধে	তার রব	(এজন্য) যে	তাকে দিয়ে ছিলেন

اللّٰهُ	الْمُلْكَ م	اِذْ	قَالَ	اِبْرٰهٖمُ	رَبِّىَ	الَّذِىْ	يُحْىٖ
আল্লাহ	রাজত্ব	যখন	বলেছিল	ইবরাহীম	আমার রব (হচ্ছেন)	(ঐ সত্তা) যিনি	জীবিত করেন

وَ	يُمِيْتُ لا	قَالَ	اَنَا	اُحْىٖ	وَ	اُمِيْتُ ط	قَالَ
এবং	মৃত্যু দেন	সে বলল	আমি	জীবিত রাখি	ও	মৃত্যু দেই	বলল

اِبْرٰهٖمُ	فَاِنَّ	اللّٰهَ	يَاْتِىْ	بِالشَّمْسِ	مِنَ	الْمَشْرِقِ
ইবরাহীম	নিশ্চয় তবে	আল্লাহ	আনেন	সূর্যকে	হতে	পূর্বদিক

فَاْتِ	بِهَا	مِنَ	الْمَغْرِبِ	فَبُهِتَ	الَّذِىْ	كَفَرَ ط
তুমি তাহলে আন	তাকে	হতে	পশ্চিমদিক	হতবুদ্ধি হয়ে গেল তখন	যে	অস্বীকার করেছিল

তারা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামে যাবার লোক, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

রুকু'ঃ৩৫

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করনি যে ব্যক্তি ইব্রাহীমের সাথে তর্ক করেছিল[৯২]? তর্ক একথা নিয়ে যে 'রব'-কে এবং তা এজন্যে হয়েছিল যে আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। ইব্রাহীম যখন বলল, আমার রব তিনিই-জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারভুক্ত রয়েছে। সে তখন উত্তর দিল, জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইব্রাহীম বলল, তা-ই যদি সত্যি হয়, তবে আল্লাহ তো সূর্য পূর্বদিক থেকে প্রকাশ করেন, তুমি একবার তাকে পশ্চিম দিক থেকে প্রকাশ করে দেখাও। একথা শুনে সত্যের সে দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল।

৯২. 'ঐ ব্যক্তি' বলতে এখানে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) মাতৃভূমি ইরাকের বাদশাহ 'নমরূদ'কে বোঝানো হয়েছে।

وَ اللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ ۞ اَوۡ كَالَّذِىۡ مَرَّ
এবং আল্লাহ না সঠিক পথ দেখান সম্প্রদায়কে যালেম অথবা দৃষ্টান্ত (ঐলোকের) যে অতিক্রম করছিল

عَلٰى قَرۡيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوۡشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى
উপর দিয়ে এক নগরের এবং তা ধ্বংসস্তূপ হয়েছিল উপর তার ছাদগুলোর সে বলল কিরূপে

يُحۡىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ
জীবিত করবেন এটাকে আল্লাহ পর তার ধ্বংসের তখন তাকে মৃত্যুদিলেন আল্লাহ একশত

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَ ؕ قَالَ لَبِثۡتُ يَوۡمًا
বছর (পর্যন্ত) এরপর তাকেপুনর্জীবিত করলেন (তাকে) বললেন কতকাল তুমি অবস্থান করেছ সে বলল অবস্থান করেছি একদিন

اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ ؕ قَالَ بَلۡ لَّبِثۡتَ مِائَةَ عَامٍ
কিংবা কিছু অংশ দিনের তিনি বললেন বরং তুমি অবস্থান করেছ একশত বছর

فَانۡظُرۡ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمۡ يَتَسَنَّهۡ ۚ
অতঃপর লক্ষ্য কর দিকে তোমার খাদ্যের ও তোমার পানীয়ের (দিকে) নাই বিকৃত হয়

কিন্তু আল্লাহ যালেমকে কখনো সঠিক পথ দেখান না।

২৫৯. অথবা উদাহরণ স্বরূপ সে ব্যক্তির কথা চিন্তা কর যে এমন একটি বস্তিতে গিয়ে পৌঁছেছিল যা উপুড় হয়ে ধ্বসে পড়েছিল। সে বলল, এ জনপদ- যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে একে আল্লাহ পুনরায় কিভাবে জীবন্ত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকল। অতঃপর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল কতকাল পড়েছিলে? সে বলল, একটি দিন কিংবা কয়েক ঘন্টা মাত্র। আল্লাহ বললেন, তোমার উপর দিয়ে এমনি অবস্থায় একশতটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় একবার পরীক্ষা করে দেখ যে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা দেয়নি।

অপরদিকে একবার তোমার গাধাটাকেও দেখ, (যে, তার দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়েছে) আর আমরা এটা এজন্যে করেছি যে, আমরা তোমাকে লোকদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিতে চাই। তারপর দেখতে থাক, হাড় গোড়ের এই পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা তাকে কিভাবে মাংস ও চামড়া দিয়ে ভরে দেই, এভাবেই প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখন তার সম্মুখে উদঘাটিত হল তখন সে বললঃ আমি জানি যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২৬০. সে ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইব্রাহীম বলেছিলঃ হে খোদা, আমাকে দেখায়ে দাও তুমি মৃতকে কেমন করে পূনর্জীবিত কর। আল্লাহ বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করনা? সে বলল, বিশ্বাস তো আমি করি। কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনার প্রয়োজন[৯৩]।

৯৩. অর্থাৎ সেই নিঃসন্দেহ বিশ্বাস ও নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তি যা চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা লাভ করা যায়।

قَالَ	فَخُذْ	اَرْبَعَةً	مِّنَ	الطَّيْرِ	فَصُرْهُنَّ
তিনি বললেন	তুমি তাহলে ধর	চারটি		পাখী	এরপর তাদেরকে পোষ মানাও

اِلَيْكَ	ثُمَّ	اجْعَلْ	عَلٰى	كُلِّ	جَبَلٍ	مِّنْهُنَّ
তোমার প্রতি	এরপর	রেখে দাও	উপর	প্রত্যেক	পাহাড়ের	তাদের থেকে

جُزْءًا	ثُمَّ	ادْعُهُنَّ	يَاْتِيْنَكَ	سَعْيًا ط	وَ	اعْلَمْ
(কর্তিতএকএক) অংশ	এরপর	তাদেরকে ডাক	তোমার কাছে আসবে	দৌড়ে	এবং	তুমি জেনে রাখ

اَنَّ	اللّٰهَ	عَزِيْزٌ	حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾ ع	مَثَلُ	الَّذِيْنَ	يُنْفِقُوْنَ
যে	আল্লাহ	পরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ	দৃষ্টান্ত (তাদের ঐরূপ)	যারা	খরচ করে

اَمْوَالَهُمْ	فِىْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	كَمَثَلِ	حَبَّةٍ	اَنْۢبَتَتْ	سَبْعَ
তাদের ধন সম্পদ		পথে	আল্লাহর	যেমন দৃষ্টান্ত	একটা শস্যকণার (বীজের)	তা উৎপন্ন করে	সাতটি

سَنَابِلَ	فِىْ	كُلِّ	سُنْۢبُلَةٍ	مِّائَةُ	حَبَّةٍ ط	وَ	اللّٰهُ	يُضٰعِفُ
শীষ	মধ্যে আছে	প্রত্যেকটি	শীষে	একশত	শস্যকণা	এবং	আল্লাহ	বৃদ্ধি করেন বহুগুনে

لِمَنْ	يَّشَآءُ ط	وَ	اللّٰهُ	وَاسِعٌ	عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾
তার জন্যে যাকে	তিনি ইচ্ছা করেন	এবং	আল্লাহ	প্রাচুর্যময়	সর্বজ্ঞ

আল্লাহ বললেন, তবে তুমি চারটি পাখী ধর এবং সেগুলিকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে নাও। তার পর ওদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর তাদের ডাক, তারা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। বিশেষভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞানী।

রুকূঃ৩৬

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হল, এবং তা হতে সাতটি ছড়া বের হল আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি 'দানা' হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদারহস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও।

২৬২. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং তার প্রতিদান চেয়ে বেড়ায় না, (অনুগৃহীতকে) কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট সুরক্ষিত এবং তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।

২৬৩. একটু মিষ্টি কথা এবং কোন দুঃসহ ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখান সে দান অপেক্ষা ভাল– যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাই তাঁর গুণ।

২৬৪. হে ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্টদিয়ে উহাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করোনা যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে; না আল্লাহর প্রতি ঈমানরাখে, না পরকালের প্রতি।

তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপঃ যেমন একটি চাতাল, যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। তার উপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়েগেল, এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। এসব লোক দান-সদকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে হেদায়াত করা আল্লাহর রীতি নয়[৯৪]।

২৬৫. পক্ষান্তরে যারা নিজের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কোন উচ্চভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুন ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেনুই উহার জন্যে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর খোদার গোচরীভূত রয়েছে।

৯৪. এখানে 'কাফের' শব্দ অকৃতজ্ঞ ও নেয়ামত-অস্বীকারকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে তার একটি শস্য-শ্যামল বাগান হবে, তা ঝর্ণাধারায় সিক্ত এবং খেজুর, আংগুর– সব রকমের ফলে ভরপুর হবে, আর ঠিক সে সময়ে–যখন সে নিজে বৃদ্ধ হল ও তার অল্প বয়স্ক সন্তানেরা কোন কাজের উপযুক্ত হয়নি–একটি উত্তপ্ত দ্রুতগামী হাওয়া লেগে তা জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে[৯৫]? এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিজের কথাগুলি তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেন, যেন চিন্তা ও গবেষণা কর।

৯৫. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবন-ব্যাপী শ্রম-সাধনায় উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া তোমাদের জন্য সব চেয়ে বেশী আবশ্যক ও নূতন ভাবে উপার্জন করার কোন সুযোগই বর্তমান নেই, এমন এক সংকট সময়ে তোমাদের সকল সম্পদ অকস্মাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ কর না তবে তোমরা একথা কেমন করে পছন্দ করছো যে, দুনিয়ায় জীবন ভোর শ্রম করার পর পরকালের জগতে পা রেখেই তোমরা দেখতে পাবেঃ তোমাদের সারা জীবন-ব্যাপী কর্ম-কাণ্ডের সেখানে কোন মূল্যই নেই, দুনিয়ার জন্য তোমরা যা কিছুই উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গিয়েছে, এবং পরকালের জন্য তোমরা এমন কিছুই উপার্জন করে নিয়ে যাওনি, যার ফল তোমরা সেখানে ভোগ করতে পারো?

রুকুঃ৩৭

২৬৭. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমরা তোমাদের জন্যে জমি হতে উৎপাদন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, খোদার পথে খরচ করার জন্যে নিকৃষ্টতম জিনিষগুলি বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কেননা সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হবেনা–তা গ্রহণ করার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া। তোমাদের জেনে নেয়া উচিৎ যে, আল্লাহ কারো মুখোপেক্ষী নন ও তিনি সবচেয়ে উত্তম গুনে বিভূষিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলোভিত করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত ও সবজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দান করেন;

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ مَا

এবং যাকে দেয়া হয়েছে হিকমত অতঃপর নিশ্চয় তাকে দেওয়া হয়েছে কল্যাণ অনেক এবং না

يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ

শিক্ষা নেয় (এ থেকে) এছাড়া সম্পন্নরা বোধশক্তি এবং যা তোমরা খরচ কর

مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ

কোন খরচা খরচ অথবা মানত কর তোমরা কোন মানত নিশ্চয় অতঃপর আল্লাহ

يَعْلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِنْ تُبْدُوا

তা জানেন এবং নেই জালিমদের জন্যে সাহায্যকারী যদি তোমরা প্রকাশ্যে দাও

الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَ إِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا

সদকা সমূহ উত্তম তবে তা আর যদি তা গোপনে কর ও তোমরা দাও তা

الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ

ফকিরদেরকে তা তবে (আরও) ভাল তোমাদের জন্যে এবং দূর করবেন তোমাদের থেকে

سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

তোমাদের পাপগুলো এবং আল্লাহ ঐ বিষয় যা তোমরা কাজ কর ভালভাবে অবহিত

আর যে ব্যক্তি এ জ্ঞান লাভ করল, প্রকৃত পক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করল। এসব কথা হতে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে যারা বুদ্ধিমান।

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করেছ আর যে নযরই[৯৬] মেনেছ, আল্লাহ তা ভাল ভাবেই জানেন; প্রকৃতপক্ষে যালেমদের কেহ সাহায্যকারী নেই।

২৭১. তোমরা তোমাদের দান-সদকা যদি প্রকাশ্যভাবে দাও তবে তাও ভাল, যদি গোপনে অভাবি লোকদেরকে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে বেশী ভাল, এরূপ কাজের ফলে তোমাদের বহুসংখ্যক পাপ মিটে যায়। আর তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তার খবর রাখেন।

৯৬. নিজের কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়ার বিনিময়ে কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন নেক কাজ করার অঙ্গীকার করে, যেকাজ তার পক্ষে ফরয ছিল না, তবে তাকে 'নযর' বলা হয় । যদি এই উদ্দেশ্য কোন হালাল ও জায়েয-সিদ্ধ ও বৈধ বিষয় সম্পর্কে হয় ও তা আল্লাহতা'আলারই কাছে প্রার্থনা করা হয়, এবং তা সফল হলে তার বিনিময়ে যে কাজ করার অঙ্গিকার করা হয়। তা যদি শুধু আল্লাহতা'আলারই জন্য হয় তবে এরূপ 'নযর' আল্লাহর আনুগত্যের পথে হয়েছে বলা যায়; এবং এরূপ 'নযর' পূর্ণ করা পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ । আর যদি এরূপ না হয়, তবে সে 'নযর ' মানা ও তা পূর্ণ করা আল্লাহর আযাবের কারণ হবে।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط

নয় | তোমার উপর (দায়িত্ব) | তাদের হেদায়াতের | কিন্তু | আল্লাহ | পথ দেখান | যাকে | তিনি চান

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَ مَا تُنْفِقُوْنَ

এবং | যা | তোমরা খরচ কর | কোন | সম্পদ | তা তোমাদের নিজেদের জন্যে | এবং | না | তোমরা খরচ কর

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

এছাড়া যে | সন্ধানে | সন্তুষ্টির | আল্লাহর | এবং | যা | তোমরা খরচ কর | সম্পদ

يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ

পূর্ণ দেয়া হবে | তোমাদেরকে | ও | তোমাদের (প্রতি) | না | হক নষ্ট করা হবে | অভাবগ্রস্থদের জন্যে

الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

যারা | আটকেপড়েছে (ব্যস্ততার কারণে) | পথে | আল্লাহর | না | পারে

ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ

ঘুরাফিরা করতে | পৃথিবীতে (অর্থাৎ উপার্জনকরতে) | তাদেরকে মনে করে | অজ্ঞ লোকেরা | স্বচ্ছল

التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط

বিরত থাকায় (চাওয়া থেকে) | তাদেরকে চিনবে তুমি | তাদের লক্ষণ দিয়ে | না | তারা চায় | মানুষ (থেকে) | নাছোড় হয়ে

২৭২. লোকদেরকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার উপর নয়। কেননা হেদায়াত তো আল্লাহই যাকে চান দান করেন। আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণকর। তোমরা এজন্যেই তো খরচ কর যে, তোমরা খোদার সন্তোষ লাভ করবে। কাজেই তোমরা যে সব ধন-মাল দান-খয়রাতের ব্যাপারে খরচ করবে, তার পুরোপুরি প্রতিফলই তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের 'হক' কখনই নষ্ট করা হবে না।

২৭৩. বিশেষভাবে সাহায্য পাবার অধিকারী হচ্ছে সে সব গরীব লোক যারা খোদার কাজে এমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্যে পৃথিবীতে কোন চেষ্টা-যত্ন করতে পারে না। আত্মসন্মান বোধ ও পরমুখাপেক্ষ হীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থার লোক বলে ধারণা করে। তুমি তাদের চেহারা দেখেই তাদের ভিতরকার অবস্থা বুঝতে পার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদের ধরে ধরে ভিক্ষা করার মত লোক নয়।

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝٢٧٣
এবং যা তোমরা খরচ কর হতে সম্পদ অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ তা সম্পর্কে খুব অবহিত

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا
যারা খরচ করে তাদের সম্পদ সমূহকে রাতে ও দিনে গোপনে

وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ
ও প্রকাশ্যে ফলে (রয়েছে) তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার কাছে তাদের রবের এবং নাই কোন ভয়

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٢٧٤ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ
তাদের জন্যে এবং না তারা চিন্তা করবে যারা খায়

الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ
সুদ না তারা দাঁড়াবে এছাড়া যেমন দাঁড়ায় সেই (ব্যক্তি) যাকে পাগল করেছে

الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ
শয়তান দ্বারা (তার) স্পর্শ

তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু জান-মাল তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয় খোদার দৃষ্টি হতে গোপণ থাকবে না।

রুকূঃ৩৮

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-মাল রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকটই প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

২৭৫. কিন্তু যারা সূদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার স্পর্শদ্বারা পাগল ও সুস্থজ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে[৯৭]।

৯৭. পাগল ও দিওয়ানা ব্যক্তিকে আরববাসীরা 'মজনুন' অর্থাৎ "প্রেতগ্রস্থ' বলতো। কাউকে পাগল বলতে হলে তারা বলতো সে জ্বিনগ্রস্থ হয়েছে। এই বাগধারা ব্যবহার করে কোরআন সূদখোর ব্যক্তির প্রতি উদ্ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তির উপমা প্রয়োগ করেছে।

ذٰلِكَ	بِاَنَّهُمْ	قَالُوْٓا	اِنَّمَا	الْبَيْعُ	مِثْلُ	الرِّبٰوا م
এটা	এ জন্যে যে তারা	বলে	মূলতঃ	ব্যবসাও	অনুরূপ	সূদেরই

وَ	اَحَلَّ	اللّٰهُ	الْبَيْعَ	وَ	حَرَّمَ	الرِّبٰوا ط	فَمَنْ	جَآءَهٗ
অথচ	হালাল করেছেন	আল্লাহ	ব্যবসাকে	ও	নিষিদ্ধ করেছেন	সূদকে	অতপর যে	তার কাছেএসেছে

مَوْعِظَةٌ	مِّنْ	رَّبِّهٖ	فَانْتَهٰى	فَلَهٗ	مَا	سَلَفَ ط
উপদেশ	পক্ষ হতে	তার রবের	অতঃপর সে বিরত হয়েছে (সূদখোরী হতে)	সে ক্ষেত্রে তার জন্যে	যা	অতীত হয়েছে (হয়ে গেছে)

وَ	اَمْرُهٗٓ	اِلَى	اللّٰهِ ط	وَ	مَنْ	عَادَ	فَاُولٰٓئِكَ
এবং	তার ব্যাপার (সোপর্দ)	কাছে	আল্লাহ	আর	যে	পুনরাবৃত্তি করবে	তাহলে ঐ সব লোক

اَصْحٰبُ	النَّارِ ج	هُمْ	فِيْهَا	خٰلِدُوْنَ (٢٧٥)
অধিবাসী (হবে)	দোজখের	তারা	তার মধ্যে	চিরস্থায়ী হবে

তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সূদের মতই জিনিস[৯৮]। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার খোদার তরফ হতে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে এ সূদখোরী হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যাকিছু খেয়েছে[৯৯] তা তো খেয়েছেই- ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে খোদারই উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৯৮. অর্থাৎ তাদের মতবাদ ও ধারণায় এই ভুল আছে যে ব্যবসায়ে মূলধনের উপর গৃহীত লাভের প্রকৃতি ও সূদের প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারেনা; এবং ব্যবসায়-জাত মুনাফা ও সূদ এই দুই জিনিসকে একই মনে করে তারা এই যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসায়ে নিয়োগকরা টাকার মুনাফা যদি বৈধ হয় তবে কর্য স্বরূপ দেওয়া টাকার মুনাফা অবৈধ হবে কেন?

৯৯.একথা বলা হয়নি যে যা কিছু তারা খেয়ে নিয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হয়েছে , তার ব্যাপার আল্লাহরই এখতিয়ারে। এই বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায়– যা খেয়ে নিয়েছে তাখেয়ে নিয়েছে 'এই কথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, যা খেয়ে নিয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হলো; বরং এর লক্ষ্য এতটুকু আইনগত সুবিধাদান করা যে, যে সূদ ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য আইনতঃ নির্দেশ দেওয়া হবে না।

২৭৬. আল্লাহ সূদকে নির্মূল করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। এবং আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে মাত্রই পছন্দ করেন না।

২৭৭. তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, তাদের প্রতিফল নিশ্চিতরূপেই তাদের খোদার নিকট রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

২৭৮. হে ঈমানদারেরা, খোদাকে ভয় কর, আর তোমাদের যে সূদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও; যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাক।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ
অতঃপর যদি / না / তোমরা কর / তোমরা তবে জেনেরেখ / যুদ্ধের (ঘোষণা রয়েছে) / পক্ষ হতে / আল্লাহর

وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ
ও / তাঁর রসূল / আর / যদি / তোমরা তওবা কর / তবে (থাকবে) তোমাদের জন্যে / মূলধন / তোমাদের মালের

لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ
না / তোমরা জুলুম করো / আর / না / জুলুম করা হবে (তোমাদের উপর) / এবং / যদি / হয় (ঋণ গ্রহীতা) / অভাবগ্রস্থ

فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
অবসর তবে দেবে / পর্যন্ত / সচ্ছলতা / এবং / যদি / তোমরা সদকা করে দাও / উত্তম / তোমাদের জন্যে

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾
যদি / তোমরা / জানতে

২৭৯. কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না কর, তবে জেনে রাখ যে খোদা এবং রসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা হয়েছে[১০০]। এখনো যদি তওবা কর (এবং সূদ পরিত্যাগ কর) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে।

২৮০. তোমাদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণকারী (ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দাও। আর যদি সাদকা করে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা বুঝতে পার[১০১]।

১০০. মক্কা বিজয়ের পর যখন আরব ইসলামী শাসনাধীনে আসে সেই সময় এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। এর পূর্বে সূদকে যদিও না পছন্দ জিনিস মনে করা হতো কিন্তু আইনতঃ তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সূদী কারবারকে ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আয়াতের শেষাংশের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ) ,ইবনে সিরিন (রাঃ) ও রবী বিন আনাস (রঃ) এই অভিমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) মধ্যে সূদ গ্রহণ করবে তাকে তওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে, এবং যদি সে সূদ থেকে বিরত না হয় তবে তাকে নিহত করা হবে। অন্যান্য ফিকাহবিদদের অভিমত হচ্ছে– এরূপ ব্যক্তিকে বন্দী করাই যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সূদ খাওয়া ত্যাগ করার অংগীকার না করে ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

১০১. এই আয়াত শরীফ থেকে এই শরীয়তী বিধান নির্গত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হবে তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্যে ইসলামী আদালত ঋণ দাতাকে বাধ্য করবে। কোন কোন অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশ বিশেষ একেবারে মাফ করে দেওয়ারও অধিকারী হবে । ফিকাহ বিদগণ সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবারের পাত্র, পরনের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্র পাতি দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করে, কোন অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না ।

وَ	اتَّقُوْا	يَوْمًا	تُرْجَعُوْنَ	فِيْهِ	اِلَى	اللّٰهِ قف
এবং	তোমরা ভয়কর	সেদিনের	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে	যার মধ্যে	দিকে	আল্লাহরই

ثُمَّ	تُوَفّٰى	كُلُّ	نَفْسٍ	مَّا	كَسَبَتْ	وَ	هُمْ
এরপর	পূর্ণ দেয়া হবে	প্রত্যেক	ব্যক্তিকে	যা	সে অর্জন করেছে	এবং	তাদেরকে

لَا	يُظْلَمُوْنَ	ع ٢٨١	يٰاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْٓا	اِذَا
না	জুলুম করা হবে		ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	যখন

تَدَايَنْتُمْ	بِدَيْنٍ	اِلٰٓى	اَجَلٍ	مُّسَمًّى	فَاكْتُبُوْهُ ط
তোমরা লেনদেন কর	ঋণের	পর্যন্ত	মেয়াদ	নির্দিষ্ট	তখন তা তোমরা লিখে রাখ

وَ	لْيَكْتُبْ	بَّيْنَكُمْ	كَاتِبٌۢ	بِالْعَدْلِ ص	وَ	لَا	يَاْبَ
এবং	লিখবে	তোমাদের মাঝে	একজন লেখক	ন্যায্যভাবে	এবং	না	অস্বীকার করবে

كَاتِبٌ	اَنْ	يَّكْتُبَ	كَمَا	عَلَّمَهُ	اللّٰهُ	فَلْيَكْتُبْ ج
কোন লেখক		লিখতে	যেমন	শিখিয়েছেন তাকে	আল্লাহ	অতএব সে যেন লেখে

ع ٣٨ ٦

২৮১. আর সেই দিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ হতে আত্মরক্ষাকর যে দিন তোমরা খোদার দিকে ফিরে যাবে। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা পুণ্যের পুরাপুরি ফল দানকরা হবে এবং কখনো কারো উপর যুলুম করা হবে না।

রুকু:৩৯

২৮২. হে ঈমানদারেরা, যদি কোন নির্দিষ্ট মীয়াদের জন্যে তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর[১০২], তবে তা লিখে নিও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের সাথে সুবিচার সহ দস্তাবেজ লিখে দিবে। আল্লাহ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লিখবার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়।

১০২. এর থেকে এই বিধান নির্গত হয় যে, ঋণের ব্যাপারে মীয়াদ (সময়-সীমা) নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

وَ لْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ

এবং (লেখ্যবিষয়) যেন লেখায় | সেই (ব্যক্তি) | যার উপর আছে | অধিকার (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) | এবং | ভয় করে যেন (লেখক) | আল্লাহকে (যিনি) | তার রব | এবং

لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا

না | কমবেশী করবে | তা থেকে | কিছুই | অতঃপর যদি | হয় | সে | যার উপর | অধিকার (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) | নির্বোধ

اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

বা | দুর্বল | বা | না | পারে | লিখারবস্তু লিখাতে | সে | তবে | লেখ্য বিষয় লেখাবে

وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ

তার অভিভাবক | ন্যায্যভাবে | এবং | তোমরা সাক্ষী রাখ | দুজন সাক্ষী | মধ্য হতে

رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ

তোমাদের পুরুষদের | অতঃপর যদি | না | থাকে | দুজন পুরুষ | তবে | একজন পুরুষ | ও | দুজন মহিলা

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا

(তাদের) হতে যাদের | তোমরা পছন্দ কর | মধ্য হতে | সাক্ষীদের | যদি | ভুলে যায় | দুজনের একজন

فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ

স্মরণ করাবে তখন | দুজনের একজন | অন্যজনকে | এবং | না | অস্বীকার করবে | সাক্ষীরা

اِذَا مَا دُعُوْا ؕ

যখন | তাদের ডাকা হবে

সে লিখবে, আর লিখাবে (লেখ্য বিষয় বলে দিবে) সে ব্যক্তি যার উপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। তার প্রভু-আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যে সব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয়, অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে তার ওলি (গার্জেন) ইনসাফ সহকারে লিখায়ে দিবে। অতঃপর পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে উহার সাক্ষী বানিয়ে নাও। দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে, যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষী এমন লোকদের মধ্যে হতে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তা তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়।

وَ لَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا
এবং না তোমরা বিরক্তি বোধ করবে লিখতে তা ছোট (ব্যাপার হউক) বা বড় (হউক)

اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ
পর্যন্ত তার মীয়াদ এটা অধিকতর ন্যায়সংগত কাছে আল্লাহর ও দৃঢ়তর

لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে ও অধিক নিকটবর্তী (যেন) না তোমরা সন্দেহ কর তবে যে (সব) হয়ে থাকে

تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
ব্যবসা নগদ তা তোমরা সম্পন্ন কর তোমাদের মাঝে নাই সেক্ষেত্রে

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَ اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص
তোমাদের উপর কোন গুনাহ যদি না তোমরা লিখে রাখ তা এবং তোমরা সাক্ষী রাখ যখন তোমরা বেচা কেনা কর

وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ ؕ وَ اِنْ تَفْعَلُوْا
এবং না কষ্ট দেওয়া যাবে লেখককে আর না সাক্ষীকে এবং যদি তোমরা কর

فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ
তবে তা নিশ্চয় গোনাহ তোমাদের জন্যে এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আল্লাহ

وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾
এবং আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে খুব অবহিত

ব্যাপার ছোট হোক কি বড়-মীয়াদ নির্দিষ্ট করে তার 'দস্তাবেজ' লিখিয়ে নেয়াকে উপেক্ষা করো না। খোদার নিকট এ পন্থা তোমাদের জন্যে অধিকতর সুবিচার-মূলক। এর দরুণ সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমান করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যে সব ব্যবসা সম্পর্কীয় লেন-দেন তোমরা পরস্পরে হাতে হাতে (নগদ) করে থাক তা লিখে না নিলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহর গজব হতে আত্মরক্ষা কর, তিনি তোমদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
إِنْ	যদি
كُنْتُمْ	তোমরা হও
عَلٰى سَفَرٍ	সফরের
وَّ	এবং
لَمْ	না
تَجِدُوْا	তোমরা পাও
كَاتِبًا	কোন লেখক
فَرِهٰنٌ	বন্ধকীবস্তু তবে
مَّقْبُوْضَةٌ ؕ	হস্তগত (রাখতে পার)
فَإِنْ	অতঃপর যদি
أَمِنَ بَعْضُكُمْ	তোমাদের কেউ আস্থা রাখে
بَعْضًا	কারো উপর
فَلْيُؤَدِّ	সে প্রত্যার্পন করে যেন তবে
الَّذِى	যার (উপর)
اؤْتُمِنَ	আস্থা রাখা হয়েছিল
أَمَانَتَهٗ وَ	এবং তার আমানতের
لْيَتَّقِ	সে যেন ভয় করে
اللّٰهَ	আল্লাহকে
رَبَّهٗ ؕ	(যিনি) তার রব
وَ	এবং
لَا	না
تَكْتُمُوا	তোমরা গোপন করবে
الشَّهَادَةَ ؕ	সাক্ষ্য
وَ	এবং
مَنْ	যে
يَّكْتُمْهَا	তা গোপন করবে
فَإِنَّهٗ	তাহলে সে নিশ্চয়
اٰثِمٌ	পাপী
قَلْبُهٗ ؕ	তার অন্তর
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
بِمَا	যা
تَعْمَلُوْنَ	তোমরা কাজ কর
عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾	খুব অবহিত
لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্যে
مَا	যা কিছু
فِى	মধ্যে আছে
السَّمٰوٰتِ	আসমান সমূহের
وَ	ও
مَا	যা কিছু
فِى	মধ্যে আছে
الْأَرْضِ ؕ	পৃথিবীর
وَ	এবং
إِنْ	যদি
تُبْدُوْا	তোমরা প্রকাশ কর
مَا	যা কিছু
فِىٓ	মধ্যে আছে
أَنْفُسِكُمْ	তোমাদের মনের
أَوْ	অথবা
تُخْفُوْ	গোপন কর তোমরা
هُ	তা
يُحَاسِبْكُمْ	তোমাদের হিসাব নেবেন
بِهِ	তা সম্পর্কে
اللّٰهُ ؕ	আল্লাহ

২৮৩. তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাক এবং দস্তাবেজ লিখবার জন্যে কোন লেখক পাওয়া না যায় তবে 'রেহেন' বন্ধক দ্বারা কাজ সম্পন্ন কর[১০৩]। তোমাদের মধ্য কেউ যদি কারো উপর নির্ভর করে তার সাথে কোন কাজ করে তবে যার উপর নির্ভর করা হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথ রূপে আদায় করা এবং আল্লাহকে ভয় করে চলা। এবং সাক্ষ্য কখনই গোপন করবে না, যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপের কালিমা-যুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন।

রুকুঃ৪০

২৮৪. আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর না-ই কর, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট হতে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন।

১০৩. গচ্ছিত জিনিসের বিনিময়ে ঋণ দানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণদাতার ঋণ শোধ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা লাভ করা। কিন্তু ঋণের পরিবর্তে গচ্ছিত মাল থেকে কোন ফায়দা হাসিল করার অধিকার ঋণদাতার নেই । কেননা তা সুদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোন পশু বন্দক রাখা হয়, তবে তার দুগ্ধ ব্যবহার করা যাবে ও তাকে যানবাহন ও ভারবহনের কাজেও লাগানো যাবে । কেননা প্রকৃত পক্ষে তা হচ্ছে উক্ত পশুকে ঘাস ও খাদ্য দানের বিনিময়।

فَيَغْفِرُ	لِمَنْ	يَّشَاءُ	وَ	يُعَذِّبُ	مَنْ	يَّشَاءُ ط	وَ	اللّٰهُ
অতঃপর মাফ করবেন	যাকে	তিনি ইচ্ছা করবেন	এবং	তিনি আযাব দেবেন	যাকে	তিনি ইচ্ছা করবেন	এবং	আল্লাহ

عَلٰى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾	اٰمَنَ	الرَّسُوْلُ	بِمَآ	اُنْزِلَ
উপর	সব	কিছুর	ক্ষমতাবান	ঈমান এনেছে	রসূল	ঐ বিষয় যা	নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْهِ	مِنْ	رَّبِّهٖ	وَ	الْمُؤْمِنُوْنَ ط	كُلٌّ	اٰمَنَ	بِاللّٰهِ
তার প্রতি	পক্ষ হতে	তার রবের	এবং	মোমেনরাও	সবাই	ঈমান এনেছে	আল্লাহর উপর

وَ	مَلٰٓئِكَتِهٖ	وَ	كُتُبِهٖ	وَ	رُسُلِهٖ قف	لَا	نُفَرِّقُ	بَيْنَ	اَحَدٍ
ও	তাঁর ফেরেশতাদের	ও	তার গ্রন্থগুলোর	এবং	তাঁর রসূলদের (উপর)	(তারা বলে) না	আমরা পার্থক্য করি	মাঝে	কারও

مِّنْ	رُّسُلِهٖ قف	وَ	قَالُوْا	سَمِعْنَا	وَ	اَطَعْنَا ق	غُفْرَانَكَ
মধ্যে হতে	তাঁর রসূলদের	এবং	তারা বলে	আমরা শুনলাম	এবং	আমরা মানলাম	তোমার কাছে ক্ষমা (চাই)

رَبَّنَا	وَ	اِلَيْكَ	الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾	لَا	يُكَلِّفُ	اللّٰهُ	نَفْسًا	اِلَّا
এবং হে আমাদের রব		তোমারই কাছে	প্রত্যাবর্তন হবে	না	কার্যভার দেন	আল্লাহ	কোন ব্যক্তিকে	এছাড়া যা

وُسْعَهَا ط	لَهَا	مَا	كَسَبَتْ	وَ	عَلَيْهَا	مَا	اكْتَسَبَتْ ط
তার সামর্থ (আছে)	তার জন্যে আছে	যা (পূণ্য)	সে অর্জন করেছে	এবং	তার বিরুদ্ধে	যা (পাপ)	সে অর্জন করেছে

অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এটা তাঁর ইখতিয়ার, তিনি সর্বশক্তিমান।

২৮৫. রসূল সে হেদায়াত (পথ-নির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে যা তার পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সে হেদায়াতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ, ফিরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এইঃ আমরা খোদার রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমারা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। 'হে খোদা' আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্যে প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২৮৬. আল্লাহ কোন প্রাণীর উপরই তার শক্তি-সামর্থের অধিক দায়িত্ব-বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পূণ্য অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই জন্যে, আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফল তার উপর পড়বে।

(ঈমানদাররেরা! তোমরা এভাবে দোয়া কর) "হে, আমাদের খোদা, ভুল ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিওনা। হে খোদা, আমাদের উপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যে রূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে খোদা, যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপায়োনা, আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, তুমিই আমাদের মাওলা আশ্রয়দাতা; কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

সূরা আলে-ইমরান

নাম

এই সূরার মধ্যে এক স্থানে আলে-ইমরান- এর উল্লেখ করা হয়েছে, চিহ্নস্বরূপ উহাকেই এই সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়।

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও মূল বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন দিক

এই সূরায় চারটি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছেঃ

প্রথম ভাষণ হচ্ছে সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকুর প্রথম দুই আয়াত পর্যন্ত যা সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের পরবর্তীকালেই নাযিল হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছেঃ "আল্লাহ আদম, নূহ, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানকে সমগ্র দুনিয়াবাসীদের অপেক্ষা উত্তম বলে স্বীয় রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন" -এই আয়াত হতে এবং ৬ষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত উহা সমাপ্ত হয়েছে। নবম হিজরীতে নাজরাণ প্রতিনিধিদল আগমনের সময় এটা নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ সপ্তম রুকুর শুরু হতে দ্বাদশ রুকুর শেষ ভাগ পর্যন্ত চলেছে । মনে হয় তা প্রথম ভাষণের সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে।

চতুর্থ ভাষণ ত্রয়োদশ রুকু হতে সূরার শেষ পর্যন্ত । এটা ওহদের যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে।

আলোচনা

মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্যই উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষণকে একটি ধারাবাহিক নিবন্ধে পরিণত করেছে। এই সূরার কথাগুলি বিশেষভাবে দুইটি দলের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে । প্রথম আহলি কিতাব, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান; আর দ্বিতীয় যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল ।

প্রথম দলকে সূরা বাকারার অনুরূপ এই সূরায় আরও অধিক পূর্ণতাসহকারে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাদের আকীদার ভ্রান্তি ও নৈতিক ত্রুটি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছেঃ এই রসূল ও এই কোরআন সেই দ্বীন-ইসলামের দিকেই আহবান জানাচ্ছে যেদিকে প্রথম হতে সকল নবীই জানিয়ে এসেছেন এবং যা প্রকৃতপক্ষে খোদার স্থায়ী প্রাকৃতিক বিধান অনুয়ায়ী একমাত্র সত্য জীবন-ব্যবস্থা। এই দ্বীনের সহজ-সরল ও সঠিক পথ পরিত্যাগ করে যে পথই তোমরা অবলম্বন করেছ তা তোমাদের সমর্থিত আসমানী কিতাবসমূহের দৃষ্টিতেও ঠিক নয়। কাজেই এই মহান সত্যকে গ্রহণ কর যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পার না।

দ্বিতীয় দল- যাদেরকে এখন সর্বোত্তম জাতিরূপে সত্যের ধারক ও পৃথিবীর সংস্কারক হিসাবে দায়িত্বশীল করে দেওয়া হয়েছে, এই সূরায় তাদেরকে পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক উপদেশ দান করা হয়েছে। তাদেরকে অতীত কালের উম্মতদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের মর্মান্তিক চিত্র দেখিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পদাংক অনুসরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি সংস্কারক জাতি হিসাবে কিভাবে তাদের কাজ করা উচিৎ এবং যে সব আহলি-কিতাব ও মুনাফিক মুসলিম খোদার পথে নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ওহদ যুদ্ধের সময় তাদের যে সব দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে তা সংশোধনের জন্যও তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবে আলোচ্য সূরাটিতে যে বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিকতা ও সুসংবদ্ধতা বর্তমান আছে শুধু তাই নয়, সূরা বাকারার সাথেও এর এতদুর নিকট সম্পর্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মনে হয়ে এ সর্বতোভাবে সূরা বাকারার পরিশিষ্ট মাত্র এবং এটাও মনে হয় যে, সূরা বাকারার পরেই এর স্থান স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

(১) সূরা বাকারায় ইসলাম-বিশ্বাসীদিগকে যে সব কঠিন বিপদ-মুসিবৎ ও অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সর্তক করে দেওয়া হয়েছিল তার সবকিছুই পূর্ণ তীব্রতা সহকারে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে যদিও ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করেছিলেন কিন্তু মূলতঃ এই যুদ্ধ ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার সমান। আরবের যে সব শক্তি এই নূতন আন্দোলনের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করত, তারা সর্বপ্রথম সশস্ত্র যুদ্ধেই হতচকিত হয়ে উঠল । চারিদিকে শত্রুতার প্রবল ঝড়-ঝনঝার সৃষ্টি হল । মুসলমানদের উপর এক স্থায়ী ভয় ও অস্বস্তি–অশান্তির অবস্থা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগল যে, মদীনার এই ক্ষুদ্র জনপদকে- যা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সমগ্র দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে নিয়েছে– মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। এরূপ অবস্থার কারণে মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থাও সাংঘাতিকরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হল। প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র জনপদ-যেখানে মাত্র কয়েকশ' ঘর অবস্থিত ছিল তথায় সহসা বহু সংখ্যক মুহাজিরের আগমনে তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেংগে পড়েছিল। তদুপরি এই যুদ্ধের অবস্থা একে আরও কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল।

(২) হিজরতের পর নবী করীম (সঃ) মদীনার চতুর্দিকের ইয়াহুদী গোত্রসমূহের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তারা সেসব চুক্তির বিন্দুমাত্র পরোয়া করল না। বদর যুদ্ধের সময় এই আহলি-কিতাবগণ তওহীদ,রেসালত, আসমানী কিতাব ও পরকাল-বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের প্রতিই অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল। বদরের পর এরা প্রকাশ্যভাবে কোরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উসকানী দিতে লাগল। বিশেষ করে বনী নজীর গোত্রের প্রধান কায়াব বিন আশরাফ মুসলমানদের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে অন্ধ শত্রুতা ও চরম হীনতার আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের শয়তানী কার্যক্রম ও চুক্তি-ভংগ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল তখন নবী করীম (সঃ) বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই ইয়াহুদী গোত্র সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শয়তান এই বনুকায়নাকা গোত্রের উপর আক্রমন চালালেন এবং তাদেরকে মদীনার উপকণ্ঠ হতে বিতাড়িত করে দিলেন । এর ফলে অন্যান্য ইয়াহুদী গোত্রসমূহের শত্রুতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমান এবং হেজাজের মুশরিক গোত্রসমূহের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চারদিকে বিপদের পাহাড় সৃষ্টি করে দিল। এমন কি স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) জীবন সম্পর্কেও আশংকার সৃষ্টি হতে লাগল এবং যে কোন মুহূর্তে তাঁর উপর আক্রমন হবার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিল। এজন্য সাহাবাগণ এসময় সাধারণতঃ সশস্ত্র অবস্থায় থাকতেন । রাত্রের আকস্মিক আক্রমনের ভয়ে রাত্রিবেলা রীতিমত পাহারা দেওয়া হতে লাগল । নবী করীম (সঃ) অল্প সময়ের জন্যও যদি চোখের আড়ালে যেতেন অমনি সাহাবাগণ তাঁকে খোঁজ করার জন্য নেমে পড়তেন।

(৩) বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর কোরাইশদের মনে আপনা হতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল । ইয়াহুদীগণ তাতে তেল নিক্ষেপ করে তাকে দ্বিগুনভাবে প্রজ্জ্বলিত করল । ফলে মাত্র একটি বৎসর পরই মক্কার তিন হাজার বীর সৈনিকের একটি বাহিনী মদীনার উপর আক্রমন করে বসল। এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে বিরাট যুদ্ধ

সংঘটিত হল। ইতিহাসে এটাই 'ওহদের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের জন্য নবী করীমের সহিত এক হাজার সৈনিক মদীনা হতে রওয়ানা হয়েছিল; কিন্তু পথিমধ্যে তিনশ মুনাফিক সহসা মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনায় ফিরে গেল । আর বাকী সাতশ সৈনিকের মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ক্ষুদ্র দল শামিল ছিল, তারা যুদ্ধ চলতে থাকা কালেই মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করেছিল । মুসলমানদের নিজেদের ঘরেই যে এত সংখ্যক 'কোঁচের সাপ' রয়েছে এবং তারা বহিঃশত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরই ভাই-বন্ধুদের ক্ষতি করতে বদ্ধ পরিকর তা এই প্রথমবারই জানতে পারা গেল।

(৪) ওহদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের মূলে যদিও মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতাও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। বস্তুতঃ একটি বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি ও বিশেষ নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই মাত্র (নতুন নতুন) গঠিত হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত লোকদের নৈতিক শিক্ষাদানের কাজ এখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং যারা নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য লড়াই করার এই দ্বিতীয়বার মাত্র সুযোগ পেয়েছিল, তাদের কাজে কোন কোন এবং কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য যুদ্ধের পরে যুদ্ধকালীণ সম্পূর্ণ ঘটনাকে সম্মুখে রেখে একটি বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করা এবং তাতে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে যেসব দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার এক একটি করে পুংখানুপুংখ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আলোচ্য সূরায় তাই করা হয়েছে। দুনিয়ার সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধ অবসান হওয়ার পর সাধারণতঃ যুদ্ধ সম্পর্কে যে ভাবে সমালোচনা পেশ করে থাকে কোরআন মজীদের এই সমালোচনা তা অপেক্ষা যে কত ভিন্ন ধরনের সেটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

الٓمّٓ ①	اللّٰهُ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ	الْحَيُّ	الْقَيُّوْمُ ②	نَزَّلَ
আলিফ লা-ম মী-ম	আল্লাহ (এমন সত্ত্বা)	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া	তিনি	(তিনিই) চিরঞ্জীব	শাশ্বত	তিনি অবতীর্ণ করেছেন

عَلَيْكَ	الْكِتٰبَ	بِالْحَقِّ	مُصَدِّقًا	لِّمَا	بَيْنَ يَدَيْهِ
তোমার উপর	কিতাবখানা	সত্যসহকারে	সত্যায়নকারী	(তার) যা	(এসেছে) তার পূর্বে

وَ	اَنْزَلَ	التَّوْرٰىةَ	وَ	الْاِنْجِيْلَ ③	مِنْ قَبْلُ	هُدًى
এবং	তিনি অবতীর্ণ করেছেন	তওরাত	ও	ইনজীল	ইতিপূর্বে	সঠিকপথ (হিসেবে)

لِّلنَّاسِ	وَ	اَنْزَلَ	الْفُرْقَانَ	اِنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	بِاٰيٰتِ
মানুষের জন্যে	এবং	তিনি অবতীর্ণ করেছেন	ফুরকান	নিশ্চয়	যারা	অস্বীকার করেছে	নির্দেশন গুলোকে

اللّٰهِ	لَهُمْ	عَذَابٌ	شَدِيْدٌ	وَ	اللّٰهُ	عَزِيْزٌ	ذُوانْتِقَامٍ ④
আল্লাহর	তাদের জন্যে	শাস্তি (রয়েছে)	কঠিন	এবং	আল্লাহ	পরাক্রমশালী	প্রতিশোধ ক্ষমতা সম্পন্ন

রুকুঃ১

১. আলীফ লা-ম মী-ম।

২. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শ্বাশ্বত সত্ত্বা, যিনি বিশ্ব-প্রকৃতির শৃংখলা-গ্রন্থি দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে আছেন; প্রকৃত পক্ষে তিনি ছাড়া আর কেউই খোদা নয়।

৩-৪. তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন; তা সত্যের বাণী নিয়েই এসেছে এবং পূর্বের অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্যে তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। তিনি সে মানদন্ড নাযিল করেছেন, যা হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। এখন যারা আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক. তিনি সকল অন্যায়ের প্রতিশোধ দান করে থাকেন।

৫। আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই খোদার নিকট হতে গোপন নয়।
৬। তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই মহান বুদ্ধি-জ্ঞানের মালিক ব্যতীত আর কোন খোদা নেই।
৭. তিনিই খোদা যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। একঃ মুহকামাত[১]

১. 'আয়াতে মুহকামাত' বলতে সেইসব আয়াত বুঝায় যেসবের ভাষা একান্ত সহজবোধ্য যার অর্থ নির্ধারণে কোন দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আয়াত কিতাবের মূল বুনিয়াদ অর্থাৎ কোরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এইসব আয়াতেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই দুনিয়াকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে; এসবের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে; এগুলির দ্বারাই ভ্রান্তির খন্ডন ও সঠিক পথের পরিচয় দান করা হয়েছে এবং দ্বীনের বুনিয়াদী নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যেই আকায়েদ (বিশ্বাস-প্রত্যয়), এবাদত (উপাসনা-আনুগত্য), আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্রনীতি), ফারায়েয (অবশ্য-পাল্য কর্তব্য) এবং আমর ও নাহীর (আদেশ ও নিষেধ-মূলক) বিধান দান করা হয়েছে।

هُنَّ	أُمُّ	الْكِتٰبِ	وَ	أُخَرُ	مُتَشٰبِهٰتٌ ۖ	فَأَمَّا	الَّذِينَ
সেগুলো	বুনিয়াদ	কিতাবের	এবং	অন্যগুলো	রূপক সাদৃশ	আর	যারা

فِي	قُلُوبِهِمْ	زَيْغٌ	فَيَتَّبِعُونَ	مَا	تَشٰبَهَ	مِنْهُ	ابْتِغَاءَ
মধ্যে (আছে)	তাদের অন্তরে	বক্রতা	তাই তারা অনুসরণ করে	(তার) যা	রূপক অর্থ দেয়	তার মধ্যে	অনুসন্ধান করে

الْفِتْنَةِ	وَ	ابْتِغَاءَ	تَأْوِيلِهِ ۗ	وَ	مَا	يَعْلَمُ	تَأْوِيلَهُ	إِلَّا
ফেতনা	এবং	অনুসন্ধান করে	তার ব্যাখ্যা	এবং	না	কেউ জানে	তার ব্যাখ্যা	ছাড়া

اللّٰهُ ۘ	وَ	الرّٰسِخُونَ	فِي	الْعِلْمِ	يَقُولُونَ	اٰمَنَّا	بِهِ ٧
আল্লাহ	এবং	(যারা)সুগভীর		জ্ঞানে	তারা বলে	আমরা বিশ্বাস করেছি	তার উপর

যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ, আর দুইঃ মুতাশাবেহাত[২]। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবেহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোখত লোক তারা বলেঃ আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি;

২. 'মোতাশাবেহাত' -অর্থাৎ সেই আয়াত যার অর্থ গ্রহণে দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা সহজেই বুঝা যায় যে বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য তত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষকে পরিবেশন না করে তাদের কোন সুস্পষ্ট জীবন প্রদর্শন করা যেতে পারে না।একথাও সুস্পষ্ট যে, যে সব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত, যা সে কোন দিন দেখেনি, স্পর্শ করেনি, আস্বাদন করেনি, সে সবের জন্য মানুষের ভাষায় এরূপ শব্দ পাওয়া যেতে পারেনা যা সেইসব জিনিসগুলির জন্য রচিত হয়েছে; এবং সেরূপ পরিচিত বর্ণনাভঙ্গীও পাওয়া যেতে পারে না যার দ্বারা প্রত্যেক শ্রোতার মানসপটে সেইসব বস্তুর সঠিক চিত্র ফুটে উঠতে পারে। কাজে-কাজেই এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য এরূপ শব্দ ও বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য যা আসল হকিকতের (সত্য তত্ত্ব ও ব্যাপারের) সংগে নিকটতর সাদৃশ্য-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জিনিসের জন্য মানবীয় ভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রকারের হকিকৎ সমূহের বর্ণনার জন্য কুরআনে এরূপই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে; 'মোতাশাবেহাত' বলতে সেই সমস্ত আয়াতকে বোঝানো হয় যাতে এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

এ সবই আমাদের খোদার তরফ হতেই এসেছে[৩]। আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।

৮. তারা খোদার নিকট দোয়া করতে থাকে, হে খোদা পরোয়ারদিগার! তুমিই যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়ে দিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন বক্রতা ও কুটিলতা সৃষ্টি করে দিওনা। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভান্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর, কেন না প্রকৃত দাতা তুমিই।

৯. হে খোদা, তুমি নিশ্চয় একদিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবে যে দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ নিজের ওয়াদা হতে বিচ্যুত হন না।

৩. এখানে কারো মনে এ সন্দেহ জাগা উচিত নয় যে যখন তারা 'মুতাশাবেহ' আয়াতের সঠিক অর্থই জানেনা তখন তারা তার প্রতি কেমন করে ঈমান আনবে? প্রকৃতপক্ষে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের মনে কুরআন যে আল্লাহতা'আলার বাণী এ দৃঢ় বিশ্বাস 'মুহকাম আয়াত' পাঠেই হয়ে থাকে; 'মুতাশাবেহ' আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা হয় না। 'মুহকাম' আয়াত সমূহে চিন্তা-গবেষণা করার পর এই কিতাব যখন আল্লাহরই কিতাব বলে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা জন্মে তখন 'মুতাশাবেহ' আয়াত তার মনে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُ

নিশ্চয় | যারা | অস্বীকার করেছে | কক্ষণ না | উপকার দিবে | তাদেরকে | তাদের ধনসম্পদ গুলো | আর | না | সন্তানাদি

هُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑩ كَدَأْبِ

তাদের | কাছে | আল্লাহর | কিছু মাত্রই | এবং | ঐ সব লোক | তারাই (হবে) | ইন্ধন | আগুনের (দোজখের) | পরিণতি যেমন (হয়েছে)

آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

সম্প্রদায়ের | ফিরআউনের | এবং | যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | তারা অস্বীকার করেছিল | আমাদের নিদর্শন গুলোকে

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪

অতঃপর ধরলেন | তাদেরকে | আল্লাহ | তাদের গুনাহের কারণে | এবং | আল্লাহ | বড় কঠোর | শাস্তিদানে

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ

বল তুমি | তাদেরকে (যারা) | অস্বীকার করেছে | শীঘ্রই তোমাদের পরাভূত করা হবে | ও | তোমাদের একত্রিত করা হবে | দিকে

جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑫ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ

জাহান্নামের | এবং (তা) | অতিনিকৃষ্ট | আবাসস্থল | নিশ্চয় | রয়েছে | তোমাদের জন্যে | নিদর্শন

فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ

মধ্যে | দুই দলের | সম্মুখীন হয়েছিল পরস্পরে (বদরের যুদ্ধে)

রুকুঃ২

১০. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, খোদার মোকাবিলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোন উপকার দিতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্তুতি। তারা দোযখের ইন্ধন হয়েই থাকবে।

১১. তাদের পরিণতি সে রকমই হবে যা ফিরাউনের সংগী-সাথী এবং তাদের পূর্ববর্তী নাফরমান লোকদের হয়েছে। তারা খোদার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের জন্যে ধরে ফেললেন ; আর বাস্তবিকই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদানকারী।

১২. অতএব হে মুহাম্মদ! যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে বলে দাও যে, সেদিন খুব নিকটে যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। আর জাহান্নাম বস্তুতঃই খুব খারাপ স্থান।

১৩. সেই দুই দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক শিক্ষার নিদর্শন ছিল, যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

فِئَةٌ	تُقَاتِلُ	فِيْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	وَ	اُخْرٰى	كَافِرَةٌ
একদল	লড়াই করেছে		পথে	আল্লাহর	এবং	অন্যটি	কাফের

يَّرَوْنَهُمْ	مِّثْلَيْهِمْ	رَاْيَ الْعَيْنِ ط	وَ اللّٰهُ	يُؤَيِّدُ
তাদেরকে তারা দেখে	তাদের দ্বিগুণ	চাক্ষুসভাবে	আল্লাহ এবং	শক্তিশালী করেন

بِنَصْرِهٖ	مَنْ	يَّشَآءُ ط	اِنَّ	فِيْ	ذٰلِكَ	لَعِبْرَةً
তাঁর সাহায্য দিয়ে	যাকে	তিনি চান	নিশ্চয়	মধ্যে (আছে)	এর	শিক্ষা অবশ্যই

لِّاُولِى	الْاَبْصَارِ ⑬	زُيِّنَ	لِلنَّاسِ	حُبُّ
জন্যে	অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের	মনোরম করা হয়েছে	লোকদেরজন্যে	আসক্তি

الشَّهَوٰتِ	مِنَ	النِّسَآءِ	وَ	الْبَنِيْنَ	وَ	الْقَنَاطِيْرِ	الْمُقَنْطَرَةِ
কামনার	হতে	নারীদের	ও	সন্তানাদির	এবং	স্তুপ	রাশীকৃত

مِنَ الذَّهَبِ	وَ	الْفِضَّةِ	وَ	الْخَيْلِ	الْمُسَوَّمَةِ	وَ
সোনার	ও	রূপার	ও	ঘোড়ার	(যা) চিহ্নিত	ও

الْاَنْعَامِ	وَ	الْحَرْثِ ط	ذٰلِكَ	مَتَاعُ	الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا ج
গবাদিপশুর	এবং	ক্ষেতখামারে	এটা	ভোগসামগ্রী	জীবনের	দুনিয়ার

এক দল আল্লাহর পথে লড়াই করতেছিল আর অপর দলটি ছিল কাফের। চক্ষুষ্মান লোকেরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে কাফেরদের দল মুমিনদের দল অপেক্ষা দ্বিগুণ[৪]; কিন্তু (ফল প্রমাণ করল যে) আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর সাহায্য ও বিজয় দান করেন। বস্তুতঃ দৃষ্টিমান লোকদের জন্যে ইহাতে খুবই শিক্ষার বস্তু নিহিত রয়েছে।

১৪. মানুষের জন্যে তার মনঃপুত জিনিস– নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি-জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র।

৪. যদিও প্রকৃত পার্থক্য ছিল তিনগুন, তবুও যে কোন ব্যক্তি সাধারণভাবে দেখলেও অন্ততঃ এতটুকু মনে করবেই যে, কাফেরদের লোক সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুন।

মূলতঃ ভাল আশ্রয় তো খোদার নিকটই রয়েছে।

১৫. বল, আমি কি তোমাদের বলব এ সবের অপেক্ষা অধিক ভাল জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে তাদের জন্যে খোদার নিকট বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ হতে ঝর্ণাধার প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্রা স্ত্রীগণ তাদের সংগী হবে। এবং খোদার সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয় তার বান্দাদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।

১৬. এসব লোক তারাই যারা বলেঃ "হে খোদা, আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও"।

১৭। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং তারা রাতের শেষ ভাগে খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে থাকে।

شَهِدَ	اللّٰهُ	اَنَّهٗ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ	وَ
সাক্ষী দিচ্ছেন	আল্লাহ	তিনি নিশ্চয় (এমন যে)	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া	তিনি	এবং

الْمَلٰٓئِكَةُ	وَ	اُولُوا الْعِلْمِ	قَآئِمًا	بِالْقِسْطِ ط	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا
ফেরেশতারা (সাক্ষ্য দিচ্ছে)	এবং	জ্ঞানীগণও	(যারা) প্রতিষ্ঠিত	ন্যায়নীতিতে	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া

هُوَ	الْعَزِيْزُ	الْحَكِيْمُ ⑱ ط	اِنَّ	الدِّيْنَ	عِنْدَ	اللّٰهِ	الْاِسْلَامُ
তিনি	পরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ	নিশ্চয়	জীবন ব্যবস্থা		আল্লাহর কাছে (গ্রহণযোগ্য)	(একমাত্র) ইসলাম

وَ	مَا	اخْتَلَفَ	الَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْكِتٰبَ	اِلَّا	مِنْۢ	بَعْدِ
এবং	না	মতানৈক্য করেছে	যাদের	দেওয়া হয়েছিল	কিতাব	এছাড়া		পরে

مَا	جَآءَهُمُ	الْعِلْمُ	بَغْيًا	بَيْنَهُمْ ط	وَ	مَنْ	يَّكْفُرْ
যা	তাদের কাছে এসেছে	জ্ঞান	বিদ্বেষের কারণে	তাদের মাঝে	এবং	যে কেউ	অস্বীকার করবে

بِاٰيٰتِ	اللّٰهِ	فَاِنَّ	اللّٰهَ	سَرِيْعُ	الْحِسَابِ ⑲	فَاِنْ
নির্দশনগুলোকে	আল্লাহর	নিশ্চয়	আল্লাহ (তাদের হতে)	তৎপর	হিসাব (নিতে)	যদি এখন

حَآجُّوْكَ	فَقُلْ	اَسْلَمْتُ	وَجْهِىَ	لِلّٰهِ	وَ	مَنِ	اتَّبَعَنِ ط
তোমাদের সাথে বিতর্ক করে	বল তবে	আমি সমর্পন করেছি	আমার মুখ	আল্লাহর কাছে	ও	যারা	আমার অনুসরণ করেছে (তারাও)

১৮. আল্লাহ নিজেই একথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, ফিরেশতা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউই খোদা হতে পারে না।

১৯. আল্লাহর নিকট জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। এ জীবন-ব্যবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েছে সেসব লোকেরা যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এ হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত মেনে নিতে যে অস্বীকার করবে তার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করতে খোদার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

২০. এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বির্তক করে, তবে তুমি তাদের বলঃ "আমি ও আমার অনুসারীরা খোদার সম্মুখে আত্ম-সমর্পন করেছি"।

وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَ اَسْلَمْتُمْ ط

এবং | তুমি বল | তাদেরকে (যাদের) | দেওয়া হয়েছিল | কিতাব | এবং | নিরক্ষরদেরকেও | কি | তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

অতএব যদি | তারা আত্ম সমর্পণ করে থাকে | নিশ্চয়ই তবে | তারা সঠিক পথ পেয়েছে | আর | যদি | তারা মুখ ফিরায় | তবেমূলতঃ

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ م بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ

তোমার (দায়িত্ব) | (দাওয়াত) পৌছান | এবং | আল্লাহ | খুব দৃষ্টি রাখছেন | বান্দাদের উপর | নিশ্চয়

الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ

যারা | অস্বীকার করে | নির্দশনাবলীকে | আল্লাহর | ও | হত্যা করে | নবীদেরকে

بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ

অন্যায়ভাবে | এবং | হত্যা করে | (তাদেরকেও) যারা | নির্দেশ দেয় | ন্যায়পরায়নতার

مِنَ النَّاسِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

মধ্যেহতে | লোকদের | তাই সুসংবাদ দাও | তাদেরকে | আযাবের | বড় যন্ত্রণাদায়ক

অতঃপর আহলি-কিতাব ও অ-আহলি-কিতাব উভয়কেই জিজ্ঞাসা করঃ "তোমারও কি আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করেছ?" তা করে থাকলে তারা সঠিক পথ লাভ করেছে; আর তা হতে ফিরে গেলে (তোমার কোন দায়িত্ব নেই), কেবল দাওয়াত পৌছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব ছিল, পরে অবস্থা আল্লাহ নিজেই সবকিছু দেখবেন।

রুকুঃ৩

২১. যারা খোদার আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে, এবং তার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যাকরে, আর জনগনের মধ্যে হতে যারা সুবিচার ও সততার আদেশ দানের জন্যে উথিত হয় তাদেরকেও হত্যা করে– তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا

ঐসব লোক (তারাই) যাদের নষ্ট হয়েছে তাদের আমল সমূহ মধ্যে দুনিয়ার ও আখেরাতের এবং নাই

لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا

তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী তুমিদেখনাই কি প্রতি (ঐ লোকদের) যাদের দেওয়া হয়েছে অংশ

مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

কিছু কিতাবের তাদের ডাকা হয় দিকে কিতাবের আল্লাহর ফয়সালা করার জন্যে তাদের মাঝে

ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۝

এরপর ফিরে যায় একদল তাদের মধ্য হতে এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا

এটা এজন্যে যে তারা বলে কক্ষনো না আমাদের স্পর্শ করবে আগুন তবে (যদিকরেও) কয়েকদিন (মাত্র)

مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا

সীমিত আর ধোকা দিয়েছে তাদেরকে ব্যাপারে তাদের দ্বীনের (তাই) যা

كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

তারা উদ্ভাবন করতেছিল

২২. এসব লোকের কাজকর্ম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই ধ্বংস ও নিরর্থক হয়ে গিয়েছে এবং তাদের সাহায্যকারী কেউই নয়।

২৩. তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি? তাদেরকে যখন খোদার কিতাবের দিকে আহবান জানানো হয়– তাদের পরস্পরের মধ্যে (তদানুযায়ী) ফয়সালা করার জন্যে তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফয়সালা হতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৪. তারা এরূপ করে এ জন্যে যে, তারা বলেঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই ভোগ করতে হয় তবে তা মাত্র কয়দিনের জন্যে (বেশী নয়)"। বস্তুতঃ তাদের মনগড়া আকীদা তাদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

فَكَيْفَ	اِذَا	جَمَعْنٰهُمْ	لِيَوْمٍ	لَّا	رَيْبَ	فِيْهِ
তখন কেমন হবে	যখন	তাদের আমরা একত্রিত করব	সেদিন	নাই	কোন সন্দেহ	যার মধ্যে

وَ	وُفِّيَتْ	كُلُّ	نَفْسٍ	مَّا	كَسَبَتْ	وَ	هُمْ	لَا
এবং	পূর্ণ দেয়া হবে	প্রত্যেক	ব্যক্তিকে	যা	সে উপার্জন করেছে	এবং	তাদের কে	না

يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾	قُلِ	اللّٰهُمَّ	مٰلِكَ	الْمُلْكِ	تُؤْتِي	الْمُلْكَ
জুলুম করা হবে	তুমি বল	হে আল্লাহ	মালিক	রাজত্বের	দাও তুমি	শাসন ক্ষমতা

مَنْ	تَشَآءُ	وَ	تَنْزِعُ	الْمُلْكَ	مِمَّنْ	تَشَآءُ	وَ	تُعِزُّ
যাকে	তুমি ইচ্ছেকর	আর	কেড়ে নাও	শাসন ক্ষমতা	যার থেকে	ইচ্ছেকর তুমি	এবং	তুমি দাও ইজ্জত

مَنْ	تَشَآءُ	وَ	تُذِلُّ	مَنْ	تَشَآءُ	بِيَدِكَ	الْخَيْرُ	اِنَّكَ
যাকে	তুমিইচ্ছেকর	আর	লাঞ্ছিত কর	যাকে	তুমিইচ্ছেকর	তোমারই হাতে	সব কল্যাণ	তুমি নিশ্চয়

عَلٰى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾	تُوْلِجُ	الَّيْلَ	فِي	النَّهَارِ
উপর	সব	কিছুর	ক্ষমতাবান	তুমি প্রবেশ করাও	রাতকে	মধ্যে	দিনের

وَ	تُوْلِجُ	النَّهَارَ	فِي	الَّيْلِ	وَ	تُخْرِجُ	الْحَيَّ	مِنَ	الْمَيِّتِ
আবার	তুমি প্রবেশ করাও	দিনকে	মধ্যে	রাতের	এবং	বের কর তুমি	জীবন্তকে	হতে	মৃত

২৫. কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমরা তাদেরকে একত্রিত করব, যেদিনের আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজের পুরাপুরি ফলই দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।

২৬. বলঃ হে খোদা, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করা; আর যার নিকট হতে ইচ্ছা কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান কর; আর যাকে চাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারে রয়েছে, নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।

২৭. রাতকে দিনের মধ্যে তুমিই শামিল করে দাও, আবার দিনকেও শামিল করে দাও রাতের মধ্যে। জীবনহীন জিনিস হতে বের কর জীবন্ত জিনিস,

وَ	تُخْرِجُ	الْمَيِّتَ	مِنَ	الْحَيِّ	وَ	تَرْزُقُ	مَنْ	تَشَآءُ
আবার	বের কর তুমি	মৃতকে	হতে	জীবন্ত	এবং	রিযিক দাও তুমি	যাকে	তুমি ইচ্ছে কর

بِغَيْرِ	حِسَابٍ ﴿٢٧﴾	لَا	يَتَّخِذِ	الْمُؤْمِنُونَ	الْكٰفِرِيْنَ
ছাড়াই	কোন হিসেব	না	গ্রহণ করবে	মু'মিনরা	কাফেরদেরকে

أَوْلِيَآءَ	مِنْ	دُوْنِ	الْمُؤْمِنِيْنَ	وَ	مَنْ	يَّفْعَلْ	ذٰلِكَ
অভিভাবক হিসেবে		ব্যতীত	মু'মিনদেরকে	এবং		করবে	এরূপ

فَلَيْسَ	مِنَ	اللّٰهِ	فِيْ	شَيْءٍ	إِلَّآ	أَنْ	تَتَّقُوْا	مِنْهُمْ
নাইসেক্ষেত্রে	সাথে	আল্লাহর		কোন কিছু (সম্পর্ক)		তবে	তোমরা আত্মরক্ষা করলে	তাদের থেকে

تُقٰىةً	وَ	يُحَذِّرُكُمُ	اللّٰهُ	نَفْسَهٗ	وَ	إِلَى	اللّٰهِ	الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾
আত্মরক্ষা হিসেবে (সেটা ভিন্নকথা)	এবং	তোমাদেরকে সাবধান করেছেন	আল্লাহ	তাঁর নিজের (সম্পর্কে)	এবং	দিকে	আল্লাহরই	(তোমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে

আর জীবন্ত জিনিস হতে জীবনহীন জিনিস বের কর, তুমি যাকে চাও, বে-হিসাব পরিমানে রেযেক দান কর। ২৮. মুমিনরা যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে খোদার সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের যুলুম হতে বাঁচবার জন্যে বাহ্যতঃ এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন[৫]। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে[৬]।

৫. অর্থাৎ কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি কোন ইসলামের দুশমন দলের পাল্লায় পড়ে ও তার উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় হয় তা হলে তার প্রতি এ অবকাশ আছে যে, সে তার ঈমানকে তখন গোপন রাখতে পারে এবং কাফেরদের সংগে বাহ্যতঃ সে এরূপভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা তার মুসলমানত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সে নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সংগে বন্ধুত্ব মূলক আচরণ- ভাব প্রকাশ করতে পারে। এমনকি, কঠিন ভয়ের অবস্থায়, যে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে কুফরী কথা পর্যন্তও বলে যাওয়ার অনুমতি ('রুখসৎ') আছে। (অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহতা'আলা পাকড়াও করবেন না)।

৬. অর্থাৎ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সঙ্গে যদি আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করতে তুমি একান্তই বাধ্য হও তবে তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত হতে পারে যে, ইসলামের আন্দোলন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী জমাআতের স্বার্থ ও কোন মুসলমানের জান ও মালের কোন ক্ষতি না হয় এরূপভাবে তুমি নিজের জান ও মাল রক্ষার পন্থা অবলম্বন করতে পারো । কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, যেন তোমার দ্বারা কুফরী ও কাফেরদের এমন কোন খেদমত আঞ্জাম না পায় যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরীর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদের উপর কাফেরদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা আছে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ یَعْلَمْهُ

তুমি বল | যদি | তোমরা গোপন কর | যা কিছু | মধ্যে আছে | তোমাদের অন্তরের | বা | তা তোমরা প্রকাশ কর | তা জানেন

اللّٰهُ ؕ وَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ

আল্লাহ | এবং | তিনি জানেন | যা কিছু | মধ্যে আছে | আসমান সমূহের | এবং | যা | মধ্যে আছে | যমীনের

وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۹﴾ یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ

এবং | আল্লাহ | উপর | সব | কিছুরই | ক্ষমতাবান | যেদিন | পাবে | প্রত্যেক

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا ۚۖۛ وَّ مَا عَمِلَتْ

ব্যক্তি | যা | সে কাজ করেছে | কোন | ভাল (কাজ) | বিদ্যমান (পাবে) | আর | যা কিছু | কাজ করেছে

مِنْ سُوْٓءٍ ۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهٗۤ اَمَدًۢا بَعِیْدًا ؕ

কোন | মন্দ | সে কামনা করবে | যদি | (এমনহত) যে | তারমাঝে (ব্যক্তির) | ও | তারমাঝে (মন্দ কাজের) | ব্যবধান | সুদূর

وَ یُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

এবং | তোমাদেরকে সাবধান করছেন | আল্লাহ | তার নিজের (সম্পর্কে) | এবং | আল্লাহ | দয়াশীল | বান্দাদের উপর

ع ۱۰ ۳

২৯. হে নবী! লোকদের সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা গোপন কর, আর প্রকাশ কর, আল্লাহ তার সব কিছুইজানেন। আসমান-যমীনের কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয় এবং তাঁর ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব প্রত্যেকটি বস্তুকেই গ্রাস করে আছে।

৩০. সে দিন নিশ্চয় আসবে, যখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভাল কাজই করুক, আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এদিনটি যদি তার নিকট হতে বহুদূরে অবস্থিত হত, তবে কতই না ভাল হত। আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকামী।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(হে নবী) তুমি বল — যদি — তোমরা — ভালবেসে থাক — আল্লাহকে — আমাকে তোমরা তবে অনুসরণ কর — ভালবাসবেন তোমাদেরকে — আল্লাহ

وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

এবং — মাফ করবেন — তোমাদের জন্য — তোমাদের গোনাহ সমূহকে — এবং — আল্লাহ — বড় ক্ষমাশীল — মেহেরবান

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

তুমি বল — আনুগত্যকর তোমরা — আল্লাহ — ও — রসূলের — অতঃপর যদি — তারা মুখ ফিরায় — তবে নিশ্চয় — আল্লাহ

لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَ

না — ভালবাসেন — কাফেরদেরকে — নিশ্চয় — আল্লাহ — মনোনীত করেছেন — আদমকে — ও

نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

নূহকে — ও — বংশধরদেরকে — ইবরাহীমের — ও — বংশধরদেরকে — ইমরানের — উপর — সারাদুনিয়ার (লোকদের)

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۭ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

সন্তানসন্ততি — তাদের একে — হতে — অন্যের — এবং — আল্লাহ — সবকিছুই শুনেন — সবকিছুই জানেন

রুকূঃ৪

৩১. হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভাল বাসা পোষন কর তবে আমার অনুসরণ কর; তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৩২. তাদের বল, আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য কবুল কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে আল্লাহ সে সব লোকদেরকে যারা তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে– কিছুতেই ভাল বাসতে পারেন না।

৩৩. আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে[৭] সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করে (ও নিজের নবুয়্যত ও রিসালাতের জন্যে) মনোনীত করেছিলেন।

৩৪. তারা সকলেই এক সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপরজনের বংশ হতে উদ্ভুত হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৭. 'ইমরান' হযরত মূসা (আঃ) ও হারুণের (আঃ) পিতার নাম ছিল। বাইবেলে তার নাম 'আমরান' লেখা আছে।

لَكَ	نَذَرْتُ	اِنِّيْ	رَبِّ	عِمْرٰنَ	امْرَاَتُ	قَالَتِ	اِذْ
তোমার জন্য	উৎসর্গ করেছি	নিশ্চয় আমি	হে আমার রব	ইমরানের	স্ত্রী	বলেছিল	(স্মরণ কর) যখন

اَنْتَ	اِنَّكَ	مِنِّيْ ۚ	فَتَقَبَّلْ	مُحَرَّرًا	بَطْنِيْ	فِيْ	مَا
তুমিই	তুমি নিশ্চয়	আমার থেকে	অতএব তুমি কবুলকর	(তোমারই কাজে) মুক্ত	আমার পেটে	মধ্যে আছে	যা

رَبِّ	قَالَتْ	وَضَعَتْهَا	فَلَمَّا	الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾	السَّمِيْعُ
হে আমার রব	(তখন) সেবলল	তাকে সে প্রসব করল	অতঃপর যখন	সবকিছুই জান	সবকিছুই শোন

وَضَعَتْ ط	بِمَا	اَعْلَمُ	اللّٰهُ	وَ	اُنْثٰى ط	وَضَعْتُهَا	اِنِّيْ
সে প্রসব করেছিল	যা	খুব জানেন	আল্লাহ্	অথচ	কন্যা	তা প্রসব করেছি	নিশ্চয় আমি

وَ اِنِّيْ	مَرْيَمَ	سَمَّيْتُهَا	وَ اِنِّيْ	كَالْاُنْثٰى ۚ	الذَّكَرُ	لَيْسَ	وَ
নিশ্চয় আমি এবং	মারয়াম	তার নাম রেখেছি	নিশ্চয় আমি এবং	মেয়ের মত	ছেলে	নয়	এবং

الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾	الشَّيْطٰنِ	مِنَ	وَ ذُرِّيَّتَهَا	بِكَ	اُعِيْذُهَا
অভিশপ্ত	শয়তান	হতে	তার বংশধরকেও এবং	তোমার (কাছে)	তাকে আশ্রয়ে দিচ্ছি

৩৫. (তখনো তিনি শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা[৮] বলতেছিল, হে আমার খোদা! আমার এ সন্তানকে– যে এখন আমার গর্ভে রয়েছে– আমি তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। সে তোমার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আমার এই অর্ঘ তুমি কবুল কর। তুমি শোন এবং তুমি জান।

৩৬. অতঃপর যখন সে সেই সন্তান প্রসব করল তখন সে বললঃ খোদা, আমার তো কন্যা–সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা খোদার জানাই ছিল– আর পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তানের মত হয় না। যাই হোক, আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম এবং আমি তাকে এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে মরদুদ শয়তানের ফেতনা হতে রক্ষা করার জন্যে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করে দিচ্ছি।

৮. 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরানের স্ত্রী' বুঝানো হয়, তবে বুঝতে হবে ইনি সে ইমরান নন, যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ইনি হযরত মরিয়মের পিতা। সম্ভবতঃ তাঁর নামও 'ইমরান' ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরান বংশের মহিলা' বুঝায়, তবে তার মানে এই হবে যে, হযরত মরিয়মের মাতা এই বংশেরই ছিলেন।

فَتَقَبَّلَهَا	رَبُّهَا	بِقَبُوْلٍ	حَسَنٍ	وَّ	اَنْۢبَتَهَا	نَبَاتًا
তাকে অতঃপর কবুল করলেন	তার রব	কবুল হিসেবে	উত্তম	এবং	তাকে গড়ে তুললেন	গড়া

حَسَنًا ۙ	وَّ	كَفَّلَهَا	زَكَرِيَّا ۚ	كُلَّمَا	دَخَلَ	عَلَيْهَا	زَكَرِيَّا
উত্তমরূপে	এবং	তার তত্ত্বাবধায়ক বানালেন	যাকারিয়াকে	যখনই	প্রবেশ করত	তারকাছে	যাকারিয়া

الْمِحْرَابَ ۙ	وَجَدَ	عِنْدَ	هَا	رِزْقًا ۚ	قَالَ	يٰمَرْيَمُ	اَنّٰى
(মারয়ামের) কক্ষে	পেত	নিকট	তার	খাদ্যসামগ্রী	(যাকারিয়া) বলল	হে মারয়াম	কোথাথেকে (আসে)

لَكِ	هٰذَا ۖ	قَالَتْ	هُوَ	مِنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ ۖ	اِنَّ	اللّٰهَ	يَرْزُقُ
তোমার জন্যে	এটা	(মারয়াম) বলল	তা (আসে)	থেকে	নিকট	আল্লাহর	নিশ্চয়	আল্লাহ	রিযিকদেন

مَنْ	يَّشَآءُ	بِغَيْرِ	حِسَابٍ ﴿٣٧﴾	هُنَالِكَ	دَعَا	زَكَرِيَّا
যাকে	তিনি চান	ব্যতীত	কোন হিসাব	সেখানেই	দোয়া করল	যাকারিয়া

رَبَّهٗ ۚ	قَالَ	رَبِّ	هَبْ لِيْ	مِنْ	لَّدُنْكَ	ذُرِّيَّةً
তার রবের কাছে	সে বলল	হে আমার রব	আমাকে দাও	থেকে	তোমার নিকট	বংশধর

طَيِّبَةً ۚ	اِنَّكَ	سَمِيْعُ	الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾
পবিত্র (সৎ)	তুমি নিশ্চয়	শ্রবণকারী	দোয়া

৩৭. শেষ পর্যন্ত তার খোদা এই কন্যা-সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভাল মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন। যাকারিয়া যখনই তার নিকট মেহরাবে যেত তখনি তার নিকট কিছু না কিছু খাদ্য বা পাণীয় দ্রব্য দেখতে পেত। জিজ্ঞাসা করতঃ মরিয়ম এ তুমি কোথায় পেলে? উত্তর দিত, ইহা খোদার নিকট হতে এসেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণ রেযেক দান করেন।

৩৮. এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া তার খোদাকে ডাকল, হে খোদা! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই দোয়া–প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৩৯. উত্তরে ফিরেশতারা আওয়াজ দিল– যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেছিল– "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন"। সে খোদার তরফ হতে একটি ফরমানের[৯] সত্য প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সাধুতার বৈশিষ্ট্য থাকবে, নবুয়্যতের সম্মানে ভূষিত হবে এবং যোগ্য ও সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

৪০. যাকারিয়া বলল, "হে খোদা! আমার পুত্রসন্তান হবে কিরূপে, আমিতো বৃদ্ধ হয়েছি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা"। উত্তর আসল: "এটাই হবে[১০]; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই তিনি করেন"।

৪১. নিবেদন করল : খোদা, তাহলে আমার জন্যে কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও।

৯. 'আল্লাহতা'আলার ফরমান' -এর অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)। যেহেতু তার জন্ম আল্লাহতা'আলার এক অসাধারণ নির্দেশে সাধারণ স্বভাবের-নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটেছিল সেজন্য পবিত্র কুরআনে 'কালিমাতুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ খোদার ফরমান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলা তোমাকে পুত্র-সন্তান দান করবেন।

আরবী	অর্থ
قَالَ	তিনি বললেন
اٰيَتُكَ	তোমার নিদর্শন
اَلَّا	এই যে না
تُكَلِّمَ	কথা বলবে
النَّاسَ	মানুষের (সাথে)
ثَلٰثَةَ	তিন
اَيَّامٍ	দিন (পর্যন্ত)
اِلَّا	এছাড়া
رَمْزًا ؕ	ইংগিত
وَ	এবং
اذْكُرْ	তুমি স্মরণ কর
رَّبَّكَ	তোমার রবকে
كَثِيْرًا	বেশী বেশী
وَّ	ও
سَبِّحْ	তুমি তসবিহ কর
بِالْعَشِيِّ	সন্ধ্যার সময়
وَ	ও
الْاِبْكَارِ ﴿۴۱﴾	প্রভাতে
وَ	এবং
اِذْ	যখন
قَالَتِ	বলেছিল
الْمَلٰٓئِكَةُ	ফেরেশতারা
يٰمَرْيَمُ	হে মারয়াম
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
اصْطَفٰىكِ	তোমাকে মনোনীত করেছেন
وَ	এবং
طَهَّرَكِ	তোমাকে পবিত্র করেছেন
وَ	এবং
اصْطَفٰىكِ	তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন
عَلٰى	উপর
نِسَآءِ	নারীদের
الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۲﴾	সারাবিশ্বের
يٰمَرْيَمُ	হে মারয়াম
اقْنُتِىْ	তুমি অনুগত হও
لِرَبِّكِ	তোমার রবের জন্যে
وَ	এবং
اسْجُدِىْ	তুমি সিজদাকর
وَ	ও
ارْكَعِىْ	তুমি রুকু কর
مَعَ	সাথে
الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾	রুকুকারীদের

ع

বললেন, নিদর্শন এ হবে যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে ইশারা-ইংগিত করা ছাড়া কোন কথাবার্তা বলবে না (বা বলতে পারবেনা)। এ সময়ের মধ্যে তোমার খোদাকে খুব বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তসবীহ করতে থাকবে।

রুকু:৫

৪২. অতঃপর সে সময় উপস্থিত হল যখন মরিয়ামকে ফিরেশতারা এসে বলল: "হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে উচ্চ সম্মানদানে মহিমান্বিত করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নিজের কাজের জন্যে মনোনীত করেছেন।

৪৩. হে মরিয়াম, তোমার খোদার আদেশের অনুগত ও অধীন হয়ে থাক, তাঁর সম্মুখে সিজদা- অবনত হয়ে থাক আর যে বান্দা অবনত হয়, তুমিও তাদের সাথে অবনত হও"।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَ مَا كُنْتَ

এটা | অংশবিশেষ | খবরাদির | গায়েবের | তা আমরা ওহী করছি | তোমার প্রতি | এবং | না | তুমি ছিলে

لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص

তাদের কাছে | যখন | তারা নিক্ষেপ করে | তাদের কলমগুলো (লটারী করতে) | তাদের মধ্যে কে | তত্ত্বাবধান করবে | মরিয়ামের

وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ اِذْ قَالَتِ

এবং | না | তুমি ছিলে | তাদের কাছে | যখন | তারা ঝগড়া করতেছিল পরস্পরে | যখন | বলেছিল

الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ

ফেরেশতারা | হে মারয়াম | নিশ্চয় | আল্লাহ্ | তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন | একটি কথার (অর্থাৎ সন্তানের) | তাঁর পক্ষ হতে

اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى

তার নাম (হবে) | মসীহ্ | ঈসা | পুত্র | মরিয়ামের | সম্মানিত হবে | মধ্যে

الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ يُكَلِّمُ

দুনিয়ার | ও | আখেরাতে | এবং | (গন্যহবে) মধ্যে | সান্নিধ্য প্রাপ্তদের | এবং | সে কথা বলবে

النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

মানুষের (সাথে) | দোলনায় | ও | পরিণত বয়সে | এবং | অন্যতম হবে | সৎকর্মশীলদের

৪৪. হে মুহাম্মদ! এ সবই অদৃশ্য জগতের খবর, এ আমি অহীর সাহায্যে তোমাকে বলে দিচ্ছি। অন্যথায় তুমি তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে না, যখন হায়কালের সেবায়েতরা মরিয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে তা ঠিক করার জন্যে নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করতেছিল[১১], আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যখন ঝগড়া সৃষ্টি হচ্ছিল (তখন তুমি সেখানে ছিলে না)।

৪৫. যখন ফিরেশতারা বলল, "হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হবে মসীহ ঈসা বিন মরিয়াম; ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই সে সম্মানিত হবে। তাকে খোদার নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে।

৪৬. সে লোকদের সাথে দোলনায় থেকেও কথা বলবে এবং খুব বেশী বয়সের অবস্থায়ও। বস্তুতঃ সে এক সৎ ও সাধু পুরুষ হবে।"

১১. অর্থাৎ 'কোরা' ব্যবহার করে লোক নির্বাচন করছিল। (কোরা ভাগ্য-নির্বাচক গুটিকা, যথা পাশা)।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ

সে বলল | হে আমার রব | কিরূপে | হবে | আমার | ছেলে | অথচ | নাই | আমাকে স্পর্শ করে

بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط اِذَا قَضٰٓى

(কোন) মানুষ | তিনি বললেন | এভাবেই | আল্লাহ | সৃষ্টি করেন | যা | তিনি ইচ্ছে করেন | যখন | সিদ্ধান্ত নেন

اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾ وَ يُعَلِّمُهُ

কোন কাজের | মূলতঃ | বলেন | তাকে | হও | অতঃপর | হয়ে যায় | এবং | তাকে শিক্ষা দিবেন

الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَ رَسُوْلًا

কিতাব | ও | হিকমত | ও | তাওরাত | ও | ইনজীল | এবং | (নিযুক্ত করবেন) রসূল

اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ

প্রতি | বনী | ইসরাঈলের | (সে বলবে) যে আমি | নিশ্চয় | তোমাদের কাছে এসেছি | একটি নিদর্শন সহকারে

مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ

পক্ষ হতে | তোমাদের রবের | (তা)এই যে আমি | আমি বানাই | তোমাদের জন্যে | থেকে | মাটি | আকৃতির মতো

الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج

পাখীর | আমি অতঃপর ফুঁকদিই | তারমধ্যে | হয়ে যায় তখন | পাখী | হুকুমে | আল্লাহর

৪৭. একথা শুনে মরিয়াম বলল, "খোদা, আমার গর্ভে সন্তান হবে কোথা হতে, আমাকে তো কোন ব্যক্তি স্পর্শ পর্যন্তও করেনি"। উত্তর আসলঃ এরূপ হবে[১২]। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেনঃ হয়ে যাও, আর তখনি তা হয়ে যায়।

৪৮. (ফিরেশতারা তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) "এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন"।

৪৯. এবং বণী ইসরাঈলের প্রতি স্বীয় রসূল হিসেবে নিযুক্ত করবেন। (যখন সে রসূল হিসেবে বণী ইসরাঈলদের নিকট উপস্থিত হল তখন বলল) আমি তোমাদের খোদার তরফ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সম্মুখেই মাটি দ্বারা পাখীর আকারে একটি মূর্তি বানাই এবং উহাকে ফুঁক দিই, উহা তার খোদার নির্দেশে পাখী হয়ে যায়।

১২. কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

وَ اُبْرِئُ	الْاَكْمَهَ	وَ	الْاَبْرَصَ	وَ	اُحْيِ	الْمَوْتٰى	بِاِذْنِ	اللّٰهِ
সুস্থ্যকরি এবং	জন্মান্ধকে	ও	কুষ্ঠ ব্যাধীগ্রস্থকে	এবং	জীবিত করি	মৃতকে	হুকুমে	আল্লাহর

وَ	اُنَبِّئُكُمْ	بِمَا	تَاْكُلُوْنَ	وَ	مَا	تَدَّخِرُوْنَ	فِيْ
এবং	তোমাদের বলে দেই আমি	যা কিছু	তোমরা খাও তোমাদের ঘরে	এবং	যা	তোমরা মওজুদ কর	মধ্যে

بُيُوْتِكُمْ	اِنَّ	فِيْ	ذٰلِكَ	لَاٰيَةً	لَّكُمْ	اِنْ	كُنْتُمْ
তোমাদের গৃহগুলোর	নিশ্চয়	মধ্যে আছে	এর	অবশ্যই নিদর্শন	তোমাদের জন্যে	যদি	তোমরা হও

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾	وَ	مُصَدِّقًا	لِّمَا	بَيْنَ يَدَيَّ	مِنَ
মু'মিন	এবং	সত্যায়নকারী	(তার) যা	আমার সামনে আছে	

التَّوْرٰىةِ	وَ	لِاُحِلَّ	لَكُمْ	بَعْضَ	الَّذِيْ	حُرِّمَ	عَلَيْكُمْ
(অর্থাৎ) তওরাত	এবং	আমি হালাল করতে (এসেছি)	তোমাদের জন্যে	(এমন) কিছু	যা	হারাম করা হয়েছিল	তোমাদের উপর

وَ	جِئْتُكُمْ	بِاٰيَةٍ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ	فَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ
ও	তোমাদের কাছে এসেছি	নিদর্শনসহ	পক্ষ হতে	তোমাদের রবের	অতএব	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং

اَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾
আমার আনুগত্যকর

আমি খোদার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দিই এবং মৃতকে জীবন্ত করি।

আমি তোমাদের বলি, তোমরা নিজেদের ঘরে কি খাও, আর কি সঞ্চয় করে রাখ। এতে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে থাক।

৫০. এবং তওরাতের যে শিক্ষা ও হেদায়েতের বাণী এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি। এ জন্যেও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে[১৩] এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করে দিব। জেনে রাখ, আমি তোমাদের খোদার নিকট হতে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতএব খোদাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খ জনগণের কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা-বিশ্বাস, তোমাদের ফকিহগণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলচেরা তর্ক -আলোচনা, তোমাদের বৈরাগ্যবাদী লোকদের কঠোর কৃচ্ছসাধনা এবং অমুসলিম জাতি সমূহের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মধ্যে আসল শরীয়তে ইলাহীর (আল্লাহর আইনের) উপর যে বাধা-বন্ধন বৃদ্ধি করা হয়েছে আমি তা বাতিল করে দেব। এবং তোমাদের জন্য আল্লাহতা'আলা যা হালাল ও যা হারাম করেছেন আমিও তাই-ই হালাল ও হারাম করে দেবো।

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط
নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ
এটাই পথ সরলসঠিক অতঃপর যখন অনুভব করল ঈসা তাদেরহতে

الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
কুফরির (প্রতিঅবিচলতা) সে বলল কে (আছ) আমার সাহায্যকারী দিকে আল্লাহ্র (পথে) বলল হাওয়ারীরা

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾
আমরা সাহায্যকারী আল্লাহ্র (পথে) আমরাঈমান আনলাম আল্লাহ্র উপর এবং তুমি সাক্ষী থাক আমরা যে (আত্মসমার্পণকারী) মুসলমান

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا
হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি ঐ বিষয়ে যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা অনুসরণ করেছি রসূলকে অতএব লেখ আমাদের (নাম)

مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ط وَ اللّٰهُ خَيْرُ
সাথে সাক্ষদাতাদের এবং তারা ষড়যন্ত্র করল ও কৌশল করলেন আল্লাহ্ আর আল্লাহ্ই উত্তম (কৌশলী)

الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾
সব ষড়যন্ত্রকারীদের

৫১. আল্লাহ আমারও খোদা, তোমাদেরও খোদা, অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কবুল কর। বস্তুতঃ এটাই সঠিক ও সোজাপথ।

৫২. ঈসা যখন অনুভব করল যে, বণী ইসরাঈলেরা কুফরী ও অস্বীকার করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন সে বললঃ খোদার পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে। 'হাওয়ারীরা'[১৪] উত্তরে বললঃ আমরা খোদার সাহায্যকারী[১৫]। আমরা খোদার প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম– খোদার আনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী।

৫৩. হে খোদা, তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

৫৪. অতঃপর বণী ঈসরাঈলেরা (মসীহর বিরুদ্ধে) গোপন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আল্লাহতা'আলাও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। আর এধরণের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে থাকেন।

১৪. আমরা 'আনসার' বলতে যা বুঝি 'হাওয়ারী'-র অর্থ প্রায় তাই ।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে, আপনার সাহায্যকারী।

إِذْ	قَالَ	اللّٰهُ	يٰ	عِيسٰى	إِنِّي	مُتَوَفِّيكَ	وَ
যখন	বলেছিলেন	আল্লাহ	হে	ঈসা	নিশ্চয় আমি	(আয়ুষ্কাল পূর্ণকরে) তোমাকে গ্রহণ করব	ও

رَافِعُكَ	إِلَيَّ	وَ	مُطَهِّرُكَ	مِنَ	الَّذِينَ	كَفَرُوا
তোমাকে উঠিয়ে নেব	আমার কাছে	ও	তোমাকে পবিত্র করব	(সংশ্রব) হতে	(তাদের) যারা	অস্বীকার করেছে

وَ	جَاعِلُ	الَّذِينَ	اتَّبَعُوكَ	فَوْقَ	الَّذِينَ	كَفَرُوٓا
এবং	আমি বানাব	(তাদেরকে) যারা	তোমাকে অনুসরণ করবে	উপর (বিজয়ী)	(তাদের) যারা	অস্বীকার করেছে

إِلٰى	يَوْمِ	الْقِيٰمَةِ	ثُمَّ	إِلَيَّ	مَرْجِعُكُمْ	فَأَحْكُمُ
পর্যন্ত	দিন	কিয়ামতের	এরপর	আমারই কাছে	তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে	আমি ফয়সালা অতঃপর করব

بَيْنَكُمْ	فِيمَا	كُنْتُمْ	فِيهِ	تَخْتَلِفُونَ ⑤⑤	فَأَمَّا
তোমাদের মাঝে	ঐ ব্যাপারে যা	তোমরা ছিলে	যারমধ্যে	মতবিরোধ করতে	আর

الَّذِينَ	كَفَرُوا	فَأُعَذِّبُهُمْ	عَذَابًا	شَدِيدًا	فِي
যারা	কুফরি করেছে	অতঃপর তাদেরকে আমি আযাব দিব	শাস্তি	কঠোর	মধ্যে

الدُّنْيَا	وَ	الْآخِرَةِ	وَ	مَا	لَهُمْ	مِنْ	نّٰصِرِينَ ⑤৬
দুনিয়ার	ও	আখেরাতে	এবং	নাই	তাদের জন্যে	কোন	সাহায্যকারী

রুকূ:৬

৫৫. (এটা আল্লাহরই এক গোপন ব্যবস্থাপনা ছিল) যখন তিনি বলেছিলেন, হে ঈসা, এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব[১৬]। এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব। যারা তোমাকে মেনেনিতে অস্বীকার করেছে তাদের (সংশ্রব, সাহচর্য ও তাদের পংকিল পরিবেশ) হতে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী করে রাখব। অবশেষে তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি সে সব বিষয়েই মীমাংসা করে দেব যেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে।

৫৬. যারা অমান্য ও অস্বীকার করার ভূমিকা অবলম্বন করেছে তাদেরকে ইহকাল-পরকাল সর্বত্রই কঠিন শাস্তি দান করব এবং তারা (এ শাস্তি হতে বাঁচার জন্যে) কোন সাহায্যকারী পাবে না।

১৬ . মূলে-'মুতাওয়াফফিকা' -শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াফফি'-এর আসল অর্থ 'গ্রহণ করা' 'আদায় করা'। রূহ কবয করার (অর্থাৎ মৃত্যুকালে ফেরেস্তা কর্তৃক দেহ থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ আয়ত্বে গ্রহণ করার) অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ গৌণ, এর মূল আভিধানিক অর্থ তা নয়।

وَاَمَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	فَيُوَفِّيْهِمْ	اُجُوْرَهُمْ ؕ
আর	যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজ করেছে	নেকীর	তাদেরকে তখন তিনি পূর্ণ দিবেন	তাদের প্রতিফল

وَ	اللّٰهُ	لَا	يُحِبُّ	الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾	ذٰلِكَ	نَتْلُوْهُ	عَلَيْكَ
এবং	আল্লাহ্	না	ভালবাসেন	জালেমদেরকে	এটা	তা পাঠকরছি আমরা	তোমার কাছে

مِنَ	الْاٰيٰتِ	وَ	الذِّكْرِ	الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾	اِنَّ	مَثَلَ	عِيْسٰى
হতে	নিদর্শনাবলী	ও	উপদেশ	জ্ঞানগর্ভ	নিশ্চয়	উদাহরণ	ঈসার

عِنْدَ	اللّٰهِ	كَمَثَلِ	اٰدَمَ ؕ	خَلَقَهٗ	مِنْ	تُرَابٍ	ثُمَّ	قَالَ
নিকট	আল্লাহ্‌র	উদাহরণের মত	আদমের	তাকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন	হতে	মাটি	তারপর	তিনি বলেছিলেন

لَهٗ	كُنْ	فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾	اَلْحَقُّ	مِنْ	رَّبِّكَ	فَلَا	تَكُنْ	مِّنَ
তাকে	হও	সে তখনই হয়ে যায়	(এটাই) প্রকৃত সত্য	পক্ষ হতে	তোমার রবের	অতএব না	তুমি হয়ো	অন্তর্ভুক্ত

الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾
সন্দেহকারীদের

৫৭. পক্ষান্তরে যারা ঈমান ও সৎকাজের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিফল পুরাপুরি দান করা হবে। ভাল করে জেনে রাখো আল্লাহ যালেমকে মোটেই ভালবাসেন না।

৫৮. এ যা কিছু আমি তোমাকে শুনাচ্ছি তা আয়াত এবং যুক্তি ও জ্ঞান-পূর্ণ উপদেশ।

৫৯. খোদার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত, এরূপ যে, আল্লাহ তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'হও', আর সে হয়ে গেল[১৭]।

৬০. এটাই প্রকৃত ও মূল সত্যকথা, যা তোমার খোদার তরফ হতে ঘোষণা করা হচ্ছে অতএব তোমরা সেসব লোকের মধ্যে শামিল হয়ো না যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

১৭. অর্থাৎ মাত্র 'বিনা পিতায়' জন্মগ্রহণ করাই যদি কাহারো পক্ষে খোদার পুত্র হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আদম (আঃ) সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ খৃষ্টানদের পক্ষে অধিকতর উচিৎ ছিল। কারণ, মসীহ (আঃ) এর জন্ম তো মাত্র বিনা বাপে হয়েছিল কিন্তু আদম (আঃ) তো মা ও বাপ ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا
যে অতঃপর | তোমার সাথে বিতর্ক করে | সে ব্যাপারে | এর পরেও | যা

جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ
তোমার কাছে এসেছে | জ্ঞান | বল তাহলে | তোমরা আস | ডাকি আমরা | আমাদের ছেলে দেরকে | ও

اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ
তোমাদের ছেলে দেরকে | ও | আমাদের নারী দেরকে | ও | তোমাদের নারীদেরকে | ও | আমাদের নিজে দেরকে | ও | তোমাদের নিজে দেরকে

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾
এরপর | বিনীতভাবে আমরা আবেদন করি | আমরা অতঃপর দেই | অভিশাপ | আল্লাহর | উপর | মিথ্যাবাদীদের

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا
নিশ্চয় | এটা | অবশ্যই সেই | বৃত্তান্ত | সত্য | আর | নাই | কোন | ইলাহ | ছাড়া

اللّٰهُ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾ فَاِنْ
আল্লাহ | এবং | নিশ্চয় | আল্লাহ | নিশ্চয়ই তিনি | পরাক্রমশালী | মহাবিজ্ঞ | যদি অতঃপর

تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾
তারা ফিরে যায় | তবে নিশ্চয় | আল্লাহ | খুব অবহিত | ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে

৬১. এই জ্ঞান পাওয়ার পর এখন যে কেউ তোমার এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মোহাম্মদ, তাকে বলেদাও যে- এস, আমরা নিজেরা ও আমি এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও নিয়ে হাজির হই, আর খোদার নিকট দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী তার উপর খোদার অভিশাপ বর্ষিত হোক।

৬২. এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ-নির্ভুল ঘটনা, আর প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ খোদা নেই, এবং খোদারই শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী ও তাঁরই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বপ্রকৃতির বুকে কার্যকরী।

৬৩. অতএব তারা যদি (এ শর্তে মোকাবেলা করতে) প্রস্তুত না হয়, তবে (তারাই যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তা-ই প্রমাণিত হবে) আর আল্লাহ তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অবস্থা ভাল করেই জানেন।

قُلْ	يٰٓاَهْلَ	الْكِتٰبِ	تَعَالَوْا	اِلٰى	كَلِمَةٍ	سَوَآءٍۭ	بَيْنَنَا	وَ
তুমি বল	হে আহলে	কিতাব	তোমরা এস	প্রতি	একটি বাণীর (যা)	সমান	আমাদের মাঝে	ও

بَيْنَكُمْ	اَلَّا	نَعْبُدَ	اِلَّا	اللّٰهَ	وَ	لَا	نُشْرِكَ	بِهٖ	شَيْئًا	وَّ	لَا
তোমাদের মাঝে	(এই)যে না	ইবাদত করব আমরা	ছাড়া	আল্লাহর	এবং	না	শেরক করব আমরা	তাঁর সাথে	কোন কিছুকেই	এবং	না

يَتَّخِذَ	بَعْضُنَا	بَعْضًا	اَرْبَابًا	مِّنْ دُوْنِ	اللّٰهِ ؕ	فَاِنْ	تَوَلَّوْا
গ্রহণ করবে	আমাদের কেউ	কাউকে	রব হিসেবে	ছাড়া	আল্লাহ	যদি অতঃপর	তারা ফিরে যায়

فَقُوْلُوا	اشْهَدُوْا	بِاَنَّا	مُسْلِمُوْنَ ۝٦٤	يٰٓاَهْلَ	الْكِتٰبِ
তোমরা তবে বল	তোমরা সাক্ষী থাক	আমরা যে	(আল্লাহর অনুগত বান্দা) মুসলমান	আহলে হে	কিতাব

لِمَ	تُحَآجُّوْنَ	فِيْٓ	اِبْرٰهِيْمَ	وَ	مَآ	اُنْزِلَتِ	التَّوْرٰىةُ
কেন	তোমরা বিতর্ক করছ	প্রশ্নে	ইবরাহীমের	অথচ	না	নাযিল হয়েছে	তাওরাত

وَ	الْاِنْجِيْلُ	اِلَّا	مِنْۢ	بَعْدِهٖ ؕ	اَفَلَا	تَعْقِلُوْنَ ۝٦٥
ও	ইনজীল	কিন্তু	পরে	তার	না তবুও কি	তোমরা বুঝবে

রুকুঃ৭

৬৪. বল, "হে আহলি-কিতাব, এস, এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান, তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবনা, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব বা খোদারূপে গ্রহণ করব না"। –এ দাওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয়, তবে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরাতো মুসলিম–কেবলমাত্র খোদার বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজেদেরকে সোপর্দ করে রেখেছি।

৬৫. হে আহলি কিতাব ! তোমরা ইব্রাহীম সম্পর্কে আমাদের সংগে কেন ঝগড়া কর? তওরাত ও ইঞ্জিল তো ইব্রাহীমের পরে নাযিল হয়েছে, তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝনা ?

هَاَنْتُمْ	هٰۤؤُلَآءِ	حَاجَجْتُمْ	فِيْمَا	لَكُمْ	بِهٖ	عِلْمٌ	فَلِمَ
তোমরাই তো	ঐ সব লোক (যারা)	বিতর্ক করেছ	সে বিষয়ে	তোমাদের (আছে)	যে সম্পর্কে	(সামান্য) জ্ঞান	এখন কেন

تُحَآجُّوْنَ	فِيْمَا	لَيْسَ	لَكُمْ	بِهٖ	عِلْمٌ ط	وَ	اللّٰهُ	يَعْلَمُ
তোমরা বিতর্ক করছ	সে সম্পর্কে	নাই	তোমাদের	যেসম্পর্কে	কোন জ্ঞান	এবং	আল্লাহ	জানেন

وَ	اَنْتُمْ	لَا	تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾	مَا	كَانَ	اِبْرٰهِيْمُ	يَهُوْدِيًّا
আর	তোমরা	না	(প্রকৃত সত্য) জান	না	ছিল	ইবরাহীম	ইয়াহুদী

وَّ	لَا	نَصْرَانِيًّا	وَّلٰكِنْ	كَانَ	حَنِيْفًا	مُّسْلِمًا ط	وَ	مَا
আর	না	খৃষ্টান	কিন্তু	সে ছিল	একনিষ্ঠ	(আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম	এবং	না

كَانَ	مِنَ	الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾	اِنَّ	اَوْلَى	النَّاسِ	بِاِبْرٰهِيْمَ
সে ছিল	অন্তর্ভুক্ত	মুশরিকদের	নিশ্চয়	অগ্রাধিকারী (ঘনিষ্ঠ হওয়ার)	লোকদের (মধ্যে)	ইবরাহীমের সাথে

لَلَّذِيْنَ	اتَّبَعُوْهُ	وَ	هٰذَا	النَّبِىُّ	وَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا ط
(তারা) অবশ্যই যারা	তার অনুসরণ করে	ও	এই	নবী	ও	যারা	ঈমান এনেছে

৬৬. তোমরা যে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখো, সে সব বিষয় নিয়ে তো যতেষ্ট বিতর্ক করলে, এখন যে সব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তা নিয়ে কেন বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছ? প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহর রয়েছে, তোমরাতো কিছুই জানলা।

৬৭. ইব্রাহীম না ছিল ইয়াহুদী, আর না ছিল খৃষ্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ[১৮] মুসলিম, সে কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিল না।

৬৮. ইব্রাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী অধিকার রয়েছে তাদের যারা তার অনুসরণ করেছে, আর এখন এ সম্পর্ক রাখার বেশী অধিকারী হচ্ছে এই নবী এবং তার অনুসারী ঈমানদার লোকেরা।

১৮. মূলে 'হানিফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলে। এর মর্ম বুঝাবার জন্য আমরা অনুবাদ করেছি "একনিষ্ঠ মুসলিম"।

وَ اللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۶۸﴾ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ
এবং আল্লাহ অভিভাবক ঈমানদারদের চায় একদল মধ্য হতে

اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ یُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَ مَا یُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ
আহলি কিতাবদের যদি তোমাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করতে পারত আর না তারা পথ ভ্রষ্ট করে এছাড়া

اَنْفُسَهُمْ وَ مَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۶۹﴾ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ
তাদের নিজেদেরকে কিন্তু না তারা উপলব্ধি করে হে আহলি কিতাব কেন

تَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۷۰﴾ یٰۤاَهْلَ
তোমরা অস্বীকার করছ নিদর্শন গুলোকে আল্লাহর অথচ তোমরাই পর্যবেক্ষণ করছ হে আহলি

الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
কিতাব কেন তোমরা মিলাও হককে বাতেলের সাথে এবং তোমরা গোপন করছ হককে

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۱﴾ ع
অথচ তোমরা (ভালভাবেই) জান

ع ۸ ১৫

বস্তুতঃ আল্লাহ কেবল তাদেরই সহায়ক ও সাহার্য্যকারী যারা ঈমানদার।

৬৯. (হে ঈমানদারেরা) আহলি-কিতাবদের মধ্যে একটি দল তোমাদেরকে কোন না কোন রকমে পথ ভ্রষ্ট করে দিতে চায় যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে পারেনা; কিন্তু তাদের সে চেতনাই নেই।

৭০. হে আহলি-কিতাবরা, খোদার আয়াত কেন অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করছ[১৯]।

৭১. হে আহলি-কিতাব, সত্যকে বাতিলের সাতে মিশিয়ে কেন সন্দেহযুক্ত করে তুলছ? জেনে-বুঝে কেন সত্যকে গোপন করছ ?

১৯. এই বাক্যাংশের আর একটি অনুবাদ হতে পারে-"তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ"। উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে, তাতে কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দেয় না। বস্তুতঃ নবী করীমের পবিত্র জীবন-ধারা এবং সাহাবাদের জীবনের উপর তাঁর মহান শিক্ষা ও দীক্ষা-প্রণালীর বিস্ময়কর প্রভাব এবং কোরআনে বর্ণিত উন্নত স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ- এ সবই খোদার উজ্জ্বল নিদর্শন। নবীদের বিশেষ অবস্থা ও আসমানী কিতাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির পক্ষে এ সব আয়াত দেখে হযরতের নবুয়্যত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বড়ই কঠিন ছিল।

وَ	قَالَتْ	طَّآئِفَةٌ	مِّنْ	اَهْلِ	الْكِتٰبِ	اٰمِنُوْا
এবং	বলে	একদল	মধ্য হতে	আহলি	কিতাবদের	তোমরা ঈমান আন

بِالَّذِىْٓ	اُنْزِلَ	عَلَى	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَجْهَ
(তার) প্রতি যা	নাযীল করা হয়েছে	নিকট	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে	শুরুতে

النَّهَارِ	وَ	اكْفُرُوْٓا	اٰخِرَهٗ	لَعَلَّهُمْ	يَرْجِعُوْنَ ۝	وَ	لَا تُؤْمِنُوْٓا
দিনের	এবং	তোমরা অস্বীকার কর	তার শেষে	তারা সম্ভবত	ফিরে যাবে	এবং	তোমরা বিশ্বাস না করো

اِلَّا	لِمَنْ	تَبِعَ	دِيْنَكُمْ	قُلْ	اِنَّ	الْهُدٰى	هُدَى	اللّٰهِ
ব্যতীত	(তাদেরকে) যারা	অনুসরণ করে	তোমাদের দ্বীনের	(হেনবী) তুমি বল	নিশ্চয়	প্রকৃত হেদায়াত	হেদায়াত	আল্লাহর

اَنْ	يُّؤْتٰٓى	اَحَدٌ	مِّثْلَ	مَآ	اُوْتِيْتُمْ	اَوْ	يُحَآجُّوْ	كُمْ
(এও) যে	দেয়া হচ্ছে (আজ)	কাউকে	অনুরূপ	(অতীতে) যা	তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল	নইলে	বিতর্ক করবে তারা	তোমাদের (বিরুদ্ধে)

عِنْدَ	رَبِّكُمْ	قُلْ	اِنَّ	الْفَضْلَ	بِيَدِ	اللّٰهِ	يُؤْتِيْهِ	مَنْ	يَّشَآءُ
কাছে	তোমাদের রবের	তুমি বল	নিশ্চয়	সব অনুগ্রহ	হাতে	আল্লাহরই	তিনি দেন	যাকে	তিনি ইচ্ছে করেন

রুকুঃ৮

৭২. আহলি কিতাবদের মধ্যে হতে একটি দল বলে, এই নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের নিকট যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি তোমরা সকালবেলা ঈমান আন আর সন্ধ্যাবেলা অস্বীকার কর। সম্ভবতঃ এ কৌশলে কাজ করলে তারা নিজেদের ঈমান হতে ফিরে যাবে।

৭৩. উপরন্তু তারা পরস্পরে বলাবলী করে, নিজেদের ধর্মমতের লোকছাড়া আর কারো কথা মানবে না। হে নবী, তাদেরকে বলে দাও যে, "প্রকৃত হেদায়াত হচ্ছে খোদার হেদায়াত এবং এটা তাঁরই নীতি যে, একদিন তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাই অন্য কাউকে দেয়া হবে। অথবা অন্য লোকরা তোমাদের খোদার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্যে কোন মজবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে"। হে নবী তাদের বলে দাও যে, অনুগ্রহ, দান ও মর্যাদা সবই খোদার হাতে, তিনি যাকে চান, দান করেন।

وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ
এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ তিনি বাছাই করেন তাঁর রহমতের জন্যে যাকে

يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
তিনি ইচ্ছে করেন এবং আল্লাহ অনুগ্রহশীল মহান এবং মধ্য হতে আহলি কিতাবদের (এমনও আছে)

مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ
যে যদি তাকে আমানত দাও ধন সম্পদের স্তূপ ফেরত দেবে তা তোমার নিকট আবার তাদের মধ্যে (এমনও আছে) যে

اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ
যদি তাকে আমানত দাও একটি দিনারও না ফেরত দেবে তা তোমার নিকট এছাড়া যতক্ষণনা তুমি

عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ
তার উপর দণ্ডায়মান থাকবে

তিনি বিশাল দৃষ্টিসম্পন্ন[২০] সর্বজ্ঞ।

৭৪. নিজের অনুগ্রহ দানের জন্যে যাকে চান নির্দিষ্ট করে থাকেন, আর তাঁর অনুগ্রহও অনেক বেশী এবং বিরাট।

৭৫. আহলি-কিতাবদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন আছে যে, তোমরা যদি তাদের প্রতি আস্থা রেখে ধন-সম্পদের একটা বিরাট স্তূপও তাদের নিকট আমানত রেখে দাও তবে তারা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে। আর কারো অবস্থা এরূপ যে, একটি মুদ্রার ব্যাপারেও যদি তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তা কখনো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেনা। অবশ্য তখন দিতে পারে যদি তোমরা একেবারে তাদের মাথার উপর চড়ে বস।

---

২০. মূলে 'ওয়াসেউন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে এ শব্দ সাধারণতঃ তিনপ্রকার জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমতঃ যেখানে কোন মানব গোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ চিন্তার কথা আলোচিত হয় এবং এ সত্য তাদের জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় যে আল্লাহ তোমাদের মত সংকীর্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন নন, সেখানে এ শব্দ খোদা সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে কাহারো কার্পণ্য, সংকীর্ণ হৃদয় ও সাহসহীনতার জন্য তিরস্কার করে এ কথা বলার প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ অত্যন্ত উদার-হস্ত, তোমাদের মত কৃপণ নন, সেখানেও খোদার পরিচয় হিসাবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ সেখানেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তা-বিশ্বাসের সংকীর্ণতার কারণে খোদার প্রতি কোন না কোন দিক দিয়ে সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং তাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্যে হয় যে- আল্লাহ অসীম।

ذَٰلِكَ	بِأَنَّهُمْ	قَالُوا	لَيْسَ	عَلَيْنَا	فِي	الْأُمِّيِّينَ
এটা	এজন্যে যে তারা	বলে	নাই	আমাদের উপর	ব্যাপারে	নিরক্ষরদের (অর্থাৎ আরবদের জন্যে)

سَبِيلٌ	وَ	يَقُولُونَ	عَلَى	اللَّهِ	الْكَذِبَ	وَ	هُمْ
কোন দায়িত্ব	এবং	তারা বলে	উপর	আল্লাহর	মিথ্যা	অথচ	তারা

يَعْلَمُونَ ۝٧٥	بَلَىٰ	مَنْ	أَوْفَىٰ	بِعَهْدِ	هِ	وَ	اتَّقَىٰ	فَإِنَّ	اللَّهَ
(ভালভাবে) জানে	হাঁ বরং	যে	পূর্ণকরবে	ওয়াদা	তার	ও	নাফরমানী থেকে বাচবে	তাহলে নিশ্চয়	আল্লাহ

يُحِبُّ	الْمُتَّقِينَ ۝٧٦	إِنَّ	الَّذِينَ	يَشْتَرُونَ	بِعَهْدِ	اللَّهِ
ভাল বাসবেন	নাফরমানী থেকে বেঁচে চলা লোকদেরকে	নিশ্চয়	যারা	বিক্রয় করে	প্রতিশ্রুতিকে	আল্লাহর (সাথে কৃত)

وَ	أَيْمَانِهِمْ	ثَمَنًا	قَلِيلًا	أُولَٰئِكَ	لَا	خَلَاقَ	لَهُمْ
ও	তাদের শপথ সমূহকে	মূল্যে	সামান্য	ঐসব লোক	নাই	কোন অংশ	তাদের জন্যে

فِي الْآخِرَةِ	وَ	لَا	يُكَلِّمُهُمُ	اللَّهُ	وَ	لَا	يَنْظُرُ	إِلَيْهِمْ	يَوْمَ
আখেরাতে	এবং	না	তাদের সাথে কথা বলবেন	আল্লাহ	এবং	না	(দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন	তাদের প্রতি	দিনে

الْقِيَامَةِ	وَ	لَا	يُزَكِّيهِمْ	وَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	أَلِيمٌ ۝٧٧
কিয়ামতের	এবং	না	তাদের পরিশুদ্ধ করবেন	এবং	তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	অতিকষ্টদায়ক

তাদের এরূপ নৈতিক অবস্থার মূল কারণ, তারা বলে, উম্মীদের (ইয়াহুদী ছাড়া অন্যান্য লোক) ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। বস্তুতঃ তারা এ কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, আল্লাহ এমন কোন কথাই বলেননি।

৭৬. তাদের প্রতি কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা কেন? যে ব্যক্তিই নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পাপ-নাফরমানী হতে বিরত থাকবে, সে খোদার প্রিয় হবে। কেননা পরহেযগার লোকই খোদার প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

৭৭. আর যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ-প্রতিজ্ঞাসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে ফেলে পরকালে তাদের জন্যে কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্যে তো কঠিন ও উৎপীড়ক শাস্তি রয়েছে।

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ

এবং — নিশ্চয় — তাদের মধ্যে — অবশ্যই একদল (আছে) — তারা মুড়াতে থাকে — তাদের জিহবা গুলোকে — কিতাব (পাঠে) — তোমরা যেন মনে কর — তাকে

مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ

অংশ (হিসেবে) — কিতাবের — অথচ — না — তা — অংশ — কিতাবের — এবং — তারা বলে — তা (এসেছে) — থেকে

عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

কাছ — আল্লাহর — অথচ না — তা (এসেছে) — থেকে — নিকট — আল্লাহর — এবং — তারা বলে — বিরুদ্ধে — আল্লাহর

الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ

মিথ্যা — অথচ — তারা — (ভালভাবে) জানে — শোভনীয় নয় — কোন মানুষের জন্যে — যে — তাকে দেবেন

اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ

আল্লাহ — কিতাব — ও — জ্ঞান — ও — নবুয়্যত — এরপর — সে বলবে — মানুষকে

كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ

তোমরা হয়ে যাও — দাস — আমার — ব্যতীত — আল্লাহ — কিন্তু (সে বলবে) — তোমরা হও — আল্লাহওয়ালা

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

যেহেতু — তোমরা — শিখিয়ে থাক — কিতাব — ও — যেহেতু — তোমরা — অধ্যয়ন করে থাক

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহবাকে এমন ভাবে উলট-পালট করে যে, তোমরা যেন মনে কর, তারা কিতাবের মূল ভাষন পাঠ করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে তা কিতাবের এবারত নয়। তারা বলেঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই খোদার তরফ হতে প্রাপ্ত-অথচ তা প্রকৃত পক্ষে খোদার তরফ হতে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে-শুনে মিথ্যে কথা খোদার প্রতি আরোপ করছে।

৭৯. কোন মানুষেরই এটা কাজ নয় যে, আল্লাহ তো তাকে কিতাব, ক্ষমতা ও নবুয়্যত দান করবেন, আর সে এ সব কিছু লাভ করে লোকদের বলবে যে, তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও, সে তো এটাই বলবে যে, সত্যবাদী রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হও- যেমন এই কিতাবও এর তাকীদ দিতেছে যা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও।

৮০. সে কখনো তোমাদেরকে এ কথা বলবে না যে, ফিরেশতা অথবা পয়গম্বরদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নাও। তোমরা যখন মুসলিম তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে, তা কি সম্ভব ?

রুকূ:৯

৮১. স্মরণ কর, খোদা নবীদের নিকট হতে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান, কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছি। কাল অপর কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সে শিক্ষা নিয়েই যদি আসে যা তোমাদের নিকট পূর্ব হতেই বর্তমান আছে তবে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তার সাহায্য করতে হবে[২১]।

২১. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে বরাবর এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু কথা আরও বুঝে লওয়া আবশ্যক যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং তারই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ও তাঁকে সমর্থন ও তাঁর সংগে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কি কুরআন বা কি হাদিস– কোন ক্ষেত্রেই এরূপ কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ও সন্ধান পাওয়া যায় না যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) - এর কাছ থেকে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে বা তিনি নিজের উম্মতকে তাঁর পরবর্তী কোন নবীর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে তাঁর (পরবর্তী নবীর) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ উপদেশ দান করেছেন। কুরআন মজিদে নবী করীমকে (সঃ) সুস্পষ্টভাবে 'খাতেমুন নবীইন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বহু সংখ্যক হাদিসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এই কথা নির্দেশ করেছেন যে, তার পরে আর কোন নবী আগমন করবেন না।

قَالَ	ءَاَقْرَرْتُمْ	وَ	اَخَذْتُمْ	عَلٰى	ذٰلِكُمْ	اِصْرِىْ ط
তিনি বললেন	তোমরা অংগীকার করলে কি	ও	তোমরা গ্রহণ করলে (কি)	উপর	এসবের	দায়িত্বভার

قَالُوْٓا	اَقْرَرْنَا ط	قَالَ	فَاشْهَدُوْا	وَ	اَنَا	مَعَكُمْ
তারা বলল	আমরা অংগীকার করলাম	তিনি বললেন	তোমরা সাক্ষী থাকো	এবং	আমিও	তোমাদের সাথে

مِّنَ	الشّٰهِدِيْنَ ۝٨١	فَمَنْ	تَوَلّٰى	بَعْدَ	ذٰلِكَ	فَاُولٰٓئِكَ
অন্তর্ভুক্ত (রইলাম)	সাক্ষীদাতাদের	অতঃপর যে	ফিরে যাবে	পরও	এর	তাহলে ঐসব লোকেই

هُمُ	الْفٰسِقُوْنَ ۝٨٢	اَفَغَيْرَ	دِيْنِ	اللّٰهِ	يَبْغُوْنَ	وَ
তারাই	নাফরমান	তাহলে কি ব্যতীত	দ্বীন	আল্লাহর	তারা চায় (অন্যদ্বীন)	অথচ

لَهٗٓ	اَسْلَمَ	مَنْ	فِى	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْاَرْضِ	طَوْعًا
তার কাছে	আত্মসমর্পণ করেছে	যা কিছু	মধ্যে আছে	আসমান সমূহের	ও	যমীনে	ইচ্ছায়

وَّ	كَرْهًا	وَّ	اِلَيْهِ	يُرْجَعُوْنَ ۝٨٣	قُلْ	اٰمَنَّا	بِاللّٰهِ
বা	অনিচ্ছায়.	আর	তারই দিকে	তাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে	তুমি বল	আমরা ঈমান এনেছি	আল্লাহর উপর

وَ	مَآ	اُنْزِلَ	عَلَيْنَا	وَ	مَآ	اُنْزِلَ	عَلٰٓى	اِبْرٰهِيْمَ	وَ	اِسْمٰعِيْلَ
ও	যা কিছু	নাযিল করা হয়েছে	আমাদের উপর	ও	যা কিছু	নাযিল করা হয়েছে	উপর	ইবরাহীমের	ও	ইসমাঈলের

وَ	اِسْحٰقَ	وَ	يَعْقُوْبَ	وَ	الْاَسْبَاطِ
ও	ইসহাকের	ও	ইয়াকুবের	এবং	(তাদের)বংশধরদের (উপর)

এ কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমরা কি ইহার অংগীকার করছ এবং এ সম্পর্কে আমার নিকট হতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? তারা বললঃ হ্যাঁ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

৮২. এর পর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে সে-ই কাফের।

৮৩. এখন এসব লোক কি খোদার আনুগত্য করার পন্থা (খোদার দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক খোদারই নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলতঃ তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৮৪. হে নবী, বল আমরা আল্লাহকে মানি, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুবও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে-তাও মানি।

وَ	مَآ	اُوْتِيَ	مُوْسٰى	وَ	عِيْسٰى	وَ	النَّبِيُّوْنَ
এবং	যা কিছু	দেওয়া হয়েছে	মূসাকে	ও	ঈসাকে	ও	নবীদেরকে

مِنْ	رَّبِّهِمْ	لَا	نُفَرِّقُ	بَيْنَ	اَحَدٍ	مِّنْهُمْ
পক্ষহতে	তাদের রবের	না	আমরা পার্থক্য করি	মাঝে	কারো	তাদের মধ্যকার

وَ	نَحْنُ	لَهٗ	مُسْلِمُوْنَ ﴿৮৪﴾	وَ	مَنْ	يَّبْتَغِ
আর	আমরা	তারই কাছে	আত্মসমর্পণকারী (অর্থাৎ মুসলমান)	এবং	যে কেউ	গ্রহণ করতে) চায়

غَيْرَ	الْاِسْلَامِ	دِيْنًا	فَلَنْ	يُّقْبَلَ	مِنْهُ ۚ	وَ	هُوَ
ব্যতীত	ইসলাম	(অন্যকোন) দ্বীন	তা কক্ষণ না	কবুল করা হবে	তার থেকে	এবং	সে (হবে)

فِى الْاٰخِرَةِ	مِنَ	الْخٰسِرِيْنَ ﴿৮৫﴾	كَيْفَ	يَهْدِى	اللّٰهُ	قَوْمًا
আখেরাতে	অন্তর্ভুক্ত	ক্ষতিগ্রস্থদের	কিরূপে	হেদায়াত দিবেন	আল্লাহ	কোন সম্প্রদায়কে

كَفَرُوْا	بَعْدَ	اِيْمَانِهِمْ	وَ	شَهِدُوْٓا	اَنَّ	الرَّسُوْلَ	حَقٌّ	وَّ
(যারা) কুফরী করল	পরেও	তাদের ঈমানের	অথচ	তারা সাক্ষী দিল	যে	(এই) রসূল	সত্য	ও

جَآءَهُمُ	الْبَيِّنٰتُ ؕ	وَ	اللّٰهُ	لَا	يَهْدِى	الْقَوْمَ	الظّٰلِمِيْنَ ﴿৮৬﴾
তাদের কাছে এসেছে	স্পষ্ট নিদর্শনাবলী	আর	আল্লাহ	না	হেদায়াত দেন	সম্প্রদায়কে	(যারা) জালেম

সেই হেদায়াতের প্রতিও আমাদের ঈমান আছে যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য পয়গম্বরদেরকে তাদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য বা তারতম্য করিনা এবং আমরা খোদার ফরমানের অধীন ও অনুসারী (মুসলিম)।

৮৫. এই আনুগত্য-ইসলাম-ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার সেই পন্থা একবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।

৮৬. যারা ঈমানের নিয়ামত একবার পাবার পর পুনরায় কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়াত দান করতে পারেন। অথচ তারা নিজেরা এ কথার সাক্ষী দিয়েছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহও এসেছে। আল্লাহ যালেমদেরকে কখনই হেদায়াত দান করেন না।

أُولَٰئِكَ	جَزَاؤُهُمْ	أَنَّ	عَلَيْهِمْ	لَعْنَةَ	اللَّهِ	وَ	الْمَلَائِكَةِ
ঐসব লোক	তাদের প্রতিফল	এই যে	তাদের উপর	অভিশাপ (বর্ষিত হয়)	আল্লাহর	ও	ফেরেশতাদের

وَ	النَّاسِ	أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾	خَالِدِينَ	فِيهَا	لَا	يُخَفَّفُ	عَنْهُمُ
ও	মানুষের	সকলকেই	তারা চিরস্থায়ী হবে	তার মধ্যে	না	হালকা করা হবে	তাদের থেকে

الْعَذَابُ	وَ	لَا	هُمْ	يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾	إِلَّا	الَّذِينَ	تَابُوا
শাস্তি	আর	না	তাদের	অবকাশ দেয়া হবে	তবে	(ঐসব লোক) যারা	তওবা করেছে

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ	وَ	أَصْلَحُوا	فَإِنَّ	اللَّهَ	غَفُورٌ	رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾	إِنَّ
এর পরে	ও	তারা সংশোধন করেছে (নিজেদেরকে)	তখন নিশ্চয়	আল্লাহ	বড় ক্ষমাশীল	মেহেরবান	নিশ্চয়

الَّذِينَ	كَفَرُوا	بَعْدَ	إِيمَانِهِمْ	ثُمَّ	ازْدَادُوا	كُفْرًا	لَنْ
যারা	অস্বীকার করেছে	পরে	তাদের ঈমানের	এরপর	তারা বৃদ্ধি করেছে	কুফরী	কক্ষণ না

تُقْبَلَ	تَوْبَتُهُمْ	وَ	أُولَٰئِكَ	هُمُ	الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾
কবুল করা হবে	তাদের তওবা	এবং	ঐসব লোক	তারাই	পথভ্রষ্ট

৮৭. তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই যে, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৮৮. তারা চির দিন এ অবস্থাতেই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে, আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।

৮৯. অবশ্য সে সব লোক এ অভিশাপ হতে মুক্ত থাকবে যারা তওবা করে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৯০. কিন্তু যারা ঈমান আনার পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে গেছে[২২], তাদের তওবা কবুল কর হবে না, এ ধরনের লোকতো একবারে পথভ্রষ্ট।

২২. অর্থাৎ মাত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কার্যতঃ বিরুদ্ধতা ও প্রতিরোধও করেছে; লোকদের খোদার পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় নিজেদের সব শক্তি নিয়োগ করেছে, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে। মানুষের মনে শয়তানী অসওয়াসা-কুপ্ররোচনা নিক্ষেপ করেছে এবং নবী করীমের মিশন -তাঁর আন্দোলন এবং আদর্শ ও লক্ষ্যকে ব্যর্থ করার হীন মনোভাবে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করেছে।

৯১. নিশ্চিত জেনো, যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজকে শাস্তি হতে বাঁচাবার জন্যে পৃথিবী–ভরা পরিমান স্বর্ণ বিনিময় হিসেবে দান করে তবে তা ও কবুল করা হবে না। বস্তুতঃ এসব লোকের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তারা কাউকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

রুকূঃ১০

৯২. তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা (খোদার পথে) সে সব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে বে-খবর থাকবেন না।

৯৩. সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই (যা মোহাম্মদী শরীয়তে হালাল ঘোষিত হয়েছে) বণী ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিল[২৩]। অবশ্য কোন কোন জিনিস এমন ছিল যা তওরাত নাযিল হবার পূর্বে ইসরাঈল (হযরত ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে বল, তোমরা যদি (তোমাদের আপত্তি বা প্রশ্নের ব্যাপারে) বাস্তবিকই সত্যবাদী হও তবে তওরাত নিয়ে এস এবং তার কোন ভাষণ পেশ কর।

৯৪. এর পরও যারা নিজেদের মনগড়া কথা খোদার উপর আরোপ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই যালেম।

৯৫. বল, আল্লাহ যাকিছু বলেছেন সত্য বলেছেন।

২৩. কুরআন মজিদ ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপস্থাপিত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে ইহুদী আলেমগণ যখন কোন নৈতিক আপত্তি পেশ করার সুযোগ পেল না (কেননা দ্বীনের মূল ভিত্তি যে সব জিনিসের উপর স্থাপিত সে দিক দিয়ে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষার মধ্যে এক বিন্দুও পার্থক্য নেই) তখন তাঁর ফিকাহ সম্পর্কীয় আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগলো। এ সম্পর্কে তাদের প্রথম আপত্তি ছিল– রসূলে করীম (সঃ) এমন অনেক খাদ্যবস্তু হালাল ঘোষণা করেছেন পূর্ববর্তী নবীদের সময় থেকে যেগুলো হারাম বলে মানিত হয়ে আসছে। এখানে ইহুদীদের এই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। তাদের অনুরূপ আরও একটি অভিযোগ এই ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে ত্যাগ করে কাবাকে কেন কিবলা নির্ধারণ করা হলো ? পরবর্তী আয়াতে তাদের এই অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

فَاتَّبِعُوْا	مِلَّةَ	اِبْرٰهِيْمَ	حَنِيْفًا ؕ	وَ	مَا	كَانَ	مِنَ
তোমরা অতএব অনুসরণ কর	পন্থা	ইবরাহীমের	একমুখী হয়ে	এবং	না	সে ছিল	অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾	اِنَّ	اَوَّلَ	بَيْتٍ	وُّضِعَ	لِلنَّاسِ	لَلَّذِىْ
মুশরিকদের	নিশ্চয়	প্রথম	ঘর	তৈরী করা হয়েছিল	লোকদের জন্যে	যা অবশ্যই

بِبَكَّةَ	مُبٰرَكًا	وَّ	هُدًى	لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾	فِيْهِ	اٰيٰتٌۢ
মক্কায় (অবস্থিত)	বরকতময়	ও	হেদায়াতের (কেন্দ্র)	বিশ্ববাসীদের জন্যে	তার মধ্যে (আছে)	নিদর্শনাবলী

بَيِّنٰتٌ	مَّقَامُ	اِبْرٰهِيْمَ ۚ	وَ	مَنْ	دَخَلَهٗ	كَانَ	اٰمِنًا ؕ
সুস্পষ্ট	মাকামে	ইবরাহীম	এবং	যে	তাতে প্রবেশ করল	সে হল	নিরাপদ

তোমাদের সকলেরই একমুখী হয়ে, ইবরাহীমের (আঃ) পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য; আর ইবরাহীম (আঃ) কখনই শেরেককারীদের মধ্যে ছিলেন না।

৯৬. একথা নিঃসন্দেহ যে মক্কায় অবস্থিত ঘরখানাকেই মানুষের এবাদতের ঘর হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরী করা হয়েছে। উহাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেয়া হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়াত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল।

৯৭. তারমধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ রয়েছে[২৪], ইবরাহীমের (আঃ) এবাদতের জায়গাও রয়েছে এবং তার অবস্থা এই যে তাতে যে-ই প্রবেশ করল সে-ই নিরাপদ হল।

২৪. অর্থাৎ এই ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায় যার দ্বারা প্রমানিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং এই ঘরকে আল্লাহতা'আলা নিজের ঘর হিসাবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। উষর-ধুসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে প্রতিষ্ঠিত করে, পরে আল্লাহতা'আলা উহার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীদের জীবিকা সংগ্রহের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহেলিয়াতের কারণে সারা আরবদেশ নিতান্ত নিরাপত্তাহীন ও অশান্তির অবস্থায় বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশে কাবা ও কাবার চতুষ্পার্শ্ব এমনই একটি ভূখন্ড ছিল যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। বরং এটা কাবারই বরকত (পূণ্যময় কল্যাণ) ছিল যে বৎসরের মধ্যে পূর্ণ চারমাস কাল এই ঘরেরই ওসিলায় সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। এ ছাড়া মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে সকলে প্রত্যক্ষ করেছে- আবরাহা যখন কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা শহর আক্রমন করেছিল তখন তার সৈন্যবাহিনী কেমনভাবে আল্লাহর কহরে পড়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লোকও আরবে মওজুদ ছিল।

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ

এবং | আল্লাহরই জন্যে | উপর | লোকদের | হজ্জ করা (ফরজ) | ঐ ঘরের | (তারক্ষেত্রে) যে | সমর্থ রাখে | তার কাছে (পৌঁছবার)

سَبِيْلًا ۗ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

উপকরণের | এবং | যে | অস্বীকার করল | তবে নিশ্চয় | আল্লাহ | মুখাপেক্ষী হীন | থেকে | দুনিয়াবাসীদের

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ

তুমি বল | হে | আহলি | কিতাব | কেন | তোমরা অস্বীকার করছ | নিদর্শনাবলীকে | আল্লাহর

وَ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ

আর | আল্লাহ | সাক্ষী | উপর | (তার) যা | তোমরা কাজ করছ | তুমি বল | হে আহলে

الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ

কিতাব | কেন | তোমরা বাধা দাও | হতে | পথ | আল্লাহর | (তাকে) যে | ঈমান এনেছে

تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَ مَا اللّٰهُ

তাতে অনুসন্ধান করে | বক্রতা | অথচ | তোমরা | প্রত্যক্ষ করছ | এবং | নন | আল্লাহ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

গাফেল | তা হতে যা | তোমরা কাজ করছ

লোকদের উপর খোদার এ অধিকার রয়েছে যে, যার এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছাবার সামর্থ আছে সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে, আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।

৯৮. বল, হে আহলি-কিতাব, তোমরা কেন খোদার কথা মানতে অস্বীকার কর? তোমরা যে সব কাজ-কর্ম করছ, তা সবই আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন।

৯৯. বল, হে আহলি-কিতাব, তোমাদের একি অবস্থা- যারা খোদার হুকুম মানে তাদেরকেও তোমরা খোদার পথ হতে রোধ করছ এবং চাচ্ছ যে, তারাও যেন বাঁকা পথে চলে। অথচ তোমরা নিজেরাই তাদের সত্যপথগামী হওয়া সম্পর্কে সাক্ষী-প্রত্যক্ষ দর্শী। বস্তুতঃ তোমাদের এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে খোদা কিছুমাত্র গাফিল নন।

يَآيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْٓا	اِنْ	تُطِيْعُوْا	فَرِيْقًا
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	যদি	তোমরা আনুগত্য কর	(কোন এক) দলের ও

مِّنَ	الَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْكِتٰبَ	يَرُدُّوْكُمْ	بَعْدَ
মধ্য হতে	(তাদের) যাদের	দেওয়া হয়েছে	কিতাব	তোমাদেরকে ফিরাবে	পরে

اِيْمَانِكُمْ	كٰفِرِيْنَ ⑩⑩	وَ	كَيْفَ	تَكْفُرُوْنَ	وَ
তোমাদের ঈমানের	কাফির হিসেবে	এবং	কিরূপে	তোমরা অস্বীকার করবে	অথচ

اَنْتُمْ	تُتْلٰى	عَلَيْكُمْ	اٰيٰتُ	اللّٰهِ	وَ	فِيْكُمْ	رَسُوْلُهٗ ط
তোমরা (এমন যে)	পাঠ করা হয়	তোমাদের নিকট	আয়াত সমূহকে	আল্লাহর	এবং	তোমাদের মধ্যে (আছেন)	তাঁর রসূল

وَ	مَنْ	يَّعْتَصِمْ	بِاللّٰهِ	فَقَدْ	هُدِيَ	اِلٰى	صِرَاطٍ
এবং	যে কেউ	দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে	আল্লাহর (রজ্জুকে)	তাহলে নিশ্চয়	সে পরিচালিত হবে	দিকে	পথের

مُّسْتَقِيْمٍ ⑩⑪	يَآيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّقُوا	اللّٰهَ	حَقَّ
সরল সঠিক	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	যথোপযুক্ত

تُقٰتِهٖ	وَ	لَا	تَمُوْتُنَّ	اِلَّا	وَ	اَنْتُمْ	مُّسْلِمُوْنَ ⑩⑫
এবং তাঁর ভয়		না	তোমরা মৃত্যু বরণ করো	এছাড়া	যখন	তোমরা	মুসলমান

১০০. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যদি এই আহলি-কিতাবদের মধ্যে কোন একটি দলেরও কথা মেনে নাও তবে তারা তোমাদেরকে পুনরায় ঈমান হতে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

১০১. এখন তোমাদের কুফরীর দিকে ফিরে যাবার কি অবকাশ থাকতে পারে যখন তোমাদেরকে খোদার আয়াত শুনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে খোদার রসূল বর্তমান রয়েছেন? বস্তুতঃ খোদার রজ্জু যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে ধরবে সে নিশ্চয় সত্য ও সঠিক পথ পেতে পারবে।

রুকুঃ১১

১০২. হে ঈমানদারেরা, খোদাকে ভয় কর, যেমন ভাবে তাকে ভয় করা উচিত। তোমদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সে অবস্থা ছাড়া যখন তোমরা হবে মুসলিম।

১০৩. সকলে মিলে খোদার রজ্জু[২৫] শক্ত করে ধারণ কর এবং দলাদলিতে পড়োনা। খোদার সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শন সমূহ তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন, এ উদ্দেশ্যে যে হয়তবা এ নিদর্শন সমূহ হতে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পার।

২৫. 'খোদার রজ্জু' অর্থ তার দ্বীন– ইসলাম। দ্বীনকে 'রজ্জু' এই কারণে বলা হয়েছে যে, এই সূত্র দ্বারাই এক দিকে খোদার সংগে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অন্যদিকে এই দ্বীনই সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকে পরস্পরে মিলিত করে একটি সুসংঘবদ্ধ দল সৃষ্টি করে।

وَ	لْتَكُنْ	مِّنْكُمْ	اُمَّةٌ	يَّدْعُوْنَ	اِلَى	الْخَيْرِ
এবং	অবশ্যই থাকবে	তোমাদের মধ্যে	(এমন) একদল	(যারা) ডাকবে	দিকে	কল্যাণের

وَ	يَاْمُرُوْنَ	بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	يَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْكَرِ ط
ও	তারা নির্দেশ দেবে	ভাল (কাজের)	এবং	তারা নিষেধ করবে	হতে	মন্দ (কাজ)

وَ	اُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾	وَ	لَا	تَكُوْنُوْا	كَالَّذِيْنَ
এবং	ঐসব লোক	তারাই	সফলকাম	এবং	না	তোমরা হয়ো	(তাদের) মত যারা

تَفَرَّقُوْا	وَ	اخْتَلَفُوْا	مِنْۢ بَعْدِ	مَا	جَآءَ	هُمُ
বিচ্ছিন্ন হয়েছিল	এবং	মতভেদ করেছিল	এর পরেও	যা	এসেছিল	তাদের(কাছে)

الْبَيِّنٰتُ ط	وَ	اُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾	يَّوْمَ
স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ	এবং	ঐ সব লোক	তাদের জন্যে (রয়েছে)	আযাব	কঠিন	সে দিন

تَبْيَضُّ	وُجُوْهٌ	وَّ	تَسْوَدُّ	وُجُوْهٌ ج	فَاَمَّا	الَّذِيْنَ
উজ্জ্বল হবে	(অনেক)চেহারা	ও	মলিন হবে	(অনেক)চেহারা	অতঃপর	যাদের

اسْوَدَّتْ	وُجُوْهُهُمْ قف
মলিন হবে	তাদের চেহারা

১০৪. তোমারদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও মংগলের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্যকাজের নির্দেশ দিবে, এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সার্থকতা পাবে।

১০৫ তোমরা যেন সে সব লোকের মত না হও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান) পাবার পরও মত বিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, যারা এরূপ আচারণ অবলম্বন করে নিয়েছে তারা সেদিন কঠোর,শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

১০৬. সেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্য মন্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে,

اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ

(তাদের বলা হবে) তোমরা কুফরী করেছ কি | পরেও | তোমাদের ঈমানের | তোমরা তাই স্বাদ গ্রহণ কর | আযাবের

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ

এ কারণে যা | তোমরা কুফরী করতেছিলে | আর | যাদের | উজ্জ্বল হবে

وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا

তাদের চেহারা | অতঃপর মধ্যে | রহমতে | আল্লাহর (আশ্রয় পাবে) | তারা | তারমধ্যে

خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ

চিরস্থায়ী হবে | এগুলো | আয়াত | আল্লাহর | তা পড়ছি আমরা | তোমার নিকট

بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

যথাযথভাবে | এবং | না | আল্লাহ | চান | যুলুম করতে | দুনিয়াবাসীর উপর

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ

এবং | আল্লাহর জন্যে | যা কিছু | মধ্যে আছে | আসমানসমূহের | ও | যা কিছু | মধ্যে আছে | যমীনের | এবং

اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾ ع

দিকে | আল্লাহরই | ফিরানো হয় | সকল বিষয়

তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নিয়ামত পাবার পরও কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে?........ তাহলে এখন এই কুফরী ও খোদার অকৃতজ্ঞতার পরিবর্তে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা খোদার রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এ অবস্থায়ই থাকবে।

১০৮. ইহা খোদার বাণী, যা যথাযথ ভাবে আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি, কেননা আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের উপর যুলুম করার কোনই ইচ্ছা রাখেননা।

১০৯. যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয় সমূহ খোদারই দরবারে পেশ হয়ে থাকে।

كُنْتُمْ	خَيْرَ	أُمَّةٍ	أُخْرِجَتْ	لِلنَّاسِ	تَأْمُرُوْنَ
তোমরা হলে	উত্তম	জাতি	(তোমাদেরকে) বের করা হয়েছে	মানুষের (কল্যাণের) জন্যে	তোমরা নির্দেশ দাও

بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	تَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْكَرِ	وَ	تُؤْمِنُوْنَ
সৎকাজের	ও	তোমরা নিষেধ কর	হতে	অসৎকাজ	এবং	তোমরা ঈমান রাখ

بِاللّٰهِ ط	وَ	لَوْ	اٰمَنَ	اَهْلُ	الْكِتٰبِ	لَكَانَ	خَيْرًا
আল্লাহর উপর	এবং	যদি	ঈমান আনত	আহলি	কিতাবরা	অবশ্যই হত	উত্তম

لَهُمْ ط	مِنْهُمُ	الْمُؤْمِنُوْنَ	وَ	اَكْثَرُ	هُمُ	الْفٰسِقُوْنَ ١١٠
তাদের জন্যে	তাদের মধ্যে কিছু	ঈমানদার (আছে)	কিন্তু	অধিকাংশই	তাদের	নাফরমান

لَنْ	يَّضُرُّوْكُمْ	اِلَّآ	اَذًى ط	وَ	اِنْ	يُّقَاتِلُوْكُمْ	يُوَلُّوْكُمُ
কক্ষণ না	তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে	এছাড়া	কষ্ট দেওয়া	আর	যদি	তোমাদের সাথে লড়ে তারা	তোমাদের দিকে ফিরাবে

الْاَدْبَارَ قف	ثُمَّ	لَا	يُنْصَرُوْنَ ١١١
পিঠ সমূহ	এরপর	না	তাদের সাহায্যও করা হবে

রুকুঃ১২

১১০. এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্যে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখ এবং খোদার প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। এই আহলি-কিতাবগণ[২৬] ঈমান আনলে তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছুলোক ঈমানদার পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

১১১. এরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারেনা, খুব বেশী কিছু করলে হয়তবা সামান্য কষ্ট দিতে পারে। এরা যদি তোমার সাথে লড়াই করে, তবে সম্মুখ যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে এবং এমন ভাবে অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোন দিক হতে সাহায্যও তারা পাবেনা।

২৬. এখানে আহলে-কিতাব বলতে ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ

মার পড়েছে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের যেখানেই তাদের পাওয়া গিয়েছে তবে এছাড়া আশ্রয়ে পক্ষহতে আল্লাহর

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ

অথবা আশ্রয়ে পক্ষহতে মানুষের ও তারা ঘেরা পড়েছে গযব দ্বারা পক্ষ হতে আল্লাহর ও

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

মার পড়েছে তাদের উপর দারিদ্রের এটা এই জন্যে যে তারা অস্বীকার করেছিল

بِاٰيٰتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ

আয়াত গুলোকে আল্লাহর ও তারা কতল করেছে নবীদেরকে অন্যায়ভাবে এটা

بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

এ জন্যে যে তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং করত তারা সীমালংঘন

১১২. এরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই এদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে বা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করে থাকলে অবশ্য অন্য কথা[২৭]; খোদার গজব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের উপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ সব কিছু শুধু এ জন্যে হয়েছে যে এরা খোদার আয়াত অমান্য করছিল। তারা পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে অকারণে হত্যা করেছে। বস্তুতঃ এটা তাদের নাফরমানী ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় কোথাও অন্ন-বিত্তর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদের ভাগ্যে জুটলেও তা তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থে অর্জিত শান্তি নিরাপত্তা ছিলনা; বরং তা ছিল সবই অন্যের সাহায্য ও অনুগ্রহের ফল মাত্র । কোথাও কোন মুসলিম রাষ্ট্র খোদার নামে তাদের নিরাপত্তা দান করেছে আর কোথাও কোন অমুসলিম রাষ্ট্র নিজস্বভাবে তাদের আশ্রয় দান করেছে। এই ভাবে অনেক সময় তারা দুনিয়ার বুকে শক্তি-সঞ্চয় করার সুযোগও পেয়েছে- কিন্তু তা তাদের নিজেদের বল বিক্রমের ফল ছিল না, তা ছিল নিছক অন্যের অনুগ্রহের দান।

لَيْسُوا	سَوَآءً ۗ	مِنْ	اَهْلِ	الْكِتٰبِ	اُمَّةٌ	قَآئِمَةٌ
তারা নয়	(সব) সমান	মধ্যহতে	আহলে	কিতাবদের	(তাদের) একদল	(সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে আছে

يَّتْلُوْنَ	اٰيٰتِ	اللّٰهِ	اٰنَآءَ	الَّيْلِ	وَ	هُمْ	يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾
তারা পাঠ করে	আয়াত সমূহকে	আল্লাহর	সময়	রাতের	ও	তারা	সিজদা অবনত হয়

يُؤْمِنُوْنَ	بِاللّٰهِ	وَ	الْيَوْمِ	الْاٰخِرِ	وَ	يَاْمُرُوْنَ
তারা ঈমান আনে	আল্লাহর উপর	ও	দিনে	আখেরাতের	এবং	তারা নির্দেশ দেয়

بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	يَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْكَرِ	وَ	يُسَارِعُوْنَ
সৎ কাজের	ও	তারা নিষেধ করে	হতে	অসৎ কাজ	ও	তারা তৎপর হয়

فِي	الْخَيْرٰتِ ۗ	وَ	اُولٰٓئِكَ	مِنَ	الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾	وَ
ক্ষেত্রে	কল্যাণকর কাজগুলোর	এবং	তারাই	অন্তর্ভূক্ত	সৎলোকদের	এবং

مَا	يَفْعَلُوْا	مِنْ	خَيْرٍ	فَلَنْ	يُّكْفَرُوْهُ ۗ	وَ	اللّٰهُ
যা কিছু	তারা করবে	কোন	কল্যাণ	কক্ষণ না	তা অস্বীকার করা হবে	এবং	আল্লাহ

عَلِيْمٌۢ	بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾	اِنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	لَنْ	تُغْنِيَ
অধিক অবহিত	মুত্তাকীদের সম্পর্কে	নিশ্চয়	যারা	কুফরী করেছে	কক্ষণ না	উপকারে আসবে

عَنْهُمْ	اَمْوَالُهُمْ	وَ	لَآ	اَوْلَادُ	هُمْ	مِّنَ	اللّٰهِ	شَيْـًٔا ۗ
তাদের জন্যে	তাদের ধনসম্পদ	আর	না	সন্তান সন্ততি	তাদের	হতে	আল্লাহ	কিছু মাত্রই

১১৩. কিন্তু সমস্ত আহলি-কিতাব একই ধরণের লোক নয়। এদের মধ্যে কিছু লোকও আছে যারা সত্য-সঠিক পথে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, রাত্তেরবেলা খোদার আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সম্মুখে সেজদায় অবনত হয়।

১১৪. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আছে, নেক ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপকাজ হতে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে তারা তৎপর থাকে। তারা সৎ ও নেক লোক।

১১৫. আর যে নেকীই করবে তার অসম্মান করা হবেনা। আল্লাহ পরহেযগার লোকদের খুব ভাল করেই জানেন।

১১৬. তারপরে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কুফরী অবলম্বন করেছে; না তাদের ধন-সম্পদ কোন উপকারে আসবে, না তাদের সন্তান।

وَ	أُولَٰٓئِكَ	أَصۡحَٰبُ	ٱلنَّارِ	هُمۡ	فِيهَا	خَٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾
এবং	ঐসব লোক	অধিবাসী	জাহান্নামের আগুনের	তারা	তার মধ্যে	চিরস্থায়ী হবে

مَثَلُ	مَا	يُنفِقُونَ	فِي	هَٰذِهِ	ٱلۡحَيَوٰةِ	ٱلدُّنۡيَا	كَمَثَلِ
উদাহরণ	যা	তারা খরচ করে	মধ্যে	এই	জীবনে	দুনিয়ার	উদাহরণ যেমন

رِيحٍ	فِيهَا	صِرٌّ	أَصَابَتۡ	حَرۡثَ	قَوۡمٍ	ظَلَمُوٓاْ
বায়ু	তার মধ্যে আছে	ভীষণ ঠাণ্ডা	তা পড়ে	ক্ষেতে	লোকদের	জুলুম করেছে (যারা)

أَنفُسَهُمۡ	فَأَهۡلَكَتۡهُ	وَ	مَا	ظَلَمَهُمُ	ٱللَّهُ	وَلَٰكِنۡ
তাদের নিজেদের (উপর)	অতঃপর তা বরবাদ করে দেয়	এবং	না	তাদের উপর জুলুম করেছেন	আল্লাহ	কিন্তু

أَنفُسَهُمۡ	يَظۡلِمُونَ ﴿١١٧﴾	يَٰٓأَيُّهَا	ٱلَّذِينَ	ءَامَنُواْ	لَا	تَتَّخِذُواْ
তারা নিজেরা (নিজেদের উপর)	জুলুম করেছিল	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা গ্রহণ করো

بِطَانَةً	مِّن دُونِكُمۡ	لَا	يَأۡلُونَكُمۡ	خَبَالٗا	وَدُّواْ
অন্তরঙ্গ বন্ধু (হিসেবে)	তোমাদের ছাড়া (অমুসলমানদেরকে)	না	তারা তোমাদের সুযোগ ছাড়ে	অনিষ্ট সাধনে	তারা কামনা করে

مَا	عَنِتُّمۡ	قَدۡ	بَدَتِ	ٱلۡبَغۡضَآءُ	مِنۡ	أَفۡوَٰهِهِمۡ
(তাই) যাতে	তোমরা অসুবিধায় পড়	নিশ্চয়	প্রকাশ পেয়েছে	বিদ্বেষ	হতে	তাদের মুখগুলো

তারা তো জাহান্নামী এবং তারা চিরদিনই সেখানে থাকবে।

১১৭. তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে তা সেই বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'পালা' রয়েছে এবং তা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদের ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং উহাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি; মূলতঃ এরা নিজেরা নিজেদের উপরই যুলুম করছে।

১১৮. হে ঈমানদারেরা, নিজ জাম'আতের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিয়ো না। তারা তোমাদের অসুবিধাকালের সুযোগ নিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় না। যা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হতে পারে তাই তাদের নিকট প্রিয় জিনিস। তাদের মনের প্রতিহিংসা তাদের মুখ হতে নিঃসৃত হয়ে পড়ছে

وَ	مَا	تُخْفِيْ	صُدُوْرُ	هُمْ	أَكْبَرُ ط	قَدْ	بَيَّنَّا	لَكُمُ
এবং	যা	গোপন করে	অন্তরগুলো	তাদের	(তা আরও) গুরুতর	নিশ্চয়	আমরা বর্ণনা করেছি	তোমাদের জন্যে

الْاٰيٰتِ	إِنْ	كُنْتُمْ	تَعْقِلُوْنَ ۝١١٨	هٰٓأَنْتُمْ	أُولَآءِ
নির্দশনগুলোকে	যদি	তোমরা	অনুধাবন কর	তোমরাই তো	ঐ সব লোক

تُحِبُّوْنَهُمْ	وَ	لَا	يُحِبُّوْنَكُمْ	وَ	تُؤْمِنُوْنَ	بِالْكِتٰبِ
তাদেরকে ভালবাস	অথচ	না	তোমাদেরকে তারা ভালবাসে	এবং	তোমরা বিশ্বাস কর	কিতাবের উপর

كُلِّهٖ ج	وَ	إِذَا	لَقُوْكُمْ	قَالُوْٓا	اٰمَنَّا	وَ	إِذَا	خَلَوْا	عَضُّوْا
সবগুলোর	এবং	যখন	তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে	তারা বলে	আমরাও ঈমান এনেছি	আর	যখন	তারা একান্তে মিলে	তারা কামড়ায়

عَلَيْكُمُ	الْاَنَامِلَ	مِنَ	الْغَيْظِ ط	قُلْ	مُوْتُوْا	بِغَيْظِكُمْ ط
তোমাদের বিরুদ্ধে	(তাদের) আঙ্গুলগুলোকে	কারণে	আক্রোশের	বলো	তোমরা মরো	তোমাদের আক্রোশে

إِنَّ	اللّٰهَ	عَلِيْمٌۢ	بِذَاتِ	الصُّدُوْرِ ۝١١٩	إِنْ	تَمْسَسْكُمْ
নিশ্চয়	আল্লাহ	অধিক অবহিত	অবস্থা সম্পর্কে	(তোমাদের) বুকের (অর্থাৎঅন্তরের)	যদি	তোমাদেরকে স্পর্শ করে

حَسَنَةٌ	تَسُؤْ	هُمْ ز	وَ	إِنْ	تُصِبْكُمْ	سَيِّئَةٌ	يَّفْرَحُوْا	بِهَا ط
কোন কল্যাণ	খারাপ লাগে	তাদের	আর	যদি	তোমাদের পৌঁছে	কোন অকল্যাণ	তারা আনন্দ করে	তাতে

এবং

তারা যা কিছু বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, তা এতদাপেক্ষাও তীব্রতর। আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হেদায়াত দান করেছি, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সর্তকতা অবলম্বন করবে)।

১১৯. তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি কোন ভালবাসাই পোষণ করে না, অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মান। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরাও তোমাদের রসূল ও তোমাদের কিতাবকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা অন্যত্র চলে যায় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতদূর তীব্র হয়ে উঠে যে তারা নিজেদের আংগুল কামড়াতে থাকে। তাদের বল, "তোমাদের ক্রোধের আগুণে তোমরাই জ্বলে মর"– আল্লাহ মনের গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন।

১২০. তোমাদের কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা সন্তুষ্ট হয়।

وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

এবং | যদি | তোমরা সবর কর | ও | তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর | না | তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে | চক্রান্ত | তাদের

شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿١٢٠﴾ وَ اِذْ غَدَوْتَ

কিছুমাত্রই | নিশ্চয় | আল্লাহ | ঐ বিষয় যা | তারা কাজ করছে | বেষ্টনকরে আছেন | এবং | (স্মরণ কর) যখন | তুমি সকালে বের হয়েছিলে

مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۭ

হতে | তোমার পরিবার | মুতায়েন করতেছিলে | ঈমানদারদেরকে | ঘাটিসমূহে | লড়ায়ের জন্যে

وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢١﴾ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ

এবং | আল্লাহ | সবকিছু শুনেন | সব কিছু জানেন | (স্মরণ কর) যখন | মনস্থ করেছিল | দুইদল | তোমাদের মধ্যকার

اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۭ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

দুর্বলতা প্রদর্শনের | অথচ | আল্লাহ | তাদের উভয়ের পৃষ্টপোষক(ছিলেন) | এবং | উপর | আল্লাহরই | ভরষা করা উচিত

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ

ঈমানদারদের | এবং | নিশ্চয় | তোমাদের সাহায্য করেছিলেন | আল্লাহ | বদরে | অথচ

اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

তোমরা (ছিলে) | দুর্বল | তোমরা তাই ভয়কর | আল্লাহকে | তোমরা সম্ভবতঃ | শোকর করবে

কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হতে পারবেনা, অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং খোদাকে ভয় করে কাজ করতে থাক। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তাকে বেষ্টন করে আছেন।

রুকুঃ১৩

১২১. হে নবী, (মুসলমানদের নিকট সে সময়ের কথা উল্লেখ কর) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজ ঘর হতে বের হয়েছিলে এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে জায়গায় জায়গায় নিযুক্ত ও মোতায়েন করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথাই শুনছেন, তিনি সবকিছুই ভাল করে জানেন।

১২২. স্মরণ কর, তোমাদের মধ্য হতে যখন দুটি দল কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন। আর ঈমানদার লোকদের তো খোদার উপরই ভরসা রাখা উচিত।

১২৩. ইতিপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব খোদার না-শোকরী হতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশাকরা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

১২৪. স্মরণ কর, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলতে ছিলেঃ তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফিরেশতা অবতরণ করিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?

১২৫. নিশ্চয় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং খোদাকে ভয় করতে থেকে কাজ কর তবে যে মুহূর্তে শত্রুরা তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে ঠিক সে মুহূর্তে তোমাদের খোদা (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতাধারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্যে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ জয়লাভ ও সাহায্য যা কিছু হয় তা সবই খোদার তরফ হতে হয়, যিনি বড়ই শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানী।

১২৭. (তিনি তোমাদেরকে এ জন্যে সাহায্য দিবেন) যেন কুফরী-পথের পথিকদের একটি হাত কেটে যায় কিংবা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করবেন যে, তারা একেবারে ব্যর্থ হয়ে পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে।

১২৮. (হে নবী) চূড়ান্ত ভাবে কোন কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। আল্লাহরই ইখতিয়ার রয়েছে; ইচ্ছা হলে তাদেরকে তিনি মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। কেননা তারা যালেম।

১২৯. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী[২৮]।

২৮. ওহদের যুদ্ধে যখন নবী করীম (সঃ) আহত হন, তখন তাঁর মুখ থেকে কাফেরদের জন্য 'বদ-দোওয়া' নির্গত হয়ে যায়। তিনি বলেন "যে জাতি নিজেদের নবীকে আহত করে সে জাতি কেমন করে মুক্তি ও সাফল্য পেতে পারে" এরই উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يٰۤاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	لَا	تَاْكُلُوا	الرِّبٰوٓا	اَضْعَافًا	مُّضٰعَفَةً
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা খেয়ো	সুদ	বহুগুনে	গুনকরা (অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধিহারে)

وَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	لَعَلَّكُمْ	تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۳۰﴾	وَ	اتَّقُوا	النَّارَ	الَّتِيْۤ
এবং	তোমরা ভয়কর	আল্লাহকে	আশা করা যায় তোমরা	কল্যাণ লাভ করবে	এবং	তোমরা আত্ম রক্ষা কর	(সেই)আগুন (হতে)	যা

اُعِدَّتْ	لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۱﴾	وَ	اَطِيْعُوا	اللّٰهَ	وَ	الرَّسُوْلَ	لَعَلَّكُمْ
তৈরী করা হয়েছে	কাফেরদের জন্যে	এবং	তোমরা আনুগত্য কর	আল্লাহর	ও	রসূলের	আশা করা যায়

تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾	وَ	سَارِعُوْۤا	اِلٰى	مَغْفِرَةٍ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ
রহম করাহবে তোমাদেরকে	এবং	তোমরা দ্রুত আস	দিকে	ক্ষমার	পক্ষ হতে	তোমাদের রবের

وَ	جَنَّةٍ	عَرْضُهَا	السَّمٰوٰتُ	وَ	الْاَرْضُ ۙ	اُعِدَّتْ
ও	জান্নাতের	যার প্রশস্ততা	আসমান সমূহের	ও	যমীনের (সমান)	তৈরী করা হয়েছে

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾	الَّذِيْنَ	يُنْفِقُوْنَ	فِي	السَّرَّآءِ	وَ
মুত্তাকীদের জন্যে	যারা	খরচ করে	মধ্যে	খুশীর (স্বচ্ছল অবস্থায়)	ও

الضَّرَّآءِ	وَ	الْكٰظِمِيْنَ	الْغَيْظَ	وَ	الْعَافِيْنَ عَنِ
কষ্টে (অর্থাৎ দুরাবস্থায়)	এবং	দমনকারী	রাগ	ও	মাফকারী

النَّاسِ ؕ	وَ	اللّٰهُ	يُحِبُّ	الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾
লোকদের	আর	আল্লাহ	ভালবাসেন	নেকলোকদেরকে

রুকূ:১৪

১৩০. হে ঈমানদারেরা, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং খোদাকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

১৩১. সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর যা কাফেরদের জন্যে তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১৩২. এবং আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও; আশাকরা যায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

১৩৩. সে পথে তীব্র গতিতে চল যা তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই খোদাভীরু লোকদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে;

১৩৪. যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে, দুরাবস্থাতেই হোক, আর স্বচ্ছল অবস্থাতেই হোক; যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। এসব নেককার লোকদেরকেই খোদা খুব ভালবাসেন।

وَ	الَّذِيْنَ	اِذَا	فَعَلُوْا	فَاحِشَةً	اَوْ	ظَلَمُوْٓا	اَنْفُسَهُمْ
এবং	যারা (এমন যে)	যখন	করে ফেলে	অশ্লীলতা	অথবা	যুলুম করে ফেলে	তাদের নিজেদের (উপর)

ذَكَرُوا	اللّٰهَ	فَاسْتَغْفَرُوْا	لِذُنُوْبِهِمْ	وَ	مَنْ	يَّغْفِرُ
স্মরণ করে (তৎক্ষনাত)	আল্লাহকে	অতঃপর তারা মাফচায়	তাদের গুনাহর জন্যে	আর	কে (আছে)	(এমন যে) মাফ করতে পারে

الذُّنُوْبَ	اِلَّا	اللّٰهُ	وَ	لَمْ	يُصِرُّوْا	عَلٰى	مَا	فَعَلُوْا
গুনাহ সমূহকে	ব্যতীত	আল্লাহ	এবং	না	তারা বাড়াবাড়ি করে	(তার) উপর	যা	তারা করে ফেলেছে

وَ	هُمْ	يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾	اُولٰٓئِكَ	جَزَآؤُهُمْ	مَّغْفِرَةٌ
যখন	তারা	জানেও	(তারা) ঐসব লোক	যাদের প্রতিফল(হল)	ক্ষমা

مِّنْ	رَّبِّهِمْ	وَ	جَنّٰتٌ	تَجْرِيْ	مِنْ	تَحْتِهَا	الْاَنْهٰرُ
পক্ষ হতে	তাদের রবের	ও	জান্নাত	প্রবাহিত হয়		তার তলদেশে	ঝর্ণা সমূহ

خٰلِدِيْنَ	فِيْهَا	وَ	نِعْمَ	اَجْرُ	الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾
তারা চিরস্থায়ী হবে	তার মধ্যে	এবং	কত উত্তম	পুরষ্কার (রয়েছে)	(সৎ) কর্মশীলদের (জন্যে)

১৩৫. আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় কিংবা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে তবে সাথে সাথে খোদার কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তারা তাদের পাপের ক্ষমা চায়– কেননা, খোদা ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? এই লোকেরা জেনে-বুঝে নিজেদের (অন্যায় কাজ নিয়ে) বাড়াবাড়ি করে না।

১৩৬. এ ধরণের লোকদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমাকরে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে তাদের জন্যে কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে।

১৩৭. তোমাদের পূর্বেও বহু যুগ অতীত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখ, খোদার (আদেশ ও বিধান) অমান্যকারীদের পরিণতি কি হয়েছে!

১৩৮. বস্তুতঃ এটা লোকদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট সতর্কতার বাণী এবং খোদাকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও উপদেশ।

১৩৯. মন-ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে– যদি তোমরা ঈমানদার হও।

১৪০. এখন যদি তোমাদের উপর কোন আঘাত এসে থাকে তবে ইতিপূর্বে তোমাদের বিরুদ্ধবাদী দলের উপরও অনুরূপ আঘাতই এসেছে[২৯]। এটা তো কালের উত্থান ও পতন, মাত্র যাকে আমরা লোকদের মাঝে আবর্তিত করতে থাকি।

২৯. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ বদর যুদ্ধে কাফেররা আঘাত খেয়েও যখন সাহস হারায়নি, তখন তোমরা ওহদের যুদ্ধে আঘাতের ফলে কেন সাহস হারাবে?

তোমাদের উপর এ সময় এ জন্যে উপস্থিত হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার কে এবং যারা বাস্তবিকই (প্রকৃত সত্যের) সাক্ষী[৩০] তাদেরকে তিনি আলাদা করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা যালেম লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না।

১৪১. উপরন্তু এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাচ্চা মুমিনদেরকে আলাদা করে দিয়ে কাফেরদের মস্তক চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

১৪২. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে খোদার পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্যে ধৈর্যশীল।

৩০. মূলে আছে " ওইয়াত্তাখেজা মিনকুম শোহাদা'আ" -এর এক অর্থ "তোমাদের মধ্য থেকে কিছু 'শহীদ' গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন" । অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোককে শাহাদতের মর্যাদা দান করতে চাচ্ছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ, ঈমানদার ও মুনাফিকদের সেই যুক্ত ও মিশ্রিত দল থেকে , যার মধ্যে এখন তোমরাও শামিল রয়েছ, সেইসব লোকদের আলাদা ছাটাই করে নিতে চাচ্ছিলেন যারা প্রকৃত পক্ষে.......................... মানবজাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ, অর্থাৎ সেই মহান দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য যে পদ আমি মুসলিম জাতিকে দান করেছি।

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ص

এবং | নিশ্চয় | তোমরা | কামনা করতেছিলে | মৃত্যুর | ইতিপূর্বে | তার সাক্ষাৎপেতে

فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا

অতঃপর নিশ্চয় | তোমরা দেখছ | তা | এবং | তোমরা | প্রত্যক্ষ করছ | এবং | নয় | মোহাম্মদ (সঃ) | এছাড়া

رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَاِئْنْ مَّاتَ اَوْ

একজন রসূল | নিশ্চয় | অতীত হয়েছে | তার পূর্বে | (অনেক) রসূল | কি | তবে যদি | সে মারা যায় | বা

قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ط وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى

নিহত হয় | তোমরা ফিরে যাবে | উপর | তোমাদের গোড়ালির (অর্থাৎপিছন দিকে) | আর | যে | ফিরে যাবে | উপর

عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ط وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ

তার দুই গোড়ালির | তাহলে কক্ষণ না | ক্ষতি করতে পারবে | আল্লাহর | কিছুই | এবং | প্রতি ফল দিবেন | আল্লাহ

الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ

শোকরকারীদেরকে | এবং | (সম্ভব) নয় | জন্য কোন প্রাণীর | যে | সেমরবে | এছাড়া | অনুমতিক্রমে

اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج

আল্লাহর | লিখিত | নির্দিষ্ট সময় | এবং | যে | চায় | সওয়াব | দুনিয়ার | তাকে দিব আমরা | তা হতে

১৪৩. তোমরাতো মৃত্যুর কামনা করছিলে! কিন্তু তা তখনকার কথা, যখন মৃত্যু সম্মুখে এসে পৌঁছেনি। এখন তা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং তোমরা তা নিজেদের চক্ষে দেখতে পেয়েছ।

রুকুঃ১৫

১৪৪. মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি (তার আদর্শ হতে) উল্টোদিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে খোদার কোন নোকসান করবে না, অবশ্য যারা খোদার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তার প্রতিফল দান করবেন।

১৪৫. কোন প্রাণীই মরতে পারেনা আল্লাহর লিখিত নির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া। যে ব্যক্তি ইহকালীন ফলের আসায় কাজ করবে তাকে আমরা এই দুনিয়া হতেই দান করব,

وَ	مَنْ	يُّرِدْ	ثَوَابَ	الْاٰخِرَةِ	نُؤْتِهٖ	مِنْهَا	وَ	سَنَجْزِي
আর	যে	চায়	সওয়াব	আখেরাতের	তাকে দিব আমরা	তা হতে	এবং	আমরা শীগগীর প্রতিফল দেব

الشّٰكِرِيْنَ ⑮	وَ	كَاَيِّنْ	مِّنْ	نَّبِيٍّ	قٰتَلَ	مَعَهٗ
শোকরকারীদেরকে	এবং	কত(ছিল)		নবী (যারা)	লড়াই করেছে (আল্লাহর পথে)	তার সাথে (ছিল)

رِبِّيُّوْنَ	كَثِيْرٌ	فَمَا	وَهَنُوْا	لِمَآ	اَصَابَهُمْ	فِيْ سَبِيْلِ
আল্লাহওয়ালা লোকেরা	অনেক	অতঃপর না	তারা হতাশ হয়েছে	(তার)জন্যে যা	তাদের (ওপর) আপতিত হয়েছে	পথে

اللّٰهِ	وَ	مَا	ضَعُفُوْا	وَ	مَا	اسْتَكَانُوْا	وَ	اللّٰهُ	يُحِبُّ
আল্লাহর	এবং	না	দুর্বলতা দেখিয়েছে	আর	না	তারা মাথানত করেছে	আর	আল্লাহ	ভালবাসেন

الصّٰبِرِيْنَ ⑯	وَ	مَا	كَانَ	قَوْلَهُمْ	اِلَّآ	اَنْ	قَالُوْا	رَبَّنَا
সবরকারীদেরকে	এবং	না	ছিল	তাদের কথা	এছাড়া	যে	তারা বলেছিল	হে আমাদের রব

اغْفِرْ	لَنَا	ذُنُوْبَنَا	وَ	اِسْرَافَنَا	فِيْٓ	اَمْرِنَا	وَ	ثَبِّتْ
মাফকর	আমাদের জন্যে	আমাদের গোনাহ সমূহকে	ও	আমাদের বাড়াবাড়ীকে	ক্ষেত্রে	আমাদের কাজের	এবং	দৃঢ়কর

اَقْدَامَنَا	وَ	انْصُرْنَا	عَلَى	الْقَوْمِ	الْكٰفِرِيْنَ ⑰
আমাদের পদক্ষেপ	এবং	আমাদের সাহায্য কর	বিরুদ্ধে	জাতির	কাফের

আর যে পরকালীন সুফল পাবার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে,
সে পরকালেই সওয়াব পাবে। এবং কৃতজ্ঞতাস্বীকার কারীদেরকে তাদের ফল আমি নিশ্চয় দান করব।
১৪৬. পূর্বে আরো কত নবী এমন এসেছিল যাদের সাথে মিলে বহু খোদাওয়ালা লোক লড়াই করেছে। খোদার পথে যত বিপদই তাদের উপর পড়েছিল সে জন্যে তারা হতাশ হয়ে যায়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি, (বাতিলের সামনে) মাথা নত করেনি। বস্তুতঃ এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন।
১৪৭. তাদের দো'য়া ছিল শুধু এতটুকুঃ হে আমাদের খোদা, আমাদের ভুল-ত্রুটিও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ
তাদের অবশেষে দিলেন আল্লাহ সওয়াব দুনিয়ার ও উত্তম সওয়াব

الْاٰخِرَةِ ط وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
আখেরাতের এবং আল্লাহ পছন্দ করেন সৎকর্মশালীদেরকে ওহে যারা ঈমান এনেছ

اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ
যদি তোমরা আনুগত্য কর (তাদেরকে) যারা কুফরী করেছে তোমাদের তারা ফিরিয়ে দেবে উপর তোমাদের গোড়ালীর (অর্থাৎ পিছন দিকে)

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ج وَ هُوَ خَيْرُ
ফলে তোমরা ফিরবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম

النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
সাহায্যকারীদের (মধ্যে) আমরা শীঘ্রই সঞ্চার করব মধ্যে অন্তরগুলোর (তাদের) যারা কুফরী করেছে ভীতি

بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ج وَ
এ কারণে যে তারা শিরক করেছে আল্লাহর সাথে যার না তিনি অবতীর্ণ করেছেন সে ব্যাপারে কোন প্রমাণ এবং

مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ط
তাদের ঠিকানা (হবে) (জাহান্নামের) আগুন

১৪৮. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াবও দিয়েছেন এবং তা হতে উত্তম পরকালীন সওয়াবও দান করলেন। আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীল লোকদের ভালবাসেন।

রুকূঃ১৬

১৪৯. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু কর, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যর্থ হবে।

১৫০. (তারা যা কিছু বলে তা ভুল) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহতা'আলাই তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক এবং বস্তুতঃই তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. সে সময় অতি শীঘ্র এসে পৌঁছবে যখন আমরা সত্যের বিরোধী কাফেরদের মনের মধ্যে একপ্রকার ভীতি ও বিভিষিকা সৃষ্টি করে দিব। কেননা, তারা খোদার সাথে এমন সব জিনিসকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক গণ্য করেছে যাদের এরূপ শরীক হওয়া সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা কোনই সনদ নাযিল করেন নি। তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম;

وَ	بِئْسَ	مَثْوَى	الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾	وَ	لَقَدْ	صَدَقَكُمُ	اللّٰهُ
এবং	অতি নিকৃষ্ট	আবাসস্থল	যালেমদের (জন্যে)	এবং	নিশ্চয়	তোমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন	আল্লাহ

وَعْدَهٗٓ	اِذْ	تَحُسُّوْنَهُمْ	بِاِذْنِهٖ ج	حَتّٰٓى	اِذَا	فَشِلْتُمْ	وَ
তাঁর ওয়াদা	যখন	তাদেরকে তোমরা হত্যা করতেছিলে	তাঁর নির্দেশে	এমনকি	যখন	তোমরা দুর্বলতা দেখালে	এবং

تَنَازَعْتُمْ	فِى	الْاَمْرِ	وَ	عَصَيْتُمْ	مِّنْ بَعْدِ	مَآ
তোমরা মতবিরোধ করলে	ক্ষেত্রে	কাজের	ও	তোমরা অবাধ্য হলে	এর পরও	যা

اَرٰىكُمْ	مَّا	تُحِبُّوْنَ ط	مِنْكُمْ	مَّنْ	يُّرِيْدُ	الدُّنْيَا	وَ
তোমাদের তিনি দেখালেন	যা	তোমরা ভালবাস	তোমাদের মধ্যে (কিছু আছে)	(এমন) যারা	চায়	দুনিয়া	এবং

مِنْكُمْ	مَّنْ	يُّرِيْدُ	الْاٰخِرَةَ ج	ثُمَّ	صَرَفَكُمْ	عَنْهُمْ
তোমাদের মধ্যে কিছু (আছে)	(এমনও) যারা	চায়	আখেরাত	এরপর	তোমাদেরকে ফিরালেন	তাদের থেকে

لِيَبْتَلِيَكُمْ ج	وَ	لَقَدْ	عَفَا	عَنْكُمْ ط	وَ	اللّٰهُ	ذُوْ فَضْلٍ
তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে	এবং	অবশ্য	মাফ করেছেন	তোমাদেরকে	এবং	আল্লাহ	অনুগ্রহশীল

عَلَى	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾
উপর	ঈমানদারদের

আর এই সব যালেমদের বসবাস করার জন্যে যে স্থান দেয়া হবে তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

১৫২. আল্লাহতা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করেছিলেন, তা তো তিনি পুরা করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরই হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে; কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মতপার্থক্য করলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদেরকে সে জিনিষ দেখালেন যার ভালবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল) তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করে বসলে- কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছু সংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী; তখন আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে পশ্চাৎবর্তী করে দিলেন, যেন তোমাদের যাচাই-পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্যকথা এই যে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমাই করলেন। কেননা ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহতা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।

১৫৩. স্মরণ কর, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে, কারো দিকে ফিরে তাকানোর মত চেতনাটুকু তোমাদের ছিল না, ওদিকে রসূল তোমাদের পিছন হতে তোমাদেরকে ডাকতেছিল[৩১]। তখন তোমাদের এ আচারণের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন ভবিষ্যতের জন্যে তোমাদের শিক্ষা হয়ে যায়। যা কিছু তোমরা হারিয়ে ফেল কিংবা যে বিপদ তোমাদের উপর নাযিল হয় সে সম্পর্কে যেন মর্মাহত না হও আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

১৫৪. এ চিন্তা ও দুঃখের পর পুনরায় আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যে হতে কিছু লোকের উপর এরূপ সান্তনার অবস্থা বিস্তার করেছিলেন যে, তারা তন্দ্রাবিষ্ট হতে লাগল[৩২],

৩১. ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যখন অকস্মাৎ দুই দিক দিয়ে একই সময় আক্রমন হলো, তখন কিছু সংখ্যক লোক মদীনার দিকে পলায়ন করলো, আর কিছু লোক ওহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো, কিন্তু নবী করীম (সঃ) নিজের স্থান থেকে এক ইঞ্চিও হটেননি। চারিদিকে দুশমনদের প্রচণ্ড ভীড়, তাঁর নিকটে দশ-বার জন লোকের একটি ক্ষুদ্র দল বর্তমান ছিল মাত্র । কিন্তু খোদার রসূল এই সংগীন সময়েও পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন, ও পলায়নকারী লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেনঃ “ইলাইয়া এবাদাল্লাহ, ইলাইয়া এবাদাল্লাহ” “খোদার বান্দারা আমার দিকে এসো, খোদার বান্দারা আমার দিকে এস”।

৩২. এই সময় ইসলামী সৈন্য বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক এক আশ্চর্য ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) যিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, বর্ণনা করেন– এই সময় আমাদের উপর তন্দ্রার এমন প্রভাব পড়ে যে, তরবারী পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল।

আরবি	অর্থ
وَ	কিন্তু
طَآئِفَةٌ	(আর) একটি দল (অর্থাৎমুনাফিকরা)
قَدْ	নিশ্চয়
اَهَمَّتْهُمْ	তাদেরকে গুরুত্ব দিন
اَنْفُسُهُمْ	তারা নিজেরা
يَظُنُّوْنَ	ধারণা করে
بِاللّٰهِ	আল্লাহর ব্যাপারে
غَيْرَ	বিপরীত
الْحَقِّ	সত্যের
ظَنَّ	ধারণা
الْجَاهِلِيَّةِ ط	জাহেলীয়াতের
يَقُوْلُوْنَ	তারা বলে
هَلْ	কি
لَّنَا	আমাদের জন্যে (আছে)
مِنَ	কোন
الْاَمْرِ	এখতিয়ার
مِنْ	কোন
شَيْءٍ ط	কিছুর
قُلْ	বল
اِنَّ	নিশ্চয়
الْاَمْرَ	এখতিয়ার
كُلَّهٗ	সবটাই
لِلّٰهِ ط	আল্লাহরই জন্যে
يُخْفُوْنَ	তারা লুকায়
فِيْۤ	মধ্যে
اَنْفُسِهِمْ	তাদের মনের
مَّا	যা
لَا يُبْدُوْنَ	তারা প্রকাশ করে না
لَكَ ط	তোমার কাছে
يَقُوْلُوْنَ	তারা বলে
لَوْ	যদি
كَانَ	থাকত
لَنَا	আমাদের জন্যে
مِنَ	কোন
الْاَمْرِ	এখতিয়ার
شَيْءٌ	কোন কিছুর
مَّا	না
قُتِلْنَا	আমরা নিহত হতাম
هٰهُنَا ط	এখানে
قُلْ	বল
لَّوْ	যদি
كُنْتُمْ	তোমরা হতে
فِيْ	মধ্যে
بُيُوْتِكُمْ	তোমাদের ঘরের
لَبَرَزَ	অবশ্যই বের হত
الَّذِيْنَ	(তারা) যাদের
كُتِبَ	লেখা হয়েছে
عَلَيْهِمُ	তাদের উপর
الْقَتْلُ	নিহত হওয়া
اِلٰى	দিকে
مَضَاجِعِهِمْ ج	তাদের নিহত হওয়ার জায়গাগুলোর

কিন্তু অপর একটি দল যার নিকট সমস্ত গুরুত্ব ছিল একমাত্র স্বার্থের, আল্লাহ সম্পর্কে নানা জাহেলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা ছিল সত্যের সুস্পষ্ট খেলাফ। তারা এখন বলে, "এ কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোন অংশ আছে?" তাদেরকে বল, (কারো কোন অংশ নেই) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ারই খোদার হাতে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরা যে কথা নিজেদের মনে গোপন করে রেখেছে তা তোমার নিকট প্রকাশ করছে না। তাদের আসল বক্তব্য এই যে, "যদি কতৃত্বের ইখতিয়ারে আমাদেরও কোন অংশ হত তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না"। তাদেরকে বলঃ তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করতে তবে যাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তারা নিশ্চয় তাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বের হয়ে আসত।

مَا	وَ لِيُمَحِّصَ	صُدُوْرِكُمْ	فِيْ	مَا	اللّٰهُ	وَ لِيَبْتَلِيَ
যা	বিশুদ্ধ করার জন্যে এবং	তোমাদের বুকে (অর্থাৎ অন্তরে)	মধ্যে আছে	যা কিছু	আল্লাহ	পরীক্ষা করবার জন্যে এবং (এটা ঘটিয়েছেন)

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٥٤	عَلِيْمٌۢ	اللّٰهُ	وَ	قُلُوْبِكُمْ ؕ	فِيْ
অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে	খুব অবহিত	আল্লাহ	এবং	তোমাদের অন্তর গুলোতে	মধ্যে আছে

الْجَمْعٰنِ ۙ	الْتَقَى	يَوْمَ	مِنْكُمْ	تَوَلَّوْا	الَّذِيْنَ	اِنَّ
দুই দলের	মুকাবিলার	দিনে	তোমাদের মধ্য হতে	পিঠটান দিয়েছে	যারা	নিশ্চয়

كَسَبُوْا ۚ	مَا	بِبَعْضِ	الشَّيْطٰنُ	اسْتَزَلَّهُمُ	اِنَّمَا
তারা উপার্জন করেছিল	যা	কিছু জিনিসের কারণে	শয়তান	তাদেরকে পদস্খলন ঘটিয়েছিল	মূলতঃ

حَلِيْمٌ ۝١٥٥	غَفُوْرٌ	اللّٰهَ	اِنَّ	عَنْهُمْ ؕ	اللّٰهُ	عَفَا	وَ لَقَدْ
বড় সহনশীল	ক্ষমাশীল	আল্লাহ	নিশ্চয়	তাদেরকে	আল্লাহ	মাফ করেছেন	নিশ্চয় এবং

আর এ ঘটনা এজন্যে ঘটেছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে আল্লাহ তার পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের মনে যে কুটিলতা রয়েছে তা পরিষ্কার করে দিবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভাল করে জানেন।

১৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা মোকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল– ইহার কারণ এই ছিল যে, তাদের কোন কোন দুর্বলতার সুযোগে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল– আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও ধৈর্যধারণকারী।

كَفَرُوْا	كَالَّذِيْنَ	تَكُوْنُوْا	لَا	اٰمَنُوْا	الَّذِيْنَ	يٰٓاَيُّهَا
কুফরী করেছে	(তাদের) মত যারা	তোমরা হয়ো	না	ঈমান এনেছ	যারা	ওহে

اَوْ	الْاَرْضِ	فِي	ضَرَبُوْا	اِذَا	لِاِخْوَانِهِمْ	قَالُوْا	وَ
অথবা	দেশেবিদেশে		তারা ভ্রমণ করে	যখন	তাদের ভাইদেরকে	তারা বলেছে	ও

مَا	وَ	مَاتُوْا	مَا	عِنْدَنَا	كَانُوْا	لَّوْ	كَانُوْا غُزًّى
না	আর	তারা মরত	না	আমাদের কাছে	তারা থাকত	যদি	যুদ্ধে(শরিক) তারা হয়

وَ	قُلُوْبِهِمْ	فِيْ	حَسْرَةً	ذٰلِكَ	اللّٰهُ	لِيَجْعَلَ	قُتِلُوْا
আর	তাদের অন্তর গুলোর	মধ্যে	মনস্তাপের (কারণ)	এরূপ (কথাবার্তা)	আল্লাহ	(এরূপ হয়েছে) যেন করেন	তারা নিহত হত

بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾	تَعْمَلُوْنَ	بِمَا	اللّٰهُ	وَ	يُمِيْتُ	وَ	يُحْيٖ	اللّٰهُ
ভালভাবে দেখছেন	তোমরা কাজ করছ	ঐ বিষয়ে যা	আল্লাহ	এবং	মৃত্যু দেন	ও	জীবন দেন	আল্লাহই

لَمَغْفِرَةٌ	مُتُّمْ	اَوْ	اللّٰهِ	سَبِيْلِ	فِيْ	قُتِلْتُمْ	لَئِنْ	وَ
ক্ষমা অবশ্যই	তোমরা মরে যাও	অথবা	আল্লাহর	পথে		তোমরা নিহত হও	অবশ্যই যদি	এবং

يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾	مِّمَّا	خَيْرٌ	رَحْمَةٌ	وَ	اللّٰهِ	مِّنَ
তোমরা জমা করছ	তাহতে যা	উত্তম	রহমত	ও	আল্লাহর	পক্ষ হতে

রুকুঃ১৭

১৫৬. হে ঈমানদারেরা, কাফেরদের ন্যায় কথাবার্ত বলো না, নিকটাত্মীয় লোক যদি কখনো বিদেশ ভ্রমনে চলে যায় কিংবা যুদ্ধে শরীক হয় (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়) তবে তারা বলে, তারা যদি আমাদের নিকট থাকত তা হলে তারা মরত না ও নিহত হত না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দেন। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ও জীবনদানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, এবং তোমাদের সকল প্রকার কাজকর্মের উপর তাঁর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

১৫৭. তোমরা যদি খোদার পথে নিহত হও অথব মারা যাও তবে খোদার যে রহমত ও দান তোমাদের নসীবে হবে তা এসব লোক যা কিছু সংগ্রহ-সঞ্চয় করে তাহতে অনেক উত্তম।

وَ لَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ۟الَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا

এবং | অবশ্যই যদি | তোমরা মারা যাও | অথবা | তোমরা নিহত হও | দিকে অবশ্যই | আল্লাহর | তোমাদের একত্রিত করা হবে | বস্তুতঃ কারনে

رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ

অনুগ্রহের | পক্ষ হতে | আল্লাহর | তুমি নরম হয়েছ | তাদের জন্যে | এবং | যদি | তুমি হতে | উগ্রস্বভাব | পাষাণ

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ

হৃদয়ের | তারা অবশ্যই সরে যেত | হতে | তোমার চতুর্দিক | অতএব মাফকর | তাদেরকে | ও

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ

ক্ষমা চাও | তাদের জন্যে | এবং | পরামর্শকর | তাদের (সাথে) | ক্ষেত্রে | কাজের | অতঃপর যখন | তুমি সংকল্প কর

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾ اِنْ

তখন ভরসা কর | উপর | আল্লাহর | নিশ্চয় | আল্লাহ | ভালবাসেন | ভরষাকারীদেরকে | যদি

يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ

তোমাদের সাহায্য করেন | আল্লাহ | না তবে | বিজয়ী হবে কেউ | তোমাদের উপর | আর | যদি | তোমাদের তিনি ত্যাগ করেন | কে তবে

ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ

এমন (আছে) যে | তোমাদের সাহায্য করতে পারে | তারপরে

১৫৮. আর তোমরা মৃত্যু মুখে পতিত হও কিংবা নিহত হও; সকল অবস্থায়ই তোমাদের সকলকেই একত্রিত হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হতে হবে।

১৫৯. হে নবী, এটা খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্যে খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছে। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র-স্বভাব ও পাষাণ-হৃদয়ের অধিকারী হতে তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত, অতএব তাদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া কর এবং দ্বীন-ইসলামের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে খোদার উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।

১৬০. আল্লাহই যদি তোমাদের সাহায্য করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে অতঃপর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে?

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ

এবং উপর আল্লাহরই ভরসা করা উচিত ঈমানদারদের এবং না (শোভনীয়) হতে পারে নবীর জন্যে যে

يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

সে খিয়ানত করবে এবং যে খেয়ানত করবে সে আসবে তা নিয়ে যা খেয়ানত করেছিল দিনে কিয়ামতের

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

অতঃপর দেয়া হবে পুরাপুরি প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের উপর না যুলুম করা হবে

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ

তবে কি যে অনুসরণ করল সন্তুষ্টির আল্লাহর তার মত যে পরিবেষ্টিত হয়েছে অসন্তুষ্টি দ্বারা পক্ষহতে আল্লাহর

وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ هُمْ دَرَجٰتٌ

এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম এবং (তা) অতি খারাপ গন্তব্যস্থান তারা মর্যাদায় (এক নয়)

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহ খুব দেখেন ঐবিষয়ে যা তারা কাজ করছে

কাজেই প্রকৃত মুমিন যারা তাদের আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা উচিত।

১৬১. খিয়ানত করা কোন নবীরই কাজ হতে পারেনা, আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খিয়ানতসহ হাজির হতে বাধ্য হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফলই লাভ করবে; কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

১৬২. যে ব্যক্তি সব সময় খোদার মর্জী অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত হবে সে কিরূপে সেই ব্যক্তির মত কাজ করতে পারে যে খোদার গজবে পরিবেষ্টিত হয়েছে এবং যার পরিণতি হবে জাহান্নাম? যা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

১৬৩. খোদার নিকট এই উভয় প্রকার লোকদের মধ্যে বহুপর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সকলেরই কাজের উপর দৃষ্টি রাখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ

নিশ্চয় | অনুগ্রহ করেছেন | আল্লাহ | উপর | মোমেনদের | যখন | প্রেরণ করেন | তাদের মধ্যে | একজন রসূল | মধ্যহতে

اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ

তাদের নিজেদের | সে পাঠ করে | তাদেরকাছে | তাঁর নির্দশন গুলোকে | ও | তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে | এবং | তাদেরকে শিক্ষা দেয়

الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

কিতাব | ও | প্রজ্ঞা | এবং যদিও | তারা ছিল | ইতিপূর্বে | অবশ্যই মধ্যে | বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ

না কি যখন | তোমাদের পৌছে | কোন মুসিবত | (অথচ) নিশ্চয় | তোমরা পৌছেছো (তাদেরকে মুসিবতে) | তার দ্বিগুণ

قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ

তোমরা বলে ছিলে | কোথা থেকে | এটা (আসল) | তুমি বল | তা (এসেছে) | থেকে | কাছ | তোমাদের নিজেদের | নিশ্চয়

اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾ وَ مَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ

আল্লাহ | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | এবং | যা (মুসিবত) | তোমাদের পৌছেছে | দিনে

الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ﴿١٦٦﴾

মুকাবিলার | দুই দলের | তা (এসেছে) অনুমতিক্রমে | আল্লাহর | এবং | তিনি যেন জানেন | মু'মিনদেরকে

---

১৬৪. প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে খোদার আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরী করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদেয়। অথচ ইতিপূর্বে এ সব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

১৬৫. তোমাদের অবস্থা কি......? তোমাদের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসল তখন তোমরা বলতে লাগলেঃ এ কোথা হতে আসল? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে এর দ্বিগুণ মুসীবত (বিরোধী দলের উপর) পড়েছিল। হে নবী, তাদের বল, এ বিপদ তোমাদের নিজেদেরই কারণে এসেছে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

১৬৬. যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা খোদার অনুমতি ক্রমেই হয়েছিল এবং এ জন্যে হয়েছিল যে, আল্লাহ (বাস্তব ভাবে) দেখতে চেয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন কে।

وَ	لِيَعْلَمَ	الَّذِيْنَ	نَافَقُوْا ۚ	وَ	قِيْلَ	لَهُمْ	تَعَالَوْا
এবং	জানেন যেন	(তাদেরকে) যারা	মুনাফেকী করেছে	এবং	বলা হল	তাদেরকে	তোমরা এস

قَاتِلُوْا	فِيْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	اَوِ	ادْفَعُوْا ؕ	قَالُوْا	لَوْ	نَعْلَمُ
তোমরা যুদ্ধ কর		পথে	আল্লাহর	বা	তোমরা প্রতিরক্ষা কর	তারা বলে ছিল	যদি	আমরা জানতাম

قِتَالًا	لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ؕ	هُمْ	لِلْكُفْرِ	يَوْمَئِذٍ	اَقْرَبُ
যুদ্ধ(হবে)	অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম	তারা	কুফরীর ক্ষেত্রে	সেদিন (ছিল)	বেশী নিকটে

مِنْهُمْ	لِلْاِيْمَانِ ۚ	يَقُوْلُوْنَ	بِاَفْوَاهِهِمْ	مَّا	لَيْسَ
তাদের মধ্যে	ঈমানের চেয়ে	তারা বলে (এমন কথা)	তাদের মুখগুলো দিয়ে	যা	নাই

فِيْ	قُلُوْبِهِمْ ؕ	وَ	اللّٰهُ	اَعْلَمُ	بِمَا	يَكْتُمُوْنَ ۚ ﴿١٦٧﴾	اَلَّذِيْنَ
মধ্যে	তাদের অন্তরে	এবং	আল্লাহ	খুব জানেন	ঐ বিষয়ে যা	তারা গোপন করছে	যারা

قَالُوْا	لِاِخْوَانِهِمْ	وَ	قَعَدُوْا	لَوْ	اَطَاعُوْنَا	مَا	قُتِلُوْا ؕ
বলেছিল	তাদের ভাইদের সম্পর্কে	ও	তারা বসেছিল (ঘরে)	যদি	আমাদের আনুগত্য করত	না	তারা নিহত হত

قُلْ	فَادْرَءُوْا	عَنْ	اَنْفُسِكُمُ	الْمَوْتَ	اِنْ	كُنْتُمْ
বল	তোমরা তাহলে দূরে সরাও	হতে	তোমাদের নিজেদের	মৃত্যুকে	যদি	হও তোমরা

صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾
সত্যবাদী

১৬৭. এবং মুনাফিক কে? এই মুনাফিকদের যখন বলা হল, এস, খোদার পথে যুদ্ধ কর, অথবা অন্ততঃপক্ষে (নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষার কাজই কর; তখন তারা বলতে লাগল, আজই যুদ্ধ হবে তা যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সংগে যেতাম। একথা যখন তারা বলতেছিল তখন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীরই অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যা মূলতঃ তাদের অন্তরে বর্তমান নেই। আর যা কিছু তারা মনে গোপন করে রাখে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন।

১৬৮. তারা নিজেরা তো বসে রইল, আর তাদের যে সব ভাই-বন্ধু লড়াই করতে গিয়েছিল ও সেখানে নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তারা বলল, তারা যদি আমাদের কথা শুনত তাহলে তারা নিশ্চয় নিহত হতনা, তাদের বল, তোমাদের এই কথায় তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে স্বয়ং তোমাদের মৃত্যু যখন আসবে তখন উহাকে দূরে রেখে তার সত্যতা প্রমাণ করো।

وَ	لَا	تَحْسَبَنَّ	الَّذِيْنَ	قُتِلُوْا	فِيْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ
এবং	না	মনে করো	(তাদেরকে) যারা	নিহত হয়েছে		পথে	আল্লাহর

اَمْوَاتًا ؕ	بَلْ	اَحْيَآءٌ	عِنْدَ	رَبِّهِمْ	يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾
(তারা) মৃত	বরং	তারা জীবিত	কাছে	তাদের রবের	তাদের রিযেক দেয়া হয়

فَرِحِيْنَ	بِمَآ	اٰتٰهُمُ	اللّٰهُ	مِنْ	فَضْلِهٖ	وَ	يَسْتَبْشِرُوْنَ
তারা খুশী হয়েছে	যা কিছু	তাদের দিয়েছেন	আল্লাহ	অনুগ্রহে	তাঁর	এবং	তারা আনন্দিত হবে (এসবজেনে)

بِالَّذِيْنَ	لَمْ	يَلْحَقُوْا بِهِمْ	مِّنْ	خَلْفِهِمْ	اَلَّا	خَوْفٌ
(তাদের) জন্যে যারা	নাই	মিলিত হয়	তাদের সাথে	তাদের পেছনে (রয়েগেছে এখনও)		যে না	কোন ভয় (আছে)

عَلَيْهِمْ	وَ	لَا	هُمْ	يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾	يَسْتَبْشِرُوْنَ	بِنِعْمَةٍ
তাদের জন্যে	এবং	না	তারা	দুঃখিত হবে	তারা আনন্দিত হবে	নেয়ামতের কারণে

مِّنَ	اللّٰهِ	وَ	فَضْلٍ	وَّ	اَنَّ	اللّٰهَ	لَا	يُضِيْعُ	اَجْرَ
পক্ষ হতে	আল্লাহর	ও	অনুগ্রহে	এবং	(এও) যে	আল্লাহ	না	নষ্ট করেন	পুরস্কার

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾
ঈমানদারদের

১৬৯. যারা খোদার পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না! প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত, তারা খোদার নিকট হতে রেযেক পায়।

১৭০. আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশী ও পরিতৃপ্ত। এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পিছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে ও এখনো তথায় পৌছেনি তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।

১৭১. তারা খোদার নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তারা জানে যে, আল্লাহ ঈমানদার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

الَّذِينَ	اسْتَجَابُوا	لِلّٰهِ	وَ	الرَّسُولِ	مِنْ بَعْدِ	مَا
যারা	সাড়া দেয়	আল্লাহর	ও	রসূলের (ডাকে)	এরপরেও	যা

أَصَابَهُمُ	الْقَرْحُ ۛ	لِلَّذِينَ	أَحْسَنُوا	مِنْهُمْ	وَ
তাদের পৌঁছেছে	আঘাত	তাদের জন্যে	নেকী করেছে (যারা)	তাদের মধ্যে	ও

اتَّقَوْا	أَجْرٌ	عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾	الَّذِينَ	قَالَ	لَهُمُ	النَّاسُ	إِنَّ
ভয় করেছে (আল্লাহকে)	পুরস্কার (রয়েছে)	বিরাট	(এমন) যারা	বলেছিল	তাদেরকে	লোকেরা	নিশ্চয়

النَّاسَ	قَدْ جَمَعُوا	لَكُمْ	فَاخْشَوْ	هُمْ	فَزَادَهُمْ
সব লোক (অর্থাৎ বড়বাহিনী)	জমা হয়েছে	তোমাদের জন্যে	তাই ভয় কর	তাদেরকে	তাদের কিছু বেড়ে গেল

إِيمَانًا ۖ	وَ	قَالُوا	حَسْبُنَا	اللّٰهُ	وَ	نِعْمَ	الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾
ঈমান	এবং	তারা বলেছিল	আমাদের জন্যে যথেষ্ট	আল্লাহই	এবং	(তিনিই) উত্তম	অভিভাবক

রুকুঃ১৮

১৭২. যারা আহত হওয়ার পর ও আল্লাহও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে[৩৩] তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত পূন্যশীল, নেককার ও পরহেযগার তাদের জন্যে অত্যধিক সুফল রয়েছে।

১৭৩. আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় কর", এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল, উত্তরে তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।

৩৩. ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুশরিকরা কয়েক মঞ্জিল দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের মনে এই খেয়াল উদয় হল, আমরা করলাম কি? মুহাম্মদের শক্তি চূর্ণ করার মহা সুযোগ হাতে পেয়েও আমরা তার সদ্ব্যবহার না করে ফিরে এলাম। অতএব তারা এক স্থানে সমবেত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করে স্থির করলো যে মদীনার উপর এখনই দ্বিতীয়বার আক্রমন করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাহসে তা কুলালো না, তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো । এদিকে নবী করীমও কাফেরদের পুনরায় ফিরে আসার আশংকা করছিলেন , তাই তিনি ওহুদের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনই মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন যে , কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা আবশ্যক। যদিও এ অত্যন্ত সংগীন ব্যাপার ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাঁটি মুমিনগণ আত্মদান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং নবী করীমের সংগে 'হাজরা উল আসওয়াদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এই জায়গাটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আলোচ্য আয়াতে এই সব আত্মদানে প্রস্তুত লোকদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

১৭৪. শেষ পর্যন্ত তারা খোদার অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে, তাদের কোন প্রকার ক্ষতি হল না এবং খোদার মর্জী অনুযায়ী চলবার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী[৩৪]।
১৭৫. এখন তোমরা জানতে পারলে যে, মূলতঃ শয়তানই উহার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে- যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

৩৪. ওহদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল যে আগামী বৎসর বদরে তোমাদের ও আমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির সময় যখন কাছে এলো তখন তার আর সাহস হলো না। অতএব মুখরক্ষার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বণ করলো। সে গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করলো। সে মদীনায় এসে মুসলমানদের মধ্যে এই সংবাদ রটানো শুরু করলো যে, এ বৎসর কোরাইশরা আক্রমনের জন্য জবরদস্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এমন বিরাট শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করেছে যে সারা আরবে কারুর পক্ষে তার মোকাবিলা করার সাধ্য নেই। এই প্রপাগাণ্ডায় মুসলমানরা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর রসূল পূর্ণ মজলিসে ঘোষণা করলেন যে, 'যদি কেউ অগ্রসর না হয়, তবে আমি একাকীই অগ্রসর হবো' তখন একথা শুনে ১৫০০ আত্মোৎসর্গী সাহাবা তাঁর সংগে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। নবী করীম তাঁদের সংগে নিয়ে বদরপ্রান্তে যাত্রা করলেন। আবু সুফিয়ান মোকাবিলার জন্য এলোনা। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত অবস্থান করে তেজারতী কারবার থেকে যথেষ্ট আর্থিক ফায়দা হাসিল করে তারপর প্রত্যাবর্তন করে।

وَ	لَا	يَحْزُنْكَ	الَّذِيْنَ	يُسَارِعُوْنَ	فِي	الْكُفْرِ ۚ	اِنَّهُمْ
এবং	না	তোমাকে (যেন) চিন্তিত করে	(তারা) যারা	তৎপর হয়েছে	মধ্যে	কুফরীর	তারা নিশ্চয়

لَنْ	يَّضُرُّوا	اللّٰهَ	شَيْئًا ؕ	يُرِيْدُ	اللّٰهُ	اَلَّا	يَجْعَلَ	لَهُمْ
কক্ষণ না	ক্ষতি করতে পারবে	আল্লাহর	কিছু মাত্রও	চান	আল্লাহ	যে না	রাখবেন	তাদের জন্যে

حَظًّا	فِي	الْاٰخِرَةِ ۚ	وَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾	اِنَّ	الَّذِيْنَ
কোন অংশ	মধ্যে	আখেরাতের	এবং	তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	বড় কঠিন	নিশ্চয়	যারা

اشْتَرَوُا	الْكُفْرَ	بِالْاِيْمَانِ	لَنْ	يَّضُرُّوا	اللّٰهَ	شَيْئًا ۚ	وَ
ক্রয় করেছে	কুফরীকে	ঈমানের বদলে	কক্ষণও না	ক্ষতি করতে পারবে	আল্লাহকে	কিছুমাত্রও	এবং

لَهُمْ	عَذَابٌ	اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾	وَ	لَا	يَحْسَبَنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْٓا	اَنَّمَا
তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	বড়ই কষ্টদায়ক	এবং	না	(যেন) তারা মনে করে	যারা	কুফরী করেছে	এই যে

نُمْلِيْ	لَهُمْ	خَيْرٌ	لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ	اِنَّمَا	نُمْلِيْ	لَهُمْ
আমরা ঢিল দেই	তাদেরকে	উত্তম	তাদের নিজেদের জন্যে	মূলতঃ	আমরা ঢিল দেই	তাদেরকে

لِيَزْدَادُوْٓا	اِثْمًا ۚ	وَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾
তারা বৃদ্ধি করে যেন	পাপ	এবং	তাদের জন্যে (রয়েছে)	শাস্তি	বড় অপমাননাকর

১৭৬. হে নবী, আজ যারা কুফরীর পথে যারপরনাই চেষ্টা-সাধনা করছে তাদের কর্মতৎপরতা যেন তোমাদেরকে চিন্তিত না করে। তারা খোদার বিন্দুমাত্র ক্ষতিও করতে পারবে না। খোদার ইচ্ছা এই যে, পরকালে কোন অংশই তাদের জন্যে রাখবেন না। সর্বশেষে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১৭৭. যারা ঈমান ছেড়ে দিয়ে কুফরীকে খরিদ করল তারা নিশ্চয় খোদাতা'আলার কোন ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি মওজুদ রয়েছে।

১৭৮. কাফেরদেরকে আমরা এই যে ঢিল দিচ্ছি, একে তারা যেন নিজেদের পক্ষে মঙ্গলজনক না মনে করে। আমরা তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি এজন্যে যে, এরা যেন পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে নেয়। অতঃপর তাদের জন্যে অপমান- কর আযাব প্রস্তুত রয়েছে।

مَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيَذَرَ	الْمُؤْمِنِيْنَ	عَلٰى	مَآ	اَنْتُمْ	عَلَيْهِ
নয়	(পদ্ধতি)	আল্লাহর	যে ছেড়ে দেবেন	মু'মিনদেরকে (এমনি)	উপর	যেমন	তোমরা (আছ)	তার উপর

حَتّٰى	يَمِيْزَ	الْخَبِيْثَ	مِنَ	الطَّيِّبِ ط	وَ	مَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيُطْلِعَكُمْ
যতক্ষণ না	পৃথক করবেন	নাপাক (অসৎলোকদেরকে)	হতে	পাক (সৎ লোকদের)	এবং	নয়	(পদ্ধতি)	আল্লাহর	তোমাদের খবর দেয়া

عَلَى	الْغَيْبِ	وَلٰكِنَّ	اللّٰهَ	يَجْتَبِيْ	مِنْ	رُّسُلِهٖ	مَنْ
সম্পর্কে	গায়েবের	কিন্তু	আল্লাহ	বাছাই করেনেন	মধ্যহতে	তাঁর রসূলদের	যাকে

يَّشَآءُ ص	فَاٰمِنُوْا	بِاللّٰهِ	وَ	رُسُلِهٖ ج	وَ	اِنْ	تُؤْمِنُوْا	وَ
তিনি চান	তোমরা তাই ঈমান আন	আল্লাহর উপর	ও	তাঁর রসূলদের (উপর)	এবং	যদি	তোমরা ঈমান আন	ও

تَتَّقُوْا	فَلَكُمْ	اَجْرٌ	عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾	وَ	لَا	يَحْسَبَنَّ	الَّذِيْنَ
তোমরা ভয় কর	তবে তোমাদের জন্যে	পুরস্কার (রয়েছে)	বিরাট	এবং	না (যেন)	তারা মনে করে	যারা

يَبْخَلُوْنَ	بِمَآ	اٰتٰهُمُ	اللّٰهُ	مِنْ	فَضْلِهٖ	هُوَ	خَيْرًا	لَّهُمْ ط
কৃপণতা করে	যা	তাদের দিয়েছেন	আল্লাহ	মধ্যহতে	তাঁর অনুগ্রহের	তা	কল্যাণ	তাদের জন্যে

১৭৯. আল্লাহ মুমিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দিবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমান সময়ে (দাঁড়িয়ে) আছ; তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের হতে অবশ্যই পৃথক করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা খোদার নিয়ম নয়[৩৫], গায়েবের কথা জানাবার জন্যে আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্যে হতে যাকে চান মনোনীত করে নেন। অতএব (গায়েবের বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রেখো। তোমরা যদি ঈমান ও খোদা-ভয়ের নীতি অবলম্বন কর তবে তোমরা বিপুল পুণ্যের অধিকারী হবে।

১৮০. যে সব লোককে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদরে জন্যে ভাল।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের এ জানিয়ে দেয় যে তোমাদের মধ্যে কে মুমিন ও কে মুনাফিক।

يَوْمَ	بَخِلُوْا بِهٖ	مَا	سَيُطَوَّقُوْنَ	شَرٌّ لَّهُمْ ؕ	هُوَ	بَلْ
দিনে	তার তারা কৃপণতা করেছে	যা	তাদের (গলায়) বেড়ি পরান হবে	তাদের জন্যে অকল্যাণ	তা	বরং

وَ	الْاَرْضِ ؕ	وَ	السَّمٰوٰتِ	مِيْرَاثُ	لِلّٰهِ	وَ	الْقِيٰمَةِ ؕ
এবং	পৃথিবীর	ও	আকাশমন্ডলীর	স্বত্বাধিকার	আল্লাহরই জন্যে	এবং	কিয়ামতের

اللّٰهُ	سَمِعَ	لَقَدْ	خَبِيْرٌ ۝١٨٠	تَعْمَلُوْنَ	بِمَا	اللّٰهُ
আল্লাহ	শুনেছেন	নিশ্চয়	খুবই অবহিত	তোমরা কাজ করছ	সে সম্পর্কে যা	আল্লাহ

اَغْنِيَآءُ م	نَحْنُ	وَّ	فَقِيْرٌ	اللّٰهَ	اِنَّ	قَالُوْۤا	الَّذِيْنَ	قَوْلَ
ধনী	আমরা	আর	দরিদ্র	আল্লাহ	নিশ্চয়	বলেছিল	যারা	(তাদের) কথা

حَقٍّ ۙ	بِغَيْرِ	الْاَنْبِيَآءَ	قَتْلَهُمُ	وَ	قَالُوْا	مَا	سَنَكْتُبُ
অন্যায়ভাবে		নবীদেরকে	তাদের হত্যা করা	ও	তারা বলেছিল	যা	আমরা লিখে রাখবো

قَدَّمَتْ	بِمَا	ذٰلِكَ	الْحَرِيْقِ ۝١٨١	عَذَابَ	ذُوْقُوْا	نَقُوْلُ	وَّ
আগে পাঠিয়েছে	একারণে যা	এটা	দহনের	শাস্তির	তোমরা স্বাদ নাও	আমরা বলব	এবং

لِّلْعَبِيْدِ ۝١٨٢	بِظَلَّامٍ	لَيْسَ	اللّٰهَ	اَنَّ	وَ	اَيْدِيْكُمْ
বান্দাদের উপর	জুলমকারী	নন	আল্লাহ	নিশ্চয়	এবং	তোমাদের হাত (অর্থাৎ কৃতকর্ম)

না,............ এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ জিনিস। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করছে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় রশি হয়ে দাঁড়াবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার খোদারই জন্যে; আর তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।

রুকূ:১৯

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ দরিদ্র, কিন্তু আমরা ধনী[৩৬]। তাদের এ কথাও আমরা লিখে রাখব, আর ইতিপূর্বে তারা পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে যে হত্যা করত তাও তাদের আমলনামায় রক্ষিত হবে। (যখন চূড়ান্ত ফয়সালার সময় উপস্থিত হবে তখন) আমরা তাদের বলবঃ নাও, এখন জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৮২. এটা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জিত। খোদা তাঁর বান্দাদের পক্ষে কখনো যালেম নন।

৩৬. ইহুদীদের কথা। কুরআন মজিদে যখন এই আয়াত নাযিল হলো যে "আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে কে প্রস্তুত আছো?" তখন ইহুদীরা এ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলতে লাগলো- "জি হাঁ, আল্লাহ মিয়াতো নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর বান্দাহদের কাছ থেকে কর্জ চাওয়া শুরু করেছেন"।

আরবি	অর্থ
الَّذِينَ	যারা
قَالُوا	বলে
إِنَّ	নিশ্চয়
اللَّهَ	আল্লাহ
عَهِدَ	নির্দেশ দিয়েছেন
إِلَيْنَا	আমাদের প্রতি
أَلَّا	যে না
نُؤْمِنَ	আমরা ঈমান আনব
لِرَسُولٍ	কোন রাসূলের উপর
حَتَّىٰ	যতক্ষণ না
يَأْتِيَنَا	আমাদের কাছে নিয়ে আসবে
بِقُرْبَانٍ	এক কুরবানী
تَأْكُلُهُ	তা খেয়ে ফেলবে
النَّارُ ط	(অদৃশ্যের) আগুনে
قُلْ	বল
قَدْ	নিশ্চয়
جَاءَكُمْ	তোমাদের কাছে এসেছে
رُسُلٌ	অনেক রসূল
مِّن قَبْلِي	আমার পূর্বে
بِالْبَيِّنَاتِ	উজ্জ্বল নিদর্শন সহকারে
وَ	এবং
بِالَّذِي	ঐ বিষয়ে যা
قُلْتُمْ	তোমরা বলেছ
فَلِمَ	তবে কেন
قَتَلْتُمُو	তোমরা হত্যা করেছ
هُمْ	তাদেরকে
إِن	যদি
كُنتُمْ	তোমরা হও
صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾	সত্যবাদী
فَإِن	যদি তবুও
كَذَّبُوكَ	তোমাকে তারা অস্বীকার করে
فَقَدْ	তবে (নতুন কিছু নয়)
كُذِّبَ	অস্বীকার করেছে
رُسُلٌ مِّن	রসূলদেরকে
قَبْلِكَ	তোমার পূর্বেও
جَاءُوا	তারা এসেছিল
بِالْبَيِّنَاتِ	সুস্পষ্ট নির্দশনসহ
وَ	ও
الزُّبُرِ	(অনেক) সহীফা
وَ	ও
الْكِتَابِ	কিতাব
الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾	আলোকদানকারী (সাথে নিয়ে)
كُلُّ	প্রত্যেক
نَفْسٍ	ব্যক্তিই
ذَائِقَةُ	স্বাদ গ্রহণকারী (হবে)
الْمَوْتِ ط	মৃত্যুর
وَ	এবং
إِنَّمَا	প্রকৃতপক্ষে
تُوَفَّوْنَ	তোমাদের পূর্ণ দেয়া হবে
أُجُورَكُمْ	তোমাদের পুরস্কার সমূহ
يَوْمَ	দিনে
الْقِيَامَةِ ط	কিয়ামতের

১৮৩. যারা বলে, "আল্লাহ আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কাউকে রসূল বলে মেনে নেব না, যতক্ষণ না সে আমাদের সামনে এমন এক কোরবাণী পেশ করবে যা আগুন (অদৃশ্য হতে এসে) খেয়ে ফেলবে", তাদের বলঃ তোমাদের নিকট পূর্বে আমার অনেক রসূলই এসেছে, তারা বহু উজ্জ্বল নিদর্শনও এনেছিল, এবং তোমরা যে নিদর্শনের উল্লেখ করছ তাও তারা এনেছিল, এতদসত্ত্বেও (ঈমান আনার জন্যে এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হতে তবে সেই রসূলদের তোমরা কেন হত্যা করলে?

১৮৪. এখন হে মোহাম্মদ, এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে অমান্য করা হয়েছে যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহিফা ও আলোকদানকারী কিতাব-সমূহ নিয়ে এসেছিল।

১৮৫. অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে। এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবে কিয়ামতের দিন পাবে।

فَمَنْ	زُحْزِحَ	عَنِ	النَّارِ	وَ	اُدْخِلَ	الْجَنَّةَ	فَقَدْ	فَازَ ط
অতঃপর যাকে	রক্ষা করা হবে	থেকে	আগুন	এবং	প্রবেশ করানো হবে	জান্নাতে	তবে নিশ্চয়	সে সফল হবে

وَ	مَا	الْحَيٰوةُ	الدُّنْيَآ	اِلَّا	مَتَاعُ	الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾	لَتُبْلَوُنَّ
এবং	নয়	জীবন	দুনিয়ার	এ ছাড়া	সামগ্রী	ধোঁকার	তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে

فِيْٓ	اَمْوَالِكُمْ	وَ	اَنْفُسِكُمْ قف	وَ	لَتَسْمَعُنَّ	مِنَ	الَّذِيْنَ
মধ্যে	তোমাদের সম্পদ সমূহের	ও	তোমাদের জান সমূহে	এবং	তোমরা অবশ্যই শুনবে	তাদের থেকে	যাদের

اُوْتُوا	الْكِتٰبَ	مِنْ	قَبْلِكُمْ	وَ	مِنَ	الَّذِيْنَ	اَشْرَكُوْٓا
দেওয়া হয়েছে	কিতাব		তোমাদের পূর্বে	এবং	হতে ও	(তাদের) যারা	শিরক করেছে

اَذًى	كَثِيْرًا ط	وَ	اِنْ	تَصْبِرُوْا	وَ	تَتَّقُوْا	فَاِنَّ	ذٰلِكَ
কষ্টদায়ক (কথা)	অনেক	এবং	যদি	তোমরা সবর কর	ও	তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর	তবে নিশ্চয়	এটা

مِنْ	عَزْمِ	الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾	وَ	اِذْ	اَخَذَ	اللّٰهُ	مِيْثَاقَ
অন্যতম	দৃঢ় সংকল্পের	ব্যাপার	এবং	(স্মরণ কর) যখন	নিয়েছিলেন	আল্লাহ	প্রতিশ্রুতি

الَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْكِتٰبَ	لَتُبَيِّنُنَّهٗ	لِلنَّاسِ	وَ	لَا
(তাদের থেকে) যাদেরকে	দেওয়া হয়েছিল	কিতাব	তা অবশ্যই তোমরা প্রচার করবে	লোকদের জন্যে	এবং	না

تَكْتُمُوْنَهٗ ز
তা তোমরা গোপন করবে

সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। তারপর এই দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।

১৮৬. মুসলমানেরা! তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়েই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলি-কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হতে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এসব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করে ও খোদার ভয় রক্ষা করে চলতে পার তবে নিশ্চয় এটা অত্যন্ত উচুঁদরের সাহসিকতার ব্যাপার।

১৮৭. এসব আহলি-কিতাবদেরকে সে ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দাও যা আল্লাহ তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন। তা এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, তা গোপন করে রাখতে পারবে না।

فَنَبَذُوْهُ	وَرَآءَ	ظُهُوْرِهِمْ	وَ	اشْتَرَوْا بِهٖ	ثَمَنًا
অতঃপর তা তারা ফেলেদিল	পিছনে	তাদের পিঠের (অর্থাৎ অগ্রাহ্য করল)	এবং	তা দিয়ে তারা ক্রয় করল	মূল্যের (জিনিষ)

قَلِيْلًا ؕ	فَبِئْسَ	مَا	يَشْتَرُوْنَ ⑱	لَا	تَحْسَبَنَّ
অতিঅল্প	অতএব কত নিকৃষ্ট	যা	তারা ক্রয় করে	না	তারা(যেন) মনে করে

الَّذِيْنَ	يَفْرَحُوْنَ	بِمَآ	اَتَوْا	وَّ	يُحِبُّوْنَ	اَنْ	يُّحْمَدُوْا
যারা	আনন্দ করে	ঐ বিষয়ে যা	তারা করেছে	ও	তারা পছন্দ করে	যে	তাদের প্রশংসা করা হোক

بِمَا	لَمْ يَفْعَلُوْا	فَلَا	تَحْسَبَنَّهُمْ	بِمَفَازَةٍ	مِّنَ	الْعَذَابِ
ঐবিষয়েও যা	তারা করেও নাই	অতএব না	তাদের মনে করবে	নিরাপদ স্থানে	হতে	আযাব

وَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	اَلِيْمٌ ⑱	وَ	لِلّٰهِ	مُلْكُ	السَّمٰوٰتِ	وَ
এবং	তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	কষ্টদায়ক	এবং	আল্লাহর জন্যে	রাজত্ব	আকাশ মণ্ডলীর	ও

الْاَرْضِ ؕ	وَ	اللّٰهُ	عَلٰى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيْرٌ ⑱	اِنَّ	فِيْ
পৃথিবীর	এবং	আল্লাহ	উপর	সব	কিছুর	ক্ষমতাবান	নিশ্চয়	মধ্যে রয়েছে

خَلْقِ	السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضِ	وَ	اخْتِلَافِ	الَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ
সৃষ্টির	আকাশ সমূহের	ও পৃথিবীর	ও	আবর্তনে	রাতের	ও	দিনের

لَاٰيٰتٍ	لِّاُولِي	الْاَلْبَابِ ⑲
অবশ্যই নিদর্শন সমূহ	জন্যে	বুদ্ধিমানদের

কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করেছে, ইহা (তারা যা করছে তা) কতই না খারাপ কাজ।

১৮৮. তোমরা এসব লোককে আযাব হতে সুরক্ষিত মনে করো না যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত এবং এসব কাজের জন্যে তারা প্রশংসা লাভ করতে চায় যা মূলতঃ তাদের কৃত নয়। প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি তৈরী রয়েছে।

১৮৯. যমীন ও আসমানের মালিক আল্লাহ এবং তার শক্তিই সর্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী।

রুকুঃ২০

১৯০. আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সে সব বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে;

اَلَّذِيْنَ	يَذْكُرُوْنَ	اللّٰهَ	قِيٰمًا	وَّ	قُعُوْدًا	وَّ	عَلٰى	جُنُوْبِهِمْ
যারা	স্মরণ করে	আল্লাহকে	দাঁড়িয়ে	ও	বসে	এবং	উপর	তাদের পার্শ্ব সমূহের (শুয়ে)

وَ	يَتَفَكَّرُوْنَ	فِيْ	خَلْقِ	السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضِ ۚ	رَبَّنَا	مَا
আর	তারা চিন্তা গবেষণা করে	বিষয়ে	সৃষ্টির	আকাশ মন্ডলীর	ও পৃথিবীর	(তারা বলে) হে আমাদের রব	না

خَلَقْتَ	هٰذَا	بَاطِلًا ۚ	سُبْحٰنَكَ	فَقِنَا	عَذَابَ	النَّارِ ﴿١٩١﴾
তুমি সৃষ্টি করেছ	এটা	অর্থহীন	তুমিই পবিত্র	অতঃপর আমাদেরকে বাঁচাও	শাস্তি (হতে)	আগুনের

رَبَّنَآ	اِنَّكَ	مَنْ	تُدْخِلِ	النَّارَ	فَقَدْ	اَخْزَيْتَهٗ ؕ	وَ	مَا
হে আমাদের রব	নিশ্চয় তুমি	যাকে	প্রবেশ করাও	আগুনে	তাহলে নিশ্চয়	তাকে তুমি অপমান করলে	এবং	নাই

لِلظّٰلِمِيْنَ	مِنْ	اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾	رَبَّنَآ	اِنَّنَا	سَمِعْنَا	مُنَادِيًا
যালেমদের জন্যে	কোন	সাহায্যকারী	হে আমাদের রব	নিশ্চয় আমরা	আমরা শুনেছি	এক আহ্বান কারীকে

يُّنَادِيْ	لِلْاِيْمَانِ	اَنْ	اٰمِنُوْا	بِرَبِّكُمْ	فَاٰمَنَّا ۖۗ
আহবান করতে	ঈমানের দিকে	(এবলে) যে	তোমরা ঈমান আন	তোমাদের রবের উপর	আমরা ফলে ঈমান এনেছি

১৯১. যারা উঠতে, বসতে, শুতে– সকল অবস্থায়ই খোদাকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে) খোদা এ সবকিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন, সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে পবিত্র। অতএব হে খোদা, দোযখের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও।

১৯২. তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছ তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছ। তাছাড়া এসব যালেমদের সাহায্যকারীও কেউ হবে না।

১৯৩. খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পেয়েছি যে ঈমানের জন্যে আহবান জানাতেছিল (এবং বলতেছিল)যে, তোমরা তোমাদের খোদাতা'আলাকে মেনে নাও। আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি,

رَبَّنَا	فَاغْفِرْ	لَنَا	ذُنُوْبَنَا	وَ	كَفِّرْ	عَنَّا	سَيِّاٰتِنَا	وَ
হে আমাদের রব	মাফকর	আমাদের জন্যে	আমাদেরঅপরাধ গুলোকে	ও	দূরকর	আমাদের থেকে	আমাদের দোষত্রুটি	এবং

تَوَفَّنَا	مَعَ	الْاَبْرَارِ ۝١٩٣	رَبَّنَا	وَ	اٰتِنَا	مَا	وَعَدْتَّنَا	عَلٰى
আমাদের মৃত্যু দাও	সাথে	নেকলোকদের	হে আমাদের রব	এবং	আমাদেরকে দাও	যা	আমাদেরকেতুমি ওয়াদা করেছ	নিকট

رُسُلِكَ	وَ	لَا	تُخْزِنَا	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	اِنَّكَ	لَا	تُخْلِفُ	الْمِيْعَادَ ۝١٩٤
তোমার রসূলদের	এবং	না	আমাদেরকে অপমান করো	দিনে	কিয়ামতের	নিশ্চয় তুমি	না	খেলাফ কর	ওয়াদার

فَ	اسْتَجَابَ	لَهُمْ	رَبُّهُمْ	اَنِّيْ	لَاۤ	اُضِيْعُ	عَمَلَ
তাই	সাড়াদিলেন	তাদেরকে	তাদের রব	(এবলে) যে আমি	না	নষ্ট করব	কাজ

عَامِلٍ	مِّنْكُمْ	مِّنْ	ذَكَرٍ	اَوْ	اُنْثٰى	بَعْضُكُمْ	مِّنْ
কোন আমল কারীর	তোমাদের মধ্যকার	মধ্যহতে	পুরুষ (লোকদের)	অথবা	স্ত্রী (লোকদের)	তোমাদের একে	হতে

بَعْضٍ
অন্যের (অর্থাৎ সমশ্রেণী ভুক্ত)

অতএব হে আমাদের পরোয়ারদিগার। যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা কর, আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সংগে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন কর।

১৯৪. খোদা। তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার সম্মুখীন করো না। নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাপকারী নও।

১৯৫. উত্তরে তাদের খোদা বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করে দিব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী-তোমরা সকলেই সমজাতের লোক।

فَالَّذِيْنَ	هَاجَرُوْا	وَ	اُخْرِجُوْا	مِنْ	دِيَارِ	هِمْ
যারা কাজেই	হিজরত করেছে	ও	বহিষ্কৃত হয়েছে	হতে	ঘরবাড়ী	তাদের

وَ	اُوْذُوْا	فِيْ	سَبِيْلِيْ	وَ	قٰتَلُوْا	وَ	قُتِلُوْا	لَاُكَفِّرَنَّ
এবং	নির্যাতিত হয়েছে		আমার পথে	এবং	তারা যুদ্ধ করেছে	ও	নিহত হয়েছে	আমি অবশ্যই দূর করে দেবই

عَنْهُمْ	سَيِّاٰتِهِمْ	وَ	لَاُدْخِلَنَّهُمْ	جَنّٰتٍ	تَجْرِيْ	مِنْ
তাদের থেকে	তাদের দোষত্রুটি	এবং	তাদেরকে অবশ্যই আমি প্রবেশ করাবই	জান্নাতে	প্রবাহিত হয়	

تَحْتِهَا	الْاَنْهٰرُ	ثَوَابًا	مِّنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ ؕ وَ	اللّٰهُ	عِنْدَهٗ
তার পাদদেশে	ঝর্ণাধারা	প্রতিফল	থেকে	নিকট	এবং আল্লাহর	আল্লাহ (এমন যে)	তাঁরইকাছে (আছে)

حُسْنُ	الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾	لَا	يَغُرَّنَّكَ	تَقَلُّبُ	الَّذِيْنَ
উত্তম	প্রতিফল	না (যেন)	তোমাকে ধোকা দেয়	(দম্ভপূর্ণ) চলাফেরা	(তাদের) যারা

كَفَرُوْا	فِي	الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾	مَتَاعٌ	قَلِيْلٌ قف	ثُمَّ	مَاْوٰىهُمْ
কুফরী করেছে		দেশে দেশে	(এটা) ভোগবিলাস ও স্ফূর্তি	অতি সামান্য	এরপর	তাদের ঠিকানা (হবে)

جَهَنَّمُ ؕ	وَ	بِئْسَ	الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾
জাহান্নাম	এবং	অতিনিকৃষ্ট	বিশ্রামস্থল

কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্যে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্যে লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নীচহতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। খোদার নিকট ইহাই তাদের প্রতিফল; আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র খোদার নিকটই পাওয়া যেতে পারে।

১৯৬. হে নবী, দুনিয়ার রাজ্য সমূহে খোদার নাফরমান লোকদের দম্ভপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে।

১৯৭. এটা কয়েকদিনের জীবনের স্বল্প আনন্দ মাত্র, অতঃপর এরা সকলে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে, আর তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থল।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

কিন্তু | যারা | ভয়করে | তাদের রবকে | তাদের জন্যে (রয়েছে) | জান্নাতসমূহ | প্রবাহিত হবে | তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ

ঝর্ণাধারা সমূহ | তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | মেহমানদারী (পাবে) | হতে | নিকট | আল্লাহর | এবং | যা কিছু | কাছে (রয়েছে) | আল্লাহর

خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

(তাই) উত্তম | নেক লোকদের জন্যে | এবং | নিশ্চয় | মধ্যে | আহলি | কিতাবদের (এমনও আছে) | অবশ্যই যে | ঈমান আনে | আল্লাহর উপর

وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ

এবং | যা | নাযিল হয়েছে | তোমাদের প্রতি | এবং | যা | নাযিল হয়েছে | তাদের প্রতি | বিনয়ী হয়ে | আল্লাহর জন্যে

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

না | তারা ক্রয়করে | আয়াতের বিনিময়ে | আল্লাহর | মূল্যের (জিনিষ) | সামান্য | ঐসব লোক | তাদের জন্যে (রয়েছে)

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

তাদের প্রতিফল | কাছে | তাদের রবের | নিশ্চয় | আল্লাহ | ত্বরিত | হিসাবে

১৯৮. পক্ষান্তরে যারা খোদাকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্যে এমন বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। খোদার নিকট হতে মেহমানদারীর এটাই সরঞ্জাম তাদেরই জন্যে, আর খোদার নিকট যা কিছু আছে নেক লোকদের পক্ষে তাই উত্তম জিনিস।

১৯৯. আহলি-কিতাবদের মধ্যেও কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং এর পূর্বে স্বয়ং তাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল তার প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখে; তারা খোদার প্রতি নিষ্ঠাবান, অবনত এবং খোদার আয়াতকে সামান্য-নগন্য মূল্যে বিক্রিকরে দেয় না; তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট মওজুদ রয়েছে, আর আল্লাহ হিসাব সম্পূর্ণ করতে দেরী করেন না।

২০০. হে ঈমানদারেরা, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং খোদাকে ভয় করতে থাক; আশা আছে যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

معانى الفاظ
القرآن المجيد
المجلد الاول
عربى - بنغالى
المترجم
مطيع الرحمن خان